নিরুত্তরতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

পণ্ডিত শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, নবতীর্থ, ন্যায়মহাচার্য্য
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদিত

শ্রী দীননাথ ত্রিপাঠী

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা-৯

নিরুত্তরতন্ত্রম্

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা ।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা ।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥

—মৎস্যসূক্তে

যদ্গৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে ।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ ॥
নির্জ্জনে চ জলে ঘোরে শ্বাপদৈঃ পরিভূষিতে ।
মাহাত্ম্যাত্তস্য দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে ॥

—বৃহন্নীলতন্ত্রে

অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং, ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি ।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ, পদে পদে প্রত্যয়মাবহান্ত ॥

নিরুত্তরতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

পণ্ডিত শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, নবতীর্থ, ন্যায়মহাচার্য্য
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা-৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : আর, সাহা, প্যারট প্রেস : ৭৬।২ বিধান সরণী (ব্লক কে ওয়ান), কলিকাতা-৬

ভূমিকা

"আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতং চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে" [আগমদ্বৈতনির্ণয়]। শিবের মুখ হইতে যাহা আসিয়াছে গিরিজার মুখে যাহা গিয়াছে এবং যা বাসুদেবের সম্মত, তাহাই আগম। তন্ত্রশাস্ত্রকে আগম বলে। এই তন্ত্রশাস্ত্র অনেক পরবর্তিকালে মানুষের রচিত—ইহা আধুনিক পণ্ডিতদের মত। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতদের মত—এই তন্ত্রশাস্ত্র অপৌরুষেয় এবং ইহা বেদেরও পূর্বে শিবের মুখে উচ্চারিত হইয়াছে। যথা :—বৃহদ্ধর্মপুরাণে, "আগমস্য ভবান্ কর্তা বেদকর্তা হরিঃ স্বয়ম্। আদাবাগমকর্তৃত্বে ভবান্ বৈ বিনিযোজিতঃ। পশ্চাদ্বৈ বেদকর্তৃত্বে হরিঃ সম্যঙ্‌নিয়োজিতঃ।" আপনি [শিব] আগমের [তন্ত্রের] কর্তা, হরি স্বয়ং বেদকর্তা। তন্ত্রকর্তৃত্বে প্রথমে আপনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পশ্চাৎ হরি বেদকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সব শাস্ত্র অনুসারে আগম বা তন্ত্রকর্তা স্বয়ং শিব। সুতরাং তন্ত্রও অপৌরুষেয় বলিয়া প্রমাণ। বারাহীতন্ত্রে তন্ত্রশাস্ত্রের লক্ষণ বলা হইয়াছে—যে শাস্ত্রে সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতার পূজাবিধি, সাধনবিধি, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্মসাধন এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ—এই সাত প্রকার বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাকে আগম [তন্ত্র] বলে। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রের লক্ষণ বলা হইয়াছে—যাহাতে—সর্গ, প্রতিসর্গ, যন্ত্রনির্ণয়, দেবতার সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতসংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদের উৎপত্তি, কল্পসংজ্ঞক তন্ত্র, জ্যোতিঃপদার্থের সংস্থান, পুরাণের আখ্যান, কোষবর্ণনা, ব্রতকথন, শৌচাশৌচনির্ণয়, নরকবর্ণনা, হরচক্রবর্ণন, স্ত্রী-পুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার কথন, অধ্যাত্ম তত্ত্ববর্ণন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা তন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হয়। আগম তিন প্রকার—শাক্তাগম, বৈষ্ণবাগম ও শৈবাগম। কল্প চার প্রকার—আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র। সারদাগম প্রভৃতি আগমকে মূলতন্ত্র বলে। এতদ্ব্যতীত উপতন্ত্র অনেক আছে।

নিরুত্তরতন্ত্রকে অনেকে উপতন্ত্রের মধ্যে গণনা করেন। অপরে আবার নিরুত্তর তন্ত্রকে একটি বিশিষ্টস্থান প্রদান করেন। পার্বতী প্রশ্ন করিতেছেন আর মহাদেব নিশ্চিতভাবে উত্তর দিয়াছেন—এইরূপ অর্থেও নিরুত্তরতন্ত্রের নাম নির্বাচন করা যায়। তন্ত্রে তিন ভাবের সাধন নির্ণীত আছে—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। অধম অধিকারী পশুভাবের সাধন করেন, মধ্যম অধিকারী বীরভাবের এবং উত্তম অধিকারী দিব্যভাবের সাধনা করেন। নিরুত্তরতন্ত্রে

প্রধানভাবে বীরভাবের সাধনার সঙ্কেতই বর্ণিত আছে। দিব্যভাবের সাধন সূচিত করা হইয়াছে। পশুভাবের সাধনের প্রায় উল্লেখ নাই, পরন্তু অনেক-স্থলে নিন্দা আছে। নিন্দার অভিপ্রায় সাধককে অগ্রসর হইতে বলা ছাড়া নিন্দাতে বা পশুভাবের সাধন পরিত্যাগ করিতে বলা তাৎপর্য নয়। যিনি যাহাই বলুন না কেন—নিরুত্তরতন্ত্রটিকে একটি উৎকৃষ্ট তন্ত্রশাস্ত্র বলা যায়। কারণ ইহাতে সাধনার ক্রম ও রহস্য অতিস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। সৃষ্টিপ্রলয়াদির বর্ণনা ইহাতে না থাকিলেও তত্ত্বের নির্ণয় করা হইয়াছে এবং সাধনার ক্রম অতিসুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চ-মকারে, যাহাতে মানুষের বিশেষ আসক্তি থাকে, সেইসব পদার্থের দ্বারা সাধন করাইয়া মানুষকে সেইসব বস্তুতে আসক্তি জয় করাইয়া দেবীর সাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাইবার কৌশল এই নিরুত্তরতন্ত্রে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য গুরুর আশ্রয় করিতে হইবে—ইহাও এই তন্ত্রে স্পষ্টই বলা আছে।

ইহাতে পনরটি পটল আছে। পটল বলিতে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। প্রথমপটলে সিদ্ধবিদ্যাগণের প্রকৃতি এবং দিব্য ও বীরভাবে তাঁহাদের চিন্তার কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ে দক্ষিণাকালীর মন্ত্র, পূজাপ্রকার, পূজার ফল এবং গুরুনির্ণয় ও পুরশ্চরণ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়ে দক্ষিণাকালীর কবচ ও স্তোত্র বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থে পূজার প্রকারভেদ পুরশ্চরণ এবং প্রাণায়াম, ধারণা ধ্যান, সমাধির সংক্ষেপে বর্ণনা আছে। পঞ্চমে রজনীদেবীর তত্ত্ব ও পূজাবিধি, ষষ্ঠে রজনীপূজায় শীঘ্র সিদ্ধিলাভের উপায় বর্ণন, সপ্তম ও অষ্টম পটলে অভিষেকবিধি বর্ণন, নবমে চক্রবর্ণনা ও তন্মধ্যে পূজাবিধির বর্ণনা, দশমে নানাপ্রকার চক্রের বর্ণনা এবং নানা শক্তির পূজনাদি বিধি ; একাদশে যোগীদের সাধন, সাধিকাদের বর্ণনা ও পূজাদিবিধি, দ্বাদশে উত্তম পুরশ্চরণ-বিধি, ত্রয়োদশে রহস্যপূজা, চতুর্দশে নানাপ্রকার পারিভাষিক বেশ্যার বর্ণনা ও তাঁহাদের পূজাদিবিধি, পঞ্চদশে কেবল মদ্যশোধন বিধিই বর্ণিত হইয়াছে—মৎস্য, মাংস্য, মুদ্রার শোধন বর্ণিত হয় নাই। মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুনতত্ত্বের শোধনবিধি এই নিরুত্তরতন্ত্রে বর্ণিত না হইলেও সূচিত হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা এক এক পাত্রে স্থাপন করিয়া ভূমিতে ত্রিকোণ বৃত্ত ও চতুরস্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পূজাদি বিধি মদ্যশোধনের মত করিতে হইবে। তারপর অন্যমন্ত্র না থাকিলেও মূল মন্ত্রে মৎস্য মাংস ও মুদ্রা শোধন করিতে হইবে। মৈথুনতত্ত্বের শোধন এই পুস্তকের চতুর্দশ পটলের ৮৭।৮৮ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। মদ্যের শোধন ও পূজাদিবিধি বর্ণনাপূর্বক

সিদ্ধবিদ্যা ও মহাবিদ্যার নামকথনপূর্বক তাঁহাদের সাধনে কলিকালে কালাকাল নিয়ম নাই বলিয়া ইঁহাদের সাধনই প্রশস্ত বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। সাধকব্যক্তি এই নিরুত্তরতন্ত্র হইতে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

নবভারত পাবলিশার্স কর্তৃপক্ষ পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ প্রকাশিত করিয়া যে দেশের প্রভূত কল্যাণ করিতেছেন আধুনিককালে তার তুলনা নাই।

এই পুস্তকের যেখানে যেখানে পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছে, সেইখানে সেইখানে শুদ্ধ পাঠ দিবার চেষ্টা করিয়াছি; অনুবাদের জন্য অন্যান্য তন্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছি। ভুল ভ্রান্তি, মানুষের স্বাভাবিক। সুধীগণ যে-সকল ভ্রান্তি উক্ত পুস্তকে পাইবেন—অনুগ্রহপূর্বক তাহা জানাইলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে।

নিবেদন ইতি

বিনীত

শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, নবতীর্থ, ন্যায়মহাচার্য

নিরুত্তরতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈ

শ্রীদেব্যুবাচ—

সিদ্ধবিদ্যাঃ পুরা প্রোক্তাস্তন্ত্রমন্ত্রাদিকানি চ।
নানাভাবপ্রভেদেন সংশয়ো জায়তে প্রভো ॥ ১
ভাবভেদেন কথয় লোকনিস্তারকারক।
সর্বেষাং শরণং তন্ত্রসিদ্ধান্তং বিষ্ণুসম্মতম্ ॥ ২
আসামারাধনা কেন ভাবেন পরিজায়তে।
আসাং বা প্রকৃতিঃ কাপি তস্যা বা কীদৃশী ক্রিয়া।
তৎ প্রকাশয় সম্যঙ্মে যেন যামি নিরুত্তরম্ ॥ ৩

শ্রীশিব উবাচ—

সর্বাসাং সিদ্ধবিদ্যানাং প্রকৃতির্দক্ষিণা প্রিয়ে।
দিব্যৈর্বা বীরভাবৈর্বা চিন্তয়েদ্দক্ষিণাং শুভাম্ ॥ ৪

পরমাত্মরূপ পরমদেবতাকে নমস্কার।

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন—হে প্রভো। পূর্বে আপনি সিদ্ধবিদ্যার কথা এবং নানাভাবে তন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন; আমার সন্দেহ হইতেছে। ১

হে লোকসমূহের উদ্ধারকারক! বিষ্ণুর সম্মত, সকলের শরণস্বরূপ তন্ত্রের সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলুন। ২

কিভাবে এই সিদ্ধবিদ্যাসকলের আরাধনা হইয়া থাকে? এবং এই সিদ্ধবিদ্যাসকলের প্রকৃতিই [মূল উপাদান] বা কে? তাঁহার [প্রকৃতির] ক্রিয়াই বা কি? এই সমস্ত সম্যগ্‌রূপে আপনি প্রকাশ করুন, যাহাতে আমি নিরুত্তর অর্থাৎ সন্দেহশূন্য হই। ৩

শ্রীশিব বলিলেন—হে প্রিয়ে! সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার প্রকৃতি হইতেছেন দক্ষিণাকালী। দিব্যভাবে বা বীরভাবে সেই মঙ্গলাত্মিকা দক্ষিণাদেবীকে চিন্তা করিবে। ৪

দিব্যভাবৈশ্চ বীরৈশ্চ কালীকুলং বিচিন্তয়েৎ।
শ্রীকুলঞ্চ ত্রিভিঃ সর্বৈশ্চিন্তয়েৎ কুলসুন্দরি ॥ ৫

[কালী-শ্রীকুলবর্ণনম্]

কালী তারা রক্তকালী ভুবনা মহিষমর্দিনী।
ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা ॥ ৬
কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃ পরম্।
সুন্দরী ভৈরবী বালা বগলা কমলাপি চ ॥ ৭
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে।
মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতম্ ॥ ৮
লতায়াং পূজয়েৎ কালীং নীলে নীলসরস্বতীম্।
কালিকৈব লতামূলা নীলমূলা চ তারিণী ॥ ৯
উভয়োরুভয়োঃ পূজা সা পূজা মোক্ষদায়িনী।
বিশিষ্টা চেন্মহাসিদ্ধির্দেবানামপি দুর্লভা ॥ ১০

হে কুলসুন্দরি! দিব্যভাবে এবং বীরভাবে কালীকুলকে [কালীর গণ-সমূহকে] চিন্তা করিবে আর দিব্য, বীর ও পশু এই তিনভাবে শ্রীকুলকে [লক্ষ্মীর গণসমূহকে] চিন্তা করিবে। ৫

[কালীকুল ও শ্রীকুলের বর্ণনা]

কালী, তারা, রক্তকালী, ভুবনা, মহিষমর্দিনী, ত্রিপুটা, ত্বরিতা, দুর্গা, বিদ্যা ও প্রত্যঙ্গিরা—এই দশজন কালীকুল [কালীগণ] বলিয়া খ্যাত। তারপর শ্রীকুলের [কথা শোন]। সুন্দরী, ভৈরবী, বালা, বগলা, কমলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, বিদ্যা-স্বপ্নাবতী, মধুমতী ও মহাবিদ্যা—এই দশজন শ্রীকুল বলিয়া কথিত। ৬-৮

লতাতে কালীকে পূজা করিবে, নীলদ্রব্যে নীলসরস্বতী [তারা] কে পূজা করিবে। কালীপূজার অধিষ্ঠান দ্রব্য লতা, আর তারাদেবীর পূজার অধিষ্ঠান দ্রব্য নীল। ৯

লতা ও নীলদ্রব্য—এই উভয়ে কালী ও তারা উভয়ের পূজা মুক্তিদায়িকা। আর পূজা যদি বিশেষভাবে করা হয়, তাহা হইলে তাহা দেবতাদের দুর্লভ মহাসিদ্ধিদায়িকা হয়। ১০

লতানীলং বিনা দেবি কালীং তারাঞ্চ পূজয়েৎ।
কুলনাথং সমাশ্রিত্য চোপদেশং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১
কুলনাথং বিনা দেবি মন্ত্রং তন্ত্রং ন সিধ্যতি।
ভাবস্তু ত্রিবিধো দেবি তথৈব মন্ত্রদেবতা ॥ ১২
কুলশাস্ত্ররতা জ্ঞেয়া গুরবো বহবঃ স্মৃতাঃ।
কুলশাস্ত্রবিশেষজ্ঞো গুরুরেকো হি দুর্লভঃ ॥ ১৩
পশুগুরোর্মুখাল্লঁব্ধ্বা পশুরেব ন সংশয়ঃ
বীরগুরোর্মুখাল্লঁব্ধ্বা বীর এব ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
দিব্যগুরোর্মুখাল্লঁব্ধ্বা দিব্য এব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

হে দেবি! লতা ও নীলদ্রব্য ভিন্ন যে কালী ও তারার পূজা করে সে কুলনাথ অর্থাৎ গুরুকে আশ্রয় করিয়া [গুরুকে] উপদেশ দেয় অর্থাৎ তাহার পূজা ব্যর্থ হয়। ১১

হে দেবি! কুলনাথ ব্যতীত মন্ত্র ও তন্ত্র সিদ্ধ হয় না। হে দেবি! ভাব [ভাবনা] তিন প্রকার এবং মন্ত্রও দেবতা তিন প্রকার। তন্ত্রে যে কালীকুল বা শ্রীকুল প্রভৃতি দেবতা আছেন সেই সকল দেবতার সাধন উপদেশ যিনি দেন তাঁহাকে কুলনাথ বলে। সেই কুলনাথ বা গুরুকে বাদ দিয়া মন্ত্র বা তন্ত্রানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না। ইহাই দ্বাদশ শ্লোকের ভাবার্থ। ১২

কুলশাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র, সেই শাস্ত্রে রত বহু গুরু স্মৃত হন—ইহা জানিবে, কিন্তু সেই কুলশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ একজন গুরু দুর্লভ। ১৩

পশুগুরুর মুখ হইতে মন্ত্রলাভ করিলে পশুই হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। বীরগুরুর মুখ হইতে মন্ত্রলাভ করিলে বীরই হয়—সন্দেহ নাই। দিব্যগুরুর মুখ হইতে মন্ত্রলাভ করিলে দিব্যই হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে তিনটি ভাব আছে, পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। পশুভাব অধম অধিকারীর পক্ষে আশ্রয়ণীয়, বীরভাব মধ্যম অধিকারীর এবং দিব্যভাব উত্তম অধিকারীর আশ্রয়ণীয়। কামক্রোধাদি দ্বারা বশীভূত ব্যক্তি কামক্রোধাদির বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া যেরূপ সাধন করেন তাহা পশুভাব নামে খ্যাত। যিনি কাম-ক্রোধাদি বহুল পরিমাণে জয় করিয়াছেন তিনি কামক্রোধাদির বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া যেরূপ সাধন করেন তাহা বীরভাব নামে খ্যাত। আর যিনি সমস্ত বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, প্রায়ই ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন করিয়া তন্ময় হন,

[পশু-বীর-দিব্যভাবাঃ]

দিব্যে বীরে চ যো ভেদঃ স ভেদঃ পরিভাষ্যতে ।
দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ ॥ ১৬
পূর্বাম্নায়োদিতং কর্ম পাশবং পরিকীর্তিতম্ ।
যতুক্তং দক্ষিণাম্নায়ে তদেব পাশবং স্মৃতম্ ॥ ১৭
পশ্চিমাম্নায়জং কর্ম বীরপশুসমন্বিতম্ ।
উদঙ্ মুখোদিতং কর্ম দিব্যভাবান্বিতং প্রিয়ে ॥ ১৮
দিব্যোঽপি বীরভাবেন সাধয়েৎ পিতৃকাননে ।
উর্ধ্বাম্নায়োদিতং কর্ম দিব্যভাবাশ্রিতং প্রিয়ে ॥ ১৯
শ্মশানগামিনো বীরাঃ কলাং পূজন্তি সর্বদা ।
শ্মশানগামিনো বীরা গুপ্তা যোনীব পার্বতি ॥ ২০

সেই সাধকের ভাবকে দিব্যভাব বলে। এই গ্রন্থে পরেই এই তিন ভাব বলা হইবে। ১৪-১৫

[পশু, বীর ও দিব্যভাব]

দিব্যভাব ও বীরভাবের যে ভেদ তাহা বলা হইতেছে, যিনি দিব্য তিনি দেবতাসদৃশ আর যিনি বীর তাঁহার মন উদ্ধত অর্থাৎ প্রৌঢ়ভাবান্বিত। ১৬

তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে পূর্বতন্ত্রে যে কর্ম কীর্তিত হয় তাহাকে পাশব কর্ম বলে, দক্ষিণাতন্ত্রে অর্থাৎ যে তন্ত্রে দক্ষিণাচারের কথা আছে সেই তন্ত্রোক্ত কর্মও পাশব বলিয়া স্মৃত হয়। ১৭

পশ্চিম আম্নায় অর্থাৎ সে সকল তন্ত্রে মধ্যমভাব বর্ণিত হয় সেই তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত কর্ম বীর ও পশুভাব যুক্ত। যে কর্ম উত্তরমুখোদিত অর্থাৎ উত্তমভাব যে সকল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেই সকল তন্ত্রোক্ত কর্ম, হে প্রিয়ে ! দিব্যভাব-যুক্ত। ১৮

দিব্যভাবালম্বী সাধকও শ্মশানে বীরভাবে সাধন করিবেন। হে প্রিয়ে! উর্দ্ধ আম্নায় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠভাব যে তন্ত্রে কথিত হইয়াছে সেই তন্ত্রোক্ত কর্ম দিব্যভাবযুক্ত। ১৯

শ্মশানগামী বীরগণ সর্বদা মূল প্রকৃতি দক্ষিণাকালীর অংশস্বরূপ দেবতা-গণকে পূজা করেন। যে সকল বীরভাবাপন্ন সাধক শ্মশানে গমন করেন তাঁহারা যোনির মত সর্বদা গুপ্ত (থাকেন)। ২০

গোপনাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ব্যক্তাচ্চ কুলনাশনম্ ।
দিব্যবীরান্বিতং কর্ম ফলদং গোপনান্বিতম্ ॥ ২১
দেবতাগুরুমন্ত্রাণাং প্রভাবং দর্শয়েত্ততঃ ।
দিব্যৌষধীনাং বীরাণাং যদ্‌যৎ কর্ম চ যোগিনাম্ ।
তৎসর্বং গোপনং কার্যং প্রকাশান্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ২২
রাত্রৌ কুলক্রিয়াং কুর্যাদ্দিবা কুর্যাচ্চ বৈদিকীম্ ।
দিবারাত্রৌ যজেদ্দেবীং যোগী যোগপ্রভেদতঃ ॥ ২৩
ন দিবা পূজয়েদ্বীরো ন পশু রাত্রিপূজনম্ ।
বিবর্জয়েন্মহেশানি অভিচারায় কল্পতে ॥ ২৪
কলাপূজাং বিধায়াথ মনসা বা কুলেশ্বরীম্ ।
পূজয়েদ্দক্ষিণাং কালীং শ্মশানে কুলসাধকঃ ॥ ২৫

[দক্ষিণাকালিকায়াঃ অর্চনম্]

শ্মশানং দক্ষিণাস্থানং শ্মশানঞ্চ সদাশিবম্ ।
যোনিরূপা মহাকালী শবশয্যা প্রকীর্তিতা ॥ ২৬

শ্মশানগামী বীরভাবের সাধক যদি তাঁহার সাধন গোপন করেন তাহা হইলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, আর প্রকাশ করেন তাহা হইলে তান্ত্রিক ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ২১

গোপনভাবে সাধন করিয়া পরে দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের প্রভাব এবং দিব্য ঔষধের প্রভাব দেখিবে। বীরভাবের যোগীর যাবতীয় (সমস্ত) কর্ম গোপন করা উচিত, প্রকাশ করিলে সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়। ২২

যোগী সাধক নিজ নিজ যোগের অধিকার ভেদ অনুসারে রাত্রিতে তান্ত্রিক ক্রিয়া, দিবাভাগে বৈদিক ক্রিয়া এবং দিবা রাত্র দেবীর পূজাকর্ম করিবেন। ২৩

বীরভাবের সাধক দিবাভাগে পূজা করিবেন না। পশুভাবের সাধক রাত্রিতে পূজা করিবেন না। হে মহেশানি! বীরসাধক দিবাপূজা এবং পশুসাধক রাত্রিপূজা বর্জন করিবেন, অন্যথা তাঁহাদের সেই পূজা অভিচারকর্মতুল্য হইয়া যাইবে। ২৪

কুলসাধক অর্থাৎ তান্ত্রিকসাধক, কালীর অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া অথবা অঙ্গদেবতার মানস পূজা করিয়া কুলেশ্বরী [তারা, রক্তেশ্বরী প্রভৃতি কুল-দেবতার ঈশ্বরী] শ্রীমদ্দক্ষিণাকালীকে শ্মশানে পূজা করিবেন। ২৫

শ্মশানং দ্বিবিধং দেবি চিতা যোনিঃ প্রকীর্তিতা।
শিবলিঙ্গং কুলেশানি মহাকালেন ভাষিতম্ ॥ ২৭
দ্বয়োর্যোগং বিনা নৈব দক্ষিণা সা ফলপ্রদা।
ত্রিপান্তরে কলাপূজা কর্তব্যা সাধকোত্তমৈঃ ॥ ২৮
কলাপূজাং বিনা দেবি দক্ষিণা ন ফলপ্রদা।
কলাপূজা কৃতা যেন তেন কালী প্রপূজিতা ॥ ২৯
কলাপূজা কৃতা যেন শিব এব ন সংশয়ঃ।
কলাপূজাকৃতো দিব্যো বীরো বা কুলসুন্দরি।
ইহৈব সুখমাপ্নোতি পরে নির্বাণতাং ব্রজেৎ ॥ ৩০
ন চার্চয়েৎ কলাং যস্তু ন জপেদ্দক্ষিণাং শুভাম্।
নিষ্ফলং জীবনং তস্য ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা ॥ ৩১

[দক্ষিণাকালিকার অর্চনাকীর্ত্তন]

শ্মশান, দক্ষিণাকালীর স্থান এবং শ্মশান সদাশিব-স্বরূপ। যোনিরূপ মহাকালী শবশয্যা নামে কীর্তিত হন। ২৬

হে দেবি! শ্মশান দুই প্রকার বলিয়া কীর্তিত হয়। হে কুলেশানি! [কুলদেবতার নিয়ন্ত্রণকারিণি] চিতাকে যোনি বলা হয়, উহা একটি শ্মশান, দ্বিতীয় শ্মশান হইতেছে শিবলিঙ্গ। ইহা মহাকাল বলিয়াছেন। ২৭

যোনি ও লিঙ্গ অর্থাৎ শক্তি ও শিব—এই উভয়ের যোগ [সম্বন্ধ] ব্যতীত দক্ষিণা কালী ফলপ্রদা হন না। সাধকশ্রেষ্ঠগণের কর্তব্য ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মধ্যে কালীর কলাদেবতা [অংশদেবতা] গণের পূজা করা। ২৮

হে দেবি! কলাপূজা [কালীর কলা অর্থাৎ অংশদেবতাগণের পূজা] ব্যতীত দক্ষিণা কালী ফলপ্রদা হন না। যিনি কলাপূজা করেন, কালীর পূজা তাঁহার কর্তৃক কৃত হইয়া যায়। ২৯

যিনি কলাপূজা করিয়াছেন তিনি শিবস্বরূপ—ইহাতে সন্দেহ নাই। হে কুলসুন্দরি! যিনি কলাপূজা করিয়াছেন তিনি দিব্যই হউন বা বীর হউন—তিনি ইহলোকে সুখপ্রাপ্ত হন এবং পরলোকে নির্বাণপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুক্ত হন। ৩০

যে ব্যক্তি কলাদেবতার পূজা করে না এবং শুভ দক্ষিণাকালীর মন্ত্র জপ করে না তাহার জীবন নিষ্ফল, কালিকাদেবী তাহার উপর ক্রুদ্ধ হন। ৩১

কলাপূজাং বিনা দেবি সর্বং নিষ্ফলতাং ব্রজেৎ ।
জন্মান্তরসহস্রেষু কালী নৈব প্রসীদতি ॥ ৩২
কলাপূজাং বিনা দেবি যা কাচিৎ ক্রিয়তে ক্রিয়া ।
সা ক্রিয়া অভিচারায় সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কলাপূজাং সমাচরেৎ ।
যোনিরূপা কলা দেবি দক্ষিণৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
দিব্যো বীরো বরারোহে কলাপূজাং প্রকল্পয়েৎ ।
পশুভাবাশ্রিতো মন্ত্রী কলাং নৈব প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৫
কলায়া দ্বিবিধা পূজা গুপ্তা ব্যক্তা কুলেশ্বরি ।
গুপ্তা চ সাধকৈঃ কার্যা নির্জনে চ মহানিশি ॥ ৩৬
ব্যক্তা দিবা প্রকর্তব্যা লোকাচারক্রমেণ তু ।
লোকাচারং বিনা দেবি গোপনং নৈব জায়তে ॥ ৩৭

হে দেবি ! কলা পূজা ব্যতীত সমস্তই নিষ্ফল হয়। কলাপূজা ব্যতীত হাজার হাজার জন্মান্তরে কালী প্রসন্ন হন না। [এখানে কলা বলিতে যেমন তারা প্রভৃতিকে বুঝায় সেইরূপ বিশেষভাবে মনুষ্যযোনিতে স্ত্রীমূর্তিকে বুঝায়] । ৩২

হে দেবি ! কলাপূজা [স্ত্রীমূর্তির দেবীভাবে পূজা] ব্যতীত যে কোন ক্রিয়া করা হয়, তাহা অভিচার কর্ম [মারণকর্ম] সদৃশ হয়, ইহা সত্য, সত্য— ইহাতে সন্দেহ নাই । ৩৩

সুতরাং সর্বপ্রযত্নে কলাপূজার আচরণ করিবে। হে দেবি ! যোনিরূপা কলা, দক্ষিণাকালিকাই—ইহাতে সন্দেহ নাই । ৩৪

হে সর্বশ্রেষ্ঠা দেবি। দিব্যভাবের সাধক বা বীরভাবের সাধক কলাপূজা করিবেন। পশুভাবের সাধক মন্ত্রজপকারী কলাপূজা করিবেন না। ৩৫

কলার দুই প্রকার পূজা আছে—গুপ্ত ও প্রকাশ্য। হে কুলেশ্বরি ! সাধকগণ মহানিশায় নির্জনে কলার গুপ্ত পূজা করিবেন। [সাধারণ মানুষ গুপ্ত পূজা দেখিলে তাহাদের মনে বিকারভাব আসিবে—এইজন্য যিনি কামক্রোধাদি জয় করিয়াছেন—এইরূপ বীর সাধক বা সমাধিভূমিতে স্থিত দিব্য সাধক মহানিশায় [১০½টা—৩½টা রাত্রি মহানিশা] নির্জনে গুপ্তভাবে কলাপূজা করিবেন। ৩৬

[কলাপূজাপ্রশংসা]

গোপনং সিদ্ধিমূলঞ্চ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ কুলসুন্দরি।
কলাবাসবযোগেন কলাপূজাং প্রকল্পয়েৎ॥ ৩৮
দ্রব্যাভাবে দ্বিজো দদ্যাচ্চানুকল্পং যুগে যুগে।
কলায়াশ্চানুকল্পশ্চ কলায়াশ্চৈব চিন্তনম্॥ ৩৯
দ্বিজাতীনাঞ্চ সর্বেষাং দ্বিধা বিধিরিহোচ্যতে।
দিবা চ পাশবং কর্ম রাত্রিকর্ম চ কৌলিকম্।
পুরশ্চর্যাদিকং কর্ম দ্বিবিধং ভাবভেদতঃ॥ ৪০

ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতীশ্বর-সংবাদে প্রথমঃ পটলঃ।

প্রকাশ্য কলাপূজা দিবাভাগে করা উচিত, তাহাও আবার লোকাচারক্রমে করিতে হইবে। লোকাচার ব্যতীত ব্যক্তপূজা গোপন করা উচিত নয় অর্থাৎ গোপনে ব্যক্ত পূজা করা অনুচিত। ৩৭

[কলাপূজা প্রশংসা]

হে কুলসুন্দরি! সাধন কর্মের গোপনতা সিদ্ধির মূল, ইহা সত্য, সত্য, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, কলিতে মদ্যযোগে কলাপূজা করিবে। ৩৮

পূজায় কোন দ্রব্যের অভাব হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অনুকল্প [এক দ্রব্যের পরিবর্তে শাস্ত্রোক্ত অপর দ্রব্যাদি] প্রদান করিবেন। যুগে যুগে কলাদেবতার অনুকল্প হইতেছে, কলাদেবতার চিন্তা করা। ৩৯

সকল দ্বিজাতির [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য] দুই প্রকার বিধি এই তন্ত্রে বলা হয়। দিবাভাগে পশুসাধকের কর্ম, আর রাত্রিতে কৌলিক অর্থাৎ বীর ও দিব্যভাবের কর্ম। ভাবনার ভেদ অনুসারে পুরশ্চরণ প্রভৃতি কর্মও দুই প্রকার। ৪০

নিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতী ও শিবসংবাদে প্রথম পটলের অনুবাদ।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক।
কীদৃশী দক্ষিণা কালী তস্যা মন্ত্রশ্চ কীদৃশঃ ॥ ১
পূজা বা কীদৃশী তস্যাঃ পূজায়াঃ কীদৃশং ফলম্।
গুরুর্বা কীদৃশো দেব পুরশ্চর্যা চ কীদৃশী ॥ ২
সাধনং কীদৃশং তস্যাঃ ফলং তস্য চ কীদৃশম্।
তৎপ্রকাশয় সম্যঙ্‌মে যেন যামি নিরুত্তরম্ ॥ ৩

শ্রীশিব উবাচ—

ভগং ভগবতী জ্ঞেয়া দক্ষিণা ত্রিগুণেশ্বরী।
চরাচরমিদং সর্বং ভগরূপং কুলেশ্বরি ॥ ৪
মহত্ত্বাদীনি সর্বাণি ত্রিবিধং পরিকথ্যতে।
হকারার্ধকলা সূক্ষ্মা যোনিমধ্যস্বরূপিণী ॥ ৫

[দক্ষিণাকালিকায়াঃ স্বরূপম্]

যোনিশ্চ দক্ষিণাকালী ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা।
ত্রিকোণে চ ত্রয়ো দেবাঃ শিববিষ্ণুপিতামহাঃ ॥ ৬

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন। হে দেবদেব, মহাদেব, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়স্বরূপ! দক্ষিণাকালী কিরূপ এবং তাঁহার মন্ত্রই বা কিরূপ? ১

তাঁর [দক্ষিণাকালীর] পূজাই বা কিরূপ এবং সেই পূজার ফলই বা কিরূপ? হে দেব। গুরুর স্বরূপ কি? পুরশ্চরণ কিরূপ। ২

সেই পুরশ্চরণের সাধন কি এবং সেই সাধনের ফলই বা কিরূপ? এই সমস্ত আপনি সম্যগ্‌ভাবে প্রকাশ করুন, যাহাতে আমি আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতে পারি। ৩

শ্রীশিব বলিলেন। হে কুলেশ্বরী [তান্ত্রিকগণের ঈশ্বরী]। ভগকে তিনগুণের ঈশ্বরী ভগবতী দক্ষিণা কালী বলিয়া জানিবে। এই সমস্ত চরাচর ভগস্বরূপ ॥ ৪ ॥ [জগৎকে ভগাত্মক দক্ষিণাকালীরূপে চিন্তা করিবে] মহত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত, তিন প্রকার কথিত হয়। হকার ও অর্ধকলা (ঁ) সূক্ষ্ম যোনিমধ্যস্বরূপিণী মহৎ, অহঙ্কারাদি তত্ত্ব তিন প্রকার। ৫

যোনিমধ্যে বসেদ্দেবী কালিকা কুলসুন্দরী।
জ্যোতীরূপা মহাকালী শুক্ররূপা প্রপঞ্চসূঃ ॥ ৭
শুক্রতো জায়তে বিশ্বং শিবশক্তিপ্রভেদতঃ।
শিবশক্তির্দ্বিধা দেবি নির্গুণা সগুণাপি চ ॥ ৮
নির্গুণা জ্যোতিষাং বৃন্দং পরং ব্রহ্ম সনাতনী।
পরঞ্চ পুরুষং বিদ্ধি মহানীলমণিপ্রভম্ ॥ ৯
জ্যোতিশ্চ দক্ষিণা কালী দূরস্থা স্যাৎ প্রপঞ্চসূঃ।
বিপরীতরতা কালী নির্গুণা সগুণাপি চ ॥ ১০
অমা স্যান্নির্গুণে সাপি অনিরুদ্ধ-সরস্বতী।
সগুণা সুরগর্ভে চ মহাকালনিরূপিণী ॥ ১১

[দক্ষিণাকালিকার স্বরূপ]

যোনি [কে] ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবস্বরূপ দক্ষিণাকালী [জানিবে]। ত্রিকোণাকার যোনির তিন কোণে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব থাকেন। ৬

যোনির মধ্যস্থানে কালীকুলের সুন্দরী কালিকা বাস করেন। সেই কালিকা জ্যোতিঃস্বরূপা, তিনি মহাকালী এবং তিনি শুক্রস্বরূপা, জগৎপ্রসবকারিণী। ৭

শুক্র হইতে সমস্ত বিশ্ব [জীব] উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে পুরুষজীব শিবস্বরূপ, স্ত্রীজীব শক্তিস্বরূপ। হে দেবি। শিব ও শক্তি দ্বিবিধ—নির্গুণ এবং সগুণ। ৮

জ্যোতিঃসমুদায়াত্মক পর ব্রহ্ম নির্গুণা সনাতনী শক্তি-স্বরূপ। পরম পুরুষকে [ঈশ্বরকে] মহানীলমণির প্রভাসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ৯

জ্যোতিঃ হইতেছেন দক্ষিণাকালী, তিনি যেন দূরস্থ হইয়া জগৎপ্রসব করিতেছেন। বিপরীতরতা কালী নির্গুণ এবং সগুণ। সাধারণ দৃষ্টিতে স্ত্রী নিম্নে ও পুরুষ উপরে রত থাকে। কিন্তু জীবের মূলাধারচক্রস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ষট্ চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে শিবের সহিত যোগ করাইলে তবে জীবের সিদ্ধি হয়। কুণ্ডলিনী শক্তিও কালী। সেই কালী সহস্রারে শিবের উপরে সামরস্য পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া শিবশক্তি একাত্মক হইয়া যান—এইজন্য বিপরীতরতা বলা হইয়াছে। এই রতি শিবশক্তির একাত্মকতানন্দপ্রাপ্তি। ১০

অমা নাম্নী শক্তি নির্গুণে থাকেন, তিনি [অমাশক্তি] আবার অনিরুদ্ধ-সরস্বতীস্বরূপা। হে সুরগর্ভে [দেবতারা যাঁর গর্ভে], সগুণা শক্তি মহাকালের নিরূপণকারিণী। মহাকালের স্বরূপনির্ধারণ কালীর দ্বারা হইয়া থাকে। ১১

নারীরূপং সমাস্থায় সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে ।
বিষ্ণুমায়া মহালক্ষ্মী র্মোহয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ১২
সহবানেব সা দেবী যোনিমার্গে চরাচরম্ ।
দেবমার্গমিদং বিশ্বং দেবমার্গনিষেবিতম্ ॥ ১৩
শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্ ।
বহূনাং জন্মনামন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে ॥ ১৪
শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্বাণং নৈব জায়তে ।
সা শক্তির্দক্ষিণাকালী সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপিণী ॥ ১৫
সিদ্ধবিদ্যাসু সর্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিঃ পুমান্ ।
অবিনাভাবসম্বন্ধ-স্তয়োরেব পরস্পরম্ ॥ ১৬

[দক্ষিণাকালিকায়াঃ স্বরূপং মন্ত্রশ্চ]

শিবোঽপি তত্র যুক্তশ্চেচ্ছক্তিঃ স্যাচ্ছিবযোগতঃ ।
তয়োর্যোগময়ং তত্ত্বং তয়োর্যোগেন চিন্তনম্ ॥ ১৭

মহাকালের নিরূপণকারিণী সেই কালীই নারীরূপ ধারণ করিয়া বিশ্ব প্রসব করিয়া থাকেন। আবার তিনিই বিষ্ণুমায়া মহালক্ষ্মীরূপে অখিল জগৎকে মোহিত করেন। ১২

সেই দেবী [কালী] শিবের সহিত বর্তমান থাকিয়া যোনিমার্গে চর-অচর বিশ্বকে মোহিত করেন। চর ও অচর জীবসকল যদি দেবমার্গের সেবা করে অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে কর্ম উপাসনাদি দৈববৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহারা দেবমার্গে আরূঢ় হয় অর্থাৎ দেবভাবপ্রাপ্ত হয়। ১৩

সকল তত্ত্ব বা পদার্থ শিব ও শক্তিময় অর্থাৎ শক্তি ও শিব হইতে ভিন্ন নয়। এই শিব ও শক্তি পদার্থই উপাসিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হন। জীবের বহু জন্মের শেষে শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১৪

হে দেবি! শক্তির জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয়ই না। সেই শক্তি হইতেছেন সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপিণী দক্ষিণা কালী। ১৫

সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার মধ্যে দক্ষিণাকালী প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান। শিবরূপ পুরুষ এবং দক্ষিণা কালী প্রকৃতির পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। ১৬

[দক্ষিণাকালিকার স্বরূপ ও মন্ত্র]

শিব যদি শক্তিতে যুক্ত হন তাহা হইলে শক্তি হইয়া যান আবার শক্তি শিবের সহিত যুক্ত হইলে শিব হইয়া যান। ১৭

তয়োর্যোগময়ং তত্ত্বং তয়োর্যোগেন সংজপেৎ।
তয়োর্মন্ত্রং মহামন্ত্রং ভোগমোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ১৮
ভোগেন লভতে মোক্ষং সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
মহাকল্পতরুঃ কালী অনিরুদ্ধসরস্বতী ॥ ১৯
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভুক্তিমুক্ত্যেককারণম্।
সা কালী গুরুতো রাধ্যা মন্ত্রতন্ত্রস্বরূপিণী ॥ ২০
অথ বক্ষ্যে কুলেশানি দক্ষিণাকালিকামনুম্।
তেন বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে ॥ ২১
ব্রহ্মাসনযুতং দেবি নাদবিন্দুসমন্বিতম্।
বামনেত্রার্ণসংযুক্তং চিৎস্বরূপং পরাপরম্ ॥ ২২

মন্ত্রসকল শিবশক্তিময় [শিবশক্তির দ্বারা ব্যাপ্ত] শিবশক্তির যোগ করিয়া অর্থাৎ সহস্রারে শিবের সহিত কুণ্ডলিনীশক্তিকে যুক্ত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। সেই শিবশক্তির মন্ত্র মহামন্ত্র, তাহা ভোগ ও মুক্তিপ্রদ। ১৮

ভোগের দ্বারা অর্থাৎ ভোগসহিত যে মুক্তিসাধন তাহা সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য-রূপ চারিপ্রকার মুক্তি লাভ হয় [নির্বাণ মুক্তি হয় না]। কালী মহাকল্পবৃক্ষ স্বরূপ, [কালীর কাছে যে যা চায় সে তা পায়]। আবার সেই কালীই অনিরুদ্ধসরস্বতী-স্বরূপা। ১৯

এই কালীই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও ভোগ এবং মুক্তির এক মাত্র কারণ। এই কালীকে গুরুর নিকট হইতে উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া আরাধনা করিবে। ইনি মন্ত্র ও তন্ত্র [যোগাদিক্রিয়া] স্বরূপিণী। ২০

হে কুলাধ্যক্ষে! এখন দক্ষিণাকালীর মন্ত্র বলিব। সেই মন্ত্রের বিজ্ঞান-মাত্রে জীব জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। ২১

ব্রহ্মার আসন জল, কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়াছিল। ব্রহ্মা জলে অবস্থান করিয়াছিলেন, এইজন্য জল ব্রহ্মার আসন, সেই জলের বাচক বর্ণ হইতেছে ক। 'র' বর্ণ গুপ্ত আছে। নাদ হইতেছে অর্ধচন্দ্র সদৃশ [বর্ণের উপরে] মাত্রা, তাহার উপর বিন্দু দিলে চন্দ্রবিন্দু হয়। বামনেত্র হইতেছে ঈকার। ঈকার রূপ বর্ণসংযুক্ত ককারটি নাদ ও বিন্দু সংযুক্ত হইলে "ক্রীঁ" এইরূপ হয়। অথবা—ব্রহ্মা—'ক', ব্রহ্মার আসন 'র'

একাক্ষরী সিদ্ধবিদ্যা মন্ত্ররাজ্ঞী কুলেশ্বরি ॥ ২৩
ত্রিগুণা চ কূর্চযুগ্মং লজ্জাযুগ্মং ততঃ পরম্।
দক্ষিণে কালিকে চেতি সপ্তবীজানি যোজয়েৎ ॥ ২৪
অন্তে বহ্নিবধূং দদ্যাদ্বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্তিতা।
সর্বমন্ত্রময়ী বিদ্যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ২৫
অপি চেৎ ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোঽস্তি চেৎ।
অনিরুদ্ধসরস্বত্যাঃ সমো মন্ত্রোঽস্তি বৈ তদা ॥ ২৬

(রক্তপদ্ম) তার সহিত ঈ ওঁ যোগে (ক্রীঁ) হয়। মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন হে দেবি; এই ঈকারযুক্ত ও নাদবিন্দু (ঁ) যুক্ত ককার রূপ [ক্রীঁং] মন্ত্রটি চৈতন্যস্বরূপ, ইহা জড় নয়। এই মন্ত্র পরমাত্মস্বরূপ আবার অপর অর্থাৎ সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ। ২২

এই একাক্ষরী অর্থাৎ "ক্রীঁ" মন্ত্রটি সিদ্ধবিদ্যা অর্থাৎ কালী প্রভৃতি দেবতা হইতে অভিন্ন এবং ইহা মন্ত্ররাজ্ঞী অর্থাৎ সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে রাজ্ঞীস্বরূপ। হে কুলেশ্বরি! (পার্বতীর সম্বোধন কাল্যাদিকুলের ঈশ্বরী)। ২৩

পূর্বে যে একাক্ষরী "ক্রীঁ" বলা হইয়াছে তাহাকে তিন গুণ অর্থাৎ তিনবার উচ্চারণ করিলে "ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ" হয়। তারপর কূর্চযুগ্ম। "হূঁ" মন্ত্রকে তন্ত্রে কূর্চবীজ বলে, সেই কূর্চ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে। "হূঁ হূঁ" এইরূপ যুগ্ম কূর্চ। তারপর দুইটি লজ্জা। "হ্রীঁ" মন্ত্রকে তন্ত্রে লজ্জা বীজ বলে। তাহাও দুইবার আবর্তনীয়। তারপর 'দক্ষিণে কালিকে' বলিতে হইবে। তারপর ৭টি বীজ অর্থাৎ—আবার "দক্ষিণে কালিকে"-র পর "ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ" এই সাতটি বীজ যোজনা করিতে হইবে। ২৪

'শেষে বহ্নির বধূকে বসাইতে হইবে। "স্বাহা" মন্ত্রকে বহ্নিবধূ বলে। সুতরাং মন্ত্র হইবে "ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা" এই বাইশ অক্ষরের মন্ত্রটী পূর্বের "ক্রীঁ" রূপ একাক্ষরী মন্ত্র হইতে ভিন্ন, ইহাকে বিদ্যারাজ্ঞী বলে সকলবিদ্যার শ্রেষ্ঠ বলে। এই বিদ্যা বা মন্ত্রটি সর্বমন্ত্রময়ীস্বরূপ এবং ইহা সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারকারিণী, কারণ ইহা কালিকা হইতে অভিন্ন চিদ্রূপ। ২৫

আরও কথা এই যে [হে দেবি] যদি তোমার মত নারী এবং আমার মত পুরুষ থাকে তাহা হইলে অনিরুদ্ধ সরস্বতী সদৃশ মন্ত্রও থাকে। ২৬

[দক্ষিণাকালিকায়াঃ মাহাত্ম্যং মন্ত্রশ্চ]

ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ সর্বে দেবা উপাসকাঃ।
বেদাগমপুরাণেষু বন্দিতা কালিকা শুভা।
কালিকা কামপীঠেষু সর্বকামপ্রদায়িনী ॥ ২৭
স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে যে কেচিৎ সন্তি ভৈরবাঃ।
তে সর্বে কালিকাপুত্রাস্তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮
সঙ্কেতমার্গাদ্দেবেশি নাভিষেকং গুরুক্রমাৎ।
পূজাকালে বিশেষেণ তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা ॥ ২৯
ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দঃ প্রকীর্তিতম্।
দেবতা দক্ষিণা কালী অনিরুদ্ধসরস্বতী ॥ ৩০
হ্রীঁ বীজং হুং শক্তিশ্চ ক্রীঁঞ্চৈব কীলকং স্মৃতম্।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩১

[দক্ষিণাকালিকার মাহাত্ম্য ও মন্ত্র]

ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু এবং সকল দেবতাই কালিকার উপাসক। বেদ, তন্ত্র ও পুরাণসমূহে মঙ্গলময়ী কালিকা বন্দিত হইয়াছেন। কামপীঠ অর্থাৎ কামাখ্যা প্রভৃতি পীঠক্ষেত্রে [বা শরীরমধ্যে মূলাধার চক্রে] বন্দিতা কালিকা সকল কাম্যপ্রদায়িনী হন। ২৭

অসিতাঙ্গভৈরব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অষ্টভৈরব ব্যতীত অনেক ভৈরব আছেন। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যত ভৈরব আছেন তাঁহারা সকলে কালিকাদেবীর পুত্র এবং তাঁহারা সকলে মুক্ত। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৮

হে দেবেশ্বরি! সঙ্কেতমার্গ অর্থাৎ পুস্তকাদি দেখিয়া অভিষেক [অভিষেক —একপ্রকার দীক্ষা বা দেবতাকে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা স্নান করান] করিবে না। কিন্তু গুরুক্রম অনুসারে অর্থাৎ গুরুর নিকট যথাবিহিত দীক্ষিত হইয়া অভিষেক করিবে। পূজার সময় যেমন চণ্ডালকে পরিত্যাগ করে সেইরূপ পূজাকালে বিশেষত দীক্ষাব্যতীত পুস্তকাদি দৃষ্টবিধি পরিত্যাগ করিবে। ২৯

[ঋষ্যাদিন্যাস বলা হইতেছে] উক্ত কালিকামন্ত্রের ঋষি ভৈরব, ছন্দঃ উষ্ণিক্, দেবতা দক্ষিণাকালী অনিরুদ্ধসরস্বতী [এখানে কালীই অনিরুদ্ধসরস্বতী। অনিরুদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার কোথায়ও সঙ্কোচ বা অভাব নাই]। ৩০

ইহার বীজ হ্রীং, শক্তি হুং, কীলক ক্রীঁ এই মন্ত্রের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ কীর্তিত হইয়াছে। ৩১

ন্যাসজালং পুরা প্রোক্তং নানাতন্ত্রেষু পার্বতি।
ন্যাসজালযুতো মন্ত্রী বীরভাবেন পূজয়েৎ ॥ ৩২

[দক্ষিণাকালিকায়াঃ ধ্যানং মানসপূজা চ।]

ত্রিপঞ্চারে মহাপীঠে যোনিপীঠং প্রপূজয়েৎ।
ধ্যায়েৎ কালীং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥ ৩৩
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং ঘোররাবাং চতুর্ভুজাম্।
সত্বশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামোর্দ্ধাধঃকরাম্বুজাম্ ॥ ৩৪
অভয়ং বরদং চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকাম্।
পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালীগলক্রুধিরচর্চিতাম্ ॥ ৩৫
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্ ॥ ৩৬

হে পার্বতি! নানাশাস্ত্রে [বিভিন্নতন্ত্রে] আমি পূর্বে ন্যাসসমূহের কথা বলিয়াছি। ন্যাসসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি বীরভাবে পূজা করিবে। ৩২

[দক্ষিণাকালিকার ধ্যান ও মানসপূজা]

কালিকার যন্ত্রস্বরূপ ১৫ কোণ বিশিষ্ট মহাপীঠে যোনিপীঠের অর্থাৎ যোনিপীঠাত্মক দেবীর পূজা করিবে। দেবীই জগতের যোনি [কারণ]। এই জন্য মূলাধারে পীঠে সেই যোনিপীঠাত্মক কালিকার পূজা করিবে—বলা হইয়াছে।

করালমুখসমন্বিতা উন্নত ও স্থূলস্তনবিশিষ্টা মহামেঘের মত প্রভাযুক্তা, শ্যামবর্ণা, ভয়ঙ্কর শব্দকারিণী, চারিবাহু-সমন্বিতা, বামভাগে উর্দ্ধহস্তে খড়্গ ও অধোহস্তে সদ্যকর্তিত মস্তকযুক্তা, দক্ষিণভাগের উর্দ্ধহস্তে অভয় ও অধোহস্তে বরমুদ্রা ধারণপূর্বক বর ও অভয়দানকারিণী, অ, আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ—এই ৫০টি বর্ণরূপ ৫০টি মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রক্তের দ্বারা চর্চিতা [যুক্তা], দুই ওষ্ঠের প্রান্ত হইতে রক্তধারা গলিত হওয়ায় তাহার দ্বারা মুখকান্তি অতিশয় বিস্ফুরিত [দীপ্যমান], চতুর্দিকে ঘোরশব্দকারী—শৃগালসমূহদ্বারা [পরিবেষ্টিত] যুক্তা, শবের হস্তসমূহদ্বারা চন্দ্রহার

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্ ।
দিগম্বরীং মুক্তকেশীং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্ ॥ ৩৭
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্ ॥ ৩৮
মদিরাঘূর্ণনয়নাং স্মেরাননসরোরুহাম্ ।
অট্টহাসাং মহারৌদ্রীং সর্বদানন্দকারিণীম্ ।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ॥ ৩৯
এবং ধ্যাত্বা যজেদ্বীরো নিশায়াং কুলমন্দিরে ।
মানসং পূজনং কৃত্বা কুলপুষ্পং সমাহরেৎ ॥ ৪০
মানসং পূজনং নৈব গচ্ছেত্তু পিতৃকাননে ।
স পাপিষ্ঠো যজেন্নৈব কালীং কলুষহারিণীম্ ॥ ৪১
উচ্চৈর্নোচ্চারয়েন্মন্ত্রং মনসা চ স্মরেন্মনুম্ ।
তত্র চাবাহনং নেষ্টং কামাখ্যায়াং কুলেশ্বরি ॥ ৪২

[কটিঅলঙ্কার] যুক্তা, হাস্যযুক্ত মুখ-সমন্বিতা, দিগ্বস্ত্রা, মুক্তকেশ সমন্বিতা, মস্তকে অর্ধচন্দ্র দ্বারা শোভিতা, শবরূপে শায়িত মহাদেবের বক্ষের উপরে দণ্ডায়মানা, মহাকালের সহিত বিপরীত রতাতুরা [বৈষয়িক রতি হইতে সম্পূর্ণভিন্ন পরমশিবের সহিত সামরস্যযুক্তা] মদিরা দ্বারা ঘূর্ণিতনয়না [পরমানন্দরূপ কারণামৃতপানে আনন্দে ঘূর্ণিতনয়ন] ঈষদ্ধাস্যযুক্ত মুখপদ্ম-সমন্বিতা, আবার অট্টহাস্যযুক্তা অথচ অতিশয়রৌদ্রভাব সমন্বিতা, সর্বদা আনন্দকারিণী, শ্মশানরূপ গৃহবাসিনী কালীকে ধ্যান করিবে ; এইরূপ চিন্তা করিবে। ৩৩-৩৯

এইরূপ ধ্যান করিয়া বীরভক্ত [বীরভাবের সাধক] রাত্রিকালে কুলমন্দিরে [দশমহাবিদ্যার মন্দিরে] মানসপূজা করিয়া কুলপুষ্প সংগ্রহ করিবে। (পরপুরুষজাত কন্যার পুষ্পকে কুলপুষ্প বলে) । ৪০

শ্মশানে মানস পূজা করিবে না, যে শ্মশানে মানসপূজা করে সেই পাপিষ্ঠ কলুষহারিণী কালিকে পূজা করিবে না । [সে কালীপূজায় অনধিকারী] । ৪১

উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না, মনে মনে মন্ত্র স্মরণ করিবে। হে কুলেশ্বরি ! [কালীপ্রভৃতির অধীশ্বরি] কামাখ্যাতে কালিকা প্রভৃতির আবাহন ইষ্ট নয়। [কামাখ্যাতে কালীপ্রভৃতির আবাহন নাই] । ৪২

আরাধ্য মনসা ভক্ত্যা বাহ্যপূজামথাচরেৎ।
আত্মশুদ্ধিং দ্রব্যশুদ্ধিং কৃত্বা পাত্রাণি বিন্যসেৎ॥ ৪৩
অর্ঘ্যপাত্রাদিকং তত্র বিন্যসেদ্বিধিপূর্বকম্।
পীঠপূজাং বিধায়াথ পূজয়েত্তত্র দেবতাম্॥ ৪৪
চিন্তয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্॥ ৪৫
স্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্বশঃ।
গন্ধং পুষ্পং ধূপদীপৌ মধুপর্কং ততঃ পরম্॥ ৪৬
মন্ত্রমুচ্চার্য্য দাতব্যং তর্পণঞ্চ ততঃ পরম্।
মাল্যানুলেপনঞ্চৈব পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীংস্ততঃ॥ ৪৭
পুনঃ প্রপূজয়েদ্দেবীং মহাকালেন লালিতাম্।
ষোড়শোপচারযুক্তা হ্যষ্টৌ পূজা প্রকীর্তিতা॥ ৪৮
অষ্টাভিঃ শক্তিভিশ্চাপি লোকপালৈশ্চ সম্মতঃ।
পীঠমন্ত্রক্রমাদ্‌যাগঃ স মার্গঃ পরমঃ স্মৃতঃ ৪৯

মানস আরাধনা [পূজা] করিয়া অনন্তর ভক্তিপূর্বক বাহ্যপূজা করিবে। আত্মশুদ্ধি [ভূতশুদ্ধ্যাদি দ্বারা পূজকের আত্মশুদ্ধি হয়] ও দ্রব্যশুদ্ধি [মন্ত্রপূর্বক পূজাদ্রব্যে জল নিঃক্ষেপ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি হয়] করিয়া পাত্রসকল [অর্ঘ্যপাত্র, বলিপাত্র, শ্রীপাত্র ইত্যাদি] বিন্যস্ত [স্থাপিত] করিবে। ৪৩

বিধিপূর্বক সেই পূজালয়ে অর্ঘ্যপাত্রাদি স্থাপন করিবে, তারপর পীঠপূজা করিয়া দেবীর পূজা করিবে। ৪৪

শাস্ত্রবিধি প্রদর্শিত কর্মের দ্বারা পরম ভক্তিপূর্বক দেবীর চিন্তা করিবে। [দেবীকে] আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় [প্রদান করিবে]। ৪৫

তারপর স্নানীয় [স্নানজল] বস্ত্র, উপবীত, সর্বপ্রকার অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তারপর মধুপর্ক, মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রদান করিবে। তারপর তর্পণ করিবে। তারপর মাল্য, অনুলেপনপ্রদানপূর্বক পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। ৪৬-৪৭

পুনর্বার মহাকাল কর্তৃক লালিত দেবীকে পূজা করিবে। ষোড়শোপচারযুক্ত অষ্ট প্রকার পূজা [শাস্ত্রে] কীর্তিত হইয়াছে। ৪৮

[পূজাবিধিঃ]

পীঠৈনৈব সমস্তেন বহিরাবরণং বিনা ।
মন্ত্রপূর্বকৃতো যাগো নিত্যযাগঃ স মধ্যমঃ ॥ ৫০
কেবলং পুষ্পযাগস্তু কনিষ্ঠপূজনং ভবেৎ ॥ ৫১
তত আজ্ঞাং সমাদায়াবরণঞ্চ প্রপূজয়েৎ ।
কমলাং মুকুটং মূর্ধ্নি কর্ণে চ কুণ্ডলে ততঃ ॥ ৫২
গুরুপঙ্‌ক্তিং ততো দেবি মহাকালং ততঃ পরম্ ।
ধূম্রবর্ণং মহাকালং জটাভারান্বিতং প্রিয়ে ॥ ৫৩
ত্রিনেত্রং শবরূপঞ্চ শক্তিযুক্তং নিরাময়ম্ ।
দিগম্বরং ঘোররূপং নীলাঞ্জনসমপ্রভম্ ॥ ৫৪
নির্গুণঞ্চ গুণাধারং কালীস্থানং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৫
কালী কপালিনী কুল্লা প্রথমে চ ত্রিকোণকে ।
মাত্রামুদ্রামিতাদেব্যঃ পঞ্চমে চ ত্রিকোণকে ॥ ৫৬

আটজন শক্তি কর্তৃক ও লোকপালগণ কর্তৃক সম্মত, পীঠমন্ত্র উচ্চারণক্রমে যে পূজা তাহা পরম মার্গ [উপায়] বলিয়া শাস্ত্রে স্মৃত হয় । ৪৯

[পূজাবিধি]

বহিরাবরণ ব্যতীত [বাহিরের আবরণদেবতা ভিন্ন] সমস্ত-পীঠের [সমস্ত পীঠদেবতার]-দ্বারা মন্ত্রপূর্বক যে যাগ [পূজা] তাহা নিত্যযাগ বলিয়া কথিত হয়। এইপূজা মধ্যম । ৫০

কেবল পুষ্পের দ্বারা যে যাগ অর্থাৎ পূজা তাহা নিকৃষ্ট পূজা । ৫২

তারপর দেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আবরণ [দেবতা] পূজা করিবে। প্রথমে কমলাদেবীর পূজা করিয়া তাঁহার মস্তকে মুকুট ও কর্ণে কুণ্ডল পূজা করিবে । ৫২

হে প্রিয়ে ! হে দেবি [পার্বতি] তারপর গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিবে। তারপর ধূম্রবর্ণসদৃশবর্ণ, জটাসমূহদ্বারা যুক্ত, তিন নেত্রবিশিষ্ট, শবস্বরূপ, শক্তি-যুক্ত, রোগাদিদোষশূন্য, দিগম্বর, ঘোরাকার, কৃষ্ণ অঞ্জন-সদৃশ প্রভাযুক্ত, নির্গুণ অথচ গুণের আশ্রয় কালীর অধিষ্ঠানস্বরূপ মহাকালের পুনঃ পুনঃ পূজা করিবে । ৫৩-৫৫

দলাষ্টে পূজয়েদ্দেবি পূর্বাদিক্রমযোগতঃ।
ব্রাহ্মী নারায়ণী চৈব কৌমারী চ মহেশ্বরী।
অপরাজিতা চ চামুণ্ডা বারাহী নারসিংহিকা॥ ৫৭
চতুর্দ্বারে যজেদ্দেবি অসিতাঙ্গাদিভৈরবান্।
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধো ভীষণ এব চ॥ ৫৮
উন্মত্তশ্চ কপালী চ সংহারক ইতি ক্রমাৎ।
পূর্বাদিক্রমতো দেবি দ্বারি দ্বারি দ্বয়ং দ্বয়ম্॥ ৫৯
ইন্দ্রাদিদশদিক্পালান্ দশ দিক্ষু প্রপূজয়েৎ।
খড়্গং মুণ্ডং যজেদ্বামে হস্তে চ কুলসুন্দরি॥ ৬০
পূজয়েদ্দক্ষিণে হস্তে অভয়ঞ্চ বরন্তথা।
পুনশ্চ পূজয়েদ্দেবীং সায়ুধাঞ্চ সবাহনাম্॥ ৬১
কুল্লুকাং মূর্ধ্নি সংজপ্য হৃদি সেতুং বিচিন্তয়েৎ।
মহাসেতুং কণ্ঠদেশে নাভৌ যোনিং বিচিন্তয়েৎ॥ ৬২

তারপর পঞ্চত্রিকোণের প্রথম ত্রিকোণে কালী, কপালিনী ও কুল্লার [যোগিনীদের] এবং পঞ্চম ত্রিকোণে মাত্রা, মুদ্রা ও মিতার পূজা করিবে। ৫৬

হে দেবি! অষ্টদল-পদ্মের [কালীর আসনভূত অষ্টদল-পদ্মের] আটদলে পূর্বাদিক্রমে ব্রাহ্মী, নারায়ণী, কৌমারী, মহেশ্বরী, অপরাজিতা, চামুণ্ডা, বারাহী ও নারসিংহীর পূজা করিবে। ৫৭

হে দেবি! চার দ্বারে অসিতাঙ্গাদি ভৈরবগণের পূজা করিবে। অসিতাঙ্গাদি ভৈরব যথা—অসিতাঙ্গ (ভৈরব), রুরু (ভৈরব), চণ্ড (ভৈরব), ক্রোধ (ভৈরব), ভীষণ (ভৈরব), উন্মত্ত (ভৈরব), কপালী (ভৈরব), সংহার (ভৈরব), পূর্বাদি চার দ্বারে [পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর] ক্রমে ক্রমে দুই দুইজন ভৈরবের পূজা করিবে। ৫৮-৫৯

হে কুলসুন্দরি [পার্বতীর সম্বোধন]! দশ দিকে ইন্দ্রাদি দশ দিক্পালের পূজা করিবে। তারপর দেবী কালিকার বাম হস্তে ক্রমে ক্রমে খড়্গ ও মুণ্ডের এবং দক্ষিণহস্তে অভয় ও বরের পূজা করিবে। পুনরায় আয়ুধের সহিত ও বাহনের সহিত দেবীকে [কালীকে] পূজা করিবে। ৬০-৬১

[তন্ত্রে জপরহস্য উল্লিখিত আছে। জপরহস্য না জানিয়া জপ করিলে জপে

সেতুং তু প্রণবং দেবি হৃদিস্থং তং প্রপূজয়েৎ।
নিজবীজং মহাসেতুং কণ্ঠদেশে বিচিন্তয়েৎ॥ ৬৩

[কুল্লুকাদি-রহস্যম্]

সবিন্দুমাতৃকাযুক্তা নাভিমধ্যে বিচিন্তয়েৎ।
কালীকূর্চং বধূর্মায়া ফট্‌কারান্তং সুরেশ্বরি।
পঞ্চাক্ষরী কালিকায়াঃ কুল্লুকাং পরিচিন্তয়েৎ॥ ৬৪
তারায়াঃ কুল্লুকা দেবি মহানীলসরস্বতী।
অন্যাসাঞ্চ বধূবীজং কুল্লুকা পরিকথ্যতে॥ ৬৫

সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত হয়। সেই জপরহস্য অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে ২০টি প্রসিদ্ধ। যথা—(১) আচমন, (২) কামিনীধ্যান, (৩) মাতৃকান্যাসাদি, (৪) মন্ত্রশিখা, (৫) মন্ত্রচৈতন্য, (৬) মন্ত্রার্থভাবনা, (৭) নিদ্রাভঙ্গ, (৮) কুল্লুকা, (৯) মহাসেতু, (১০) সেতু, (১১) মুখশোধন, (১২) করশোধন, যোনিমুদ্রা, (১৪) মন্ত্রশুদ্ধি, (১৫) প্রাণযোগ, (১৬) দীপনী, (১৭) অশৌচভঙ্গ, (১৮) উৎকীলন, (১৯) দৃষ্টিসেতু, (২০) কামকলাধ্যান এইগুলি করিয়া জপ করত পরে কুল্লুকা, মহাসেতু, সেতু ও অশৌচভঙ্গ পূর্বক জপসমর্পণ করিতে হয়। এই নিরুত্তর তন্ত্রে—কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, যোনিমুদ্রা, সেতু, বীজ, মহাসেতু এই কয়েকটির উল্লেখ আছে।] হে দেবি। মস্তকে কুল্লুকাজপ করিয়া হৃদয়ে সেতুর চিন্তা করিবে। কণ্ঠদেশে মহাসেতু ও নাভিতে যোনি চিন্তা করিবে। ওঁ-কাররূপ সেতুকে হৃদয়স্থিতরূপে পূজা করিবে, নিজের বীজ [মন্ত্র] রূপ মহাসেতু কণ্ঠদেশে চিন্তা করিবে। ৬২-৬৩

[কুল্লকাদি রহস্য]

নিজের বীজমন্ত্র যাহা গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত তাহার পূর্বে ও পরে বিন্দুযুক্ত মাতৃকাবর্ণ সংযুক্ত [পুটিত] করিয়া নাভিমধ্যে চিন্তা করিবে। যথা—যদি বীজ হ্রীঁ হয়, তাহা হইলে—"অং হ্রীঁ অং, আং হ্রীঁ আং" ইত্যাদি রূপে নাভিমধ্যে চিন্তা করিতে হইবে। কালীর কুল্লুকা হইতেছে—কালী [ক্রীঁ] কূর্চ [হূঁ] বধূ [স্ত্রীঁ] মায়া [হ্রীঁ] ফট্‌কার অন্তে [শেষে ফট্] এই পাঁচ অক্ষর যুক্ত মন্ত্র [ক্রীঁ হূঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ফট্] কালিকার কুল্লুকা চিন্তা করিবে। ৬৪

তারার কুল্লুকা—"মহানীল সরস্বতী", অন্যান্য দেবতার অর্থাৎ মহাবিদ্যা ষোড়শী ইত্যাদির কুল্লুকা হইতেছে বধূবীজ অর্থাৎ "স্ত্রীঁ" ইহা কথিত হয়। ৬৫

কালীকুলপ্রবৃত্তানাং পূজায়ামেবমাচরেৎ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পুনঃ পূজাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬৬
পুনঃ প্রপূজয়েদ্দেবীং মহাকালেন লালিতাম্।
ততস্তু কবচং দেবি স্তবঞ্চ প্রপঠেত্ততঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে শিবপার্বতীসংবাদে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥

[এই নিরুত্তর তন্ত্রের প্রথম পটলের আদিতে দুইটি কুলের কথা বলিয়াছিলেন—কালীকুল ও শ্রীকুল। এখন বলিতেছেন—এই যে পূজাবিধি এখানে বলা হইল তাহা কালীকুলের পূজাবিধি]। কালীকুলের পূজায় প্রবৃত্ত সাধকগণের পূজাতে এইরূপ আচরণ করিবে। এইভাবে কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, যোনি ইত্যাদি করিয়া ১০৮ সংখ্যক কালীর মন্ত্র জপ করিয়া পুনরায় মহাকালকর্তৃক লালিত দেবী কালিকার পূজা করিবে। হে দেবি! তারপর কবচ পাঠ করিয়া স্তব পাঠ করিবে। ৬৬-৬৭

শ্রীনিরুত্তর তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

ভগবন্ সর্বদেবেশ সর্বভূতনমস্কৃত।
সর্বং মে কথিতং দেব কবচং ন প্রকাশিতম্।
কথয়স্ব সুরশ্রেষ্ঠ যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ১

[কালীকবচম্]

শ্রীশিব উবাচ

সিদ্ধকালী শিরঃ পাতু ললাটং পাতু দক্ষিণা।
কালী মুখং সদা পাতু কপালী পাতু চক্ষুষী ॥ ২
কুল্লা গণ্ডৌ সদা পাতু বদনং কুরুকুল্লিকা।
বিরোধিন্যধরং পাতু চিবুকং বিপ্রচিত্তিকা ॥ ৩
উগ্রা কর্ণৌ সদা পাতু নাসামুগ্রপ্রভা তথা।
কণ্ঠং দীপ্তা সদা পাতু গ্রীবাং নীলা প্রভাবতু ॥ ৪
বক্ষঃস্থলং পাতু ঘনা পৃষ্ঠং মাত্রা সদাবতু।
মুদ্রা নাভিং সদা পাতু মিতা লিঙ্গং সদাবতু ॥ ৫

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন—হে সর্বদেবাধিপতে! সর্বপ্রাণিনমস্কৃত! ভগবন্! হে দেব! আমাকে সব বলিয়াছেন, কিন্তু কবচ প্রকাশ করেন নাই। হে দেবশ্রেষ্ঠ! যদি আমার উপর আপনার স্নেহ থাকে তাহা হইলে কবচ বলুন। ১

[কালীকবচ]

শ্রীশিব বলিলেন—সিদ্ধকালী মস্তক রক্ষা করুন, দক্ষিণাকালী ললাট [কপাল] রক্ষা করুন। কালী সর্বদা মুখ এবং কপালী চক্ষুর্দ্বয় রক্ষা করুন। ২

কুল্লা সর্বদা গণ্ডদ্বয় [দুইগাল] রক্ষা করুন, কুরুকুল্লা মুখ রক্ষা করুন। বিরোধিনী অধর, বিপ্রচিত্তা চিবুক [অধরের নিম্নভাগ] রক্ষা করুন। ৩

উগ্রা সর্বদা কর্ণদ্বয় এবং উগ্রপ্রভা নাসিকা রক্ষা করুন। দীপ্তা সর্বদা কণ্ঠ রক্ষা করুন, নীলা যাঁহার অপর নাম প্রভা তিনি গ্রীবা [ঘাড়] রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

ঘনা বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন, মাত্রা সর্বদা পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। মুদ্রা সর্বদা নাভি রক্ষা করুন, মিতা সর্বদা লিঙ্গ রক্ষা করুন। ৫

রতিপ্রিয়া লিঙ্গমূলং গুহ্যং শিবপ্রিয়াবতু।
অরুণা তালুমূলং হি রসনাং তরুণা তথা ॥ ৬
মহাকালপ্রিয়া জানু বিকটা পাতু জঙ্ঘয়োঃ।
শ্মশানবাসিনী ভার্যাং পুত্রং পাতু দিগম্বরী ॥ ৭
ভবনং মত্তহাসা চ মাতরং মে সুরেশ্বরী।
রাজস্থানং ঘোররাবা সততং পাতু কালিকা ॥ ৮
ধর্মং পাতু ঘোররূপা অধর্মং মুণ্ডমালিনী।
করকাঞ্চীং পাতু নিত্যং কালিকা সর্বদাবতু ॥ ৯
কামবীজত্রয়ং পাতু নাভিতঃ পাদমেব চ।
কূর্চবীজযুগং পাতু সদা মে নাভিদেশতঃ ॥ ১০
শক্তিবীজদ্বয়ং পাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাননং পুনঃ।
কামবীজদ্বয়ং পাতু পূর্বস্যাং দিশি সর্বদা ॥ ১১
কূর্চবীজযুগং পাতু দক্ষিণস্যাং সদাবতু।
শক্তিবীজযুগং পাতু প্রতীচ্যাং সর্বদা শুভা ॥ ১২

রতিপ্রিয়া লিঙ্গমূল রক্ষা করুন, শিবপ্রিয়া গুহ্য রক্ষা করুন। অরুণা তালুমূল এবং তরুণা জিহ্বা রক্ষা করুন। ৬

মহাকালপ্রিয়া জানু রক্ষা করুন, বিকটা জঙ্ঘা রক্ষা করুন, শ্মশান-বাসিনী ভার্যাকে রক্ষা করুন, দিগম্বরী পুত্রকে রক্ষা করুন। ৭

মত্তহাসা গৃহ রক্ষা করুন, সুরেশ্বরী আমার জননীকে রক্ষা করুন। ঘোররাবা কালিকা সর্বদা রাজস্থান রক্ষা করুন। ৮

ঘোররূপা ধর্মরক্ষা করুন, মুণ্ডমালিনী অধর্ম রক্ষা করুন, কালিকা সর্বদা করকাঞ্চী [হাতের কব্জী] রক্ষা করুন। ৯

তিনটি কামবীজ [ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ] আমার নাভি হইতে পা পর্যন্ত রক্ষা করুন, দুইটি কূর্চবীজ [হূঁ হূঁ] আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। ১০

দুইটি শক্তিবীজ [হ্রীঁ হ্রীঁ] আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ও মুখ রক্ষা করুন, দুইটি কামবীজ [ক্লীঁ ক্লীঁ] সর্বদা পূর্বদিকে রক্ষা করুন। ১১

দুইটি কূর্চবীজ [হূঁ হূঁ] সর্বদা দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন, শক্তিবীজ দুইটি [হ্রীঁ হ্রীঁ] মঙ্গলময় হইয়া সর্বদা পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন। ১২

বহ্নিজায়া চোত্তরস্যাং দিশি পাতু চ মাং সদা।
বিদ্যারাজ্ঞী চ সর্বাসামনিরুদ্ধসরস্বতী ॥ ১৩
কালিকাকবচং দিব্যং যঃ পঠেদ্ যত্নতঃ সুধীঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যাঃ কুষ্মাণ্ডা রাক্ষসা গ্রহাঃ।
তস্য দূরাৎ পলায়ন্তে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৪

শ্রীদেব্যুবাচ

শঙ্করো যাং স্তুতিং কৃত্বা সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
তাং মে কথয় দেবেশ যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ১৫

[কালিকাস্তুতিঃ]

শিব উবাচ

হুং হুং কারে শবারূঢ়ে নীলনীরজলোচনে।
ত্রৈলোক্যৈকমুখে দিব্যে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥ ১৬
প্রত্যালীঢ়পদে ঘোরে মুণ্ডমালাপ্রলম্বিতে।
খর্বে লম্বোদরে ভীমে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥ ১৭
নবযৌবনসম্পন্নে গজকুম্ভোপমস্তনি।
বাগীশ্বরি শিবে শান্তে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥ ১৮

বহ্নিজায়া উত্তরদিকে আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন, বিদ্যারাজ্ঞী অনিরুদ্ধ-সরস্বতী সবদিকে রক্ষা করুন। ১৩

যে সুধী ব্যক্তি যত্নপূর্বক দিব্য কালিকাকবচ পাঠ করেন, ভূতপ্রেত পিশাচ প্রভৃতি অপদেবতা কুষ্মাণ্ড [অপদেবতাবিশেষ] রাক্ষস, গ্রহ প্রভৃতি সকলে তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করেন, ইহা সত্য সত্য, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।১৪

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন—হে দেবাধিপতে! শঙ্কর যাঁর স্তুতি করিয়া বা যে স্তুতি করিয়া সর্বসিদ্ধীশ্বর হইয়াছেন, যদি আমার উপর স্নেহ থাকে, তাহা হইলে সেই দেবীর সম্বন্ধে বা সেই স্তুতি আমাকে বলুন। ১৫

[কালিকা-স্তুতি]

শিব বলিলেন—যিনি হুংহুং শব্দ করেন, শবারূঢ়া, নীলপদ্মসদৃশ যাঁর নয়ন, ত্রিভুবন যাঁর একমুখ, সেই দিব্য কালিকাকে নমস্কার। ১৬

যাঁর বাম পদ সম্মুখে প্রসারিত, দক্ষিণ পদ পশ্চাতে, ঘোরা, মুণ্ডমালা যাঁর গলায় লম্বিত, খর্বা, লম্বোদরী, ভীমা সেই কালিকাকে নমস্কার। ১৭

ললজ্জিহ্বে হরালোকে নেত্রত্রয়বিভূষিতে।
ঘোরহাস্যোৎকরে দেবি কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥ ১৯
ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধরে খড়্গকর্ত্রীকরে ধরে।
কপালেন্দীবরে বামে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥ ২০
নীলোৎপলজটাভারে সিন্দূরেন্দুমুখোদয়ে।
স্ফুরদ্বক্ত্রোষ্ঠদশনে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥ ২১
প্রলয়ানলধূম্রাভে চন্দ্রসূর্যাগ্নিলোচনে।
শৈলাবাসে শুভে মাতঃ কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥ ২৪
ব্রহ্মশম্ভুজলৌঘে চ শবমধ্যপ্রসংস্থিতে।
প্রেতকোটিসমাযুক্তে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥ ২৩
কৃপাময়ি হরে মাতঃ সর্বাশাপরিপূরিতে।
বরদে ভোগদে মোক্ষে কালিকায়ৈ নমোঽস্তু তে ॥ ২৪
ইত্যেতৎ কালিকাস্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
কৃতকৃত্যো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ২৫

ইতি নিরুত্তরতন্ত্রে শিবপার্বতীসংবাদে তৃতীয়ঃ পটলঃ।

নবযৌবনসম্পন্না, হস্তীর কুম্ভসদৃশ স্তনবিশিষ্টা, বাগধীশ্বরী, শিবা, শান্তা, সেই কালিকাকে নমস্কার। ১৮

যাঁর জিহ্বা বাহিরে দীর্ঘলম্বিত, মহাদেবের আলোকস্বরূপিণী, ত্রিনেত্র-সম্পন্না, ঘোরহাস্যকারিণী সেই কালিকাদেবীকে নমস্কার। ১৯

ব্যাঘ্রের চর্মরূপ-বস্ত্রধারিণি, খড়্গ, কর্ত্রী (কাতালী) হস্তে ধারণকারিণি, বাম হস্তদ্বয়ে কপাল ও পদ্মধারিণি কালিকে! তোমায় নমস্কার। ২০

নীলপদ্মের মত জটাভারযুতে, সিন্দূরবর্ণের মত চন্দ্রের মত সুন্দর মুখশ্রীযুতে, মুখ, ওষ্ঠ ও দন্ত যাহা স্ফুরিত হইতেছে, তাদৃশে, কালিকে! তোমাকে নমস্কার। প্রলয়াগ্নির ধূমের মত কান্তিবিশিষ্টে, চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিসদৃশ নেত্রত্রয়ান্বিতে, পর্বতবাসিনি, হে মাতঃ শুভে কালিকে! তোমায় নমস্কার। ২১-২২

ব্রহ্মা ও শম্ভু যাঁর জলপ্রবাহ-সদৃশ, শবমধ্যে দণ্ডায়মানা, কোটি কোটি প্রেত-সমন্বিতে কালিকে! তোমায় নমস্কার। ২৩

হে কৃপাময়ি, হরে, মাতঃ, সকল আশার পরিপূরণকারিণি বরদানকারিণি, ভোগদানকারিণি, মোক্ষদায়িনি কালিকে! তোমায় নমস্কার। ২৪

যে ভক্তিযুক্ত হইয়া এই কালিকাস্তোত্র পাঠ করে, সে কালিকামন্ত্র সাধন করিয়া কৃতকৃত্য হয়, এই বিষয়ে বিচারের অপেক্ষা নাই। ২৫

নিরুত্তরতন্ত্রের তৃতীয় পটলের অনুবাদ।

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

পূজা চ কথিতা দেব পুরশ্চর্যা চ কীদৃশী।
কথয়স্ব সুরশ্রেষ্ঠ যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ

উত্তমা মানসী পূজা বাহ্যা পূজা কনীয়সী।
পূজয়া লভতে পূজাং জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ ॥ ২
হোমেন সর্বসিদ্ধিঃ স্যাত্তস্মাত্ত্রিতয়মাচরেৎ।
বীরাণাং মানসী পূজা দিব্যানাঞ্চ কুলেশ্বরি ॥ ৩
আসনানি চ নাড়ীনাং সঙ্কেতং শৃণু সাম্প্রতম্।
এতজ্‌জ্ঞানং বিনা দেবি পুরশ্চর্যা ন জায়তে ॥ ৪
আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণম্।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি ভবন্তি ষট্ ॥ ৫

শ্রীপার্ব্বতীদেবী বলিলেন—হে দেব! আপনি পূজার কথা বলিয়াছেন। হে দেবশ্রেষ্ঠ! যদি আমার উপর আপনার স্নেহ থাকে তাহা হইলে পুরশ্চরণ কিরূপ [এখন] বলুন। ১

শ্রীশিব বলিলেন—মানস পূজা উত্তম, বাহ্য পূজা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। পূজার দ্বারা মানুষ অপরের পূজা লাভ করে, কিন্তু জপ হইতে সিদ্ধি হয়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ২

হোমের দ্বারা সকলসিদ্ধি [ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ] হয়; সুতরাং পূজা, জপ ও হোম এই তিনের অনুষ্ঠান করিবে। হে কুলেশ্বরি [কালীকুল ও শ্রীকুলের অধিশ্বরী]! বীরভাবের সাধক এবং দিব্যভাবের সাধকের মানস পূজা [বিহিত হইল]। ৩

সম্প্রতি আসনসকল এবং নাড়ীসকলের [শরীরস্থ নাড়ীসমূহের] সঙ্কেত শ্রবণ কর, এই আসন ও নাড়ীর জ্ঞান ব্যতীত পুরশ্চরণ হয় না। ৪

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টি যোগের অঙ্গ। [যম ও নিয়মকে তন্ত্রে যোগের অঙ্গ না বলিয়া মূল বলা হইয়াছে—অন্যত্র]। ৫

আসনানি কুলেশানি যাবন্তো জীবজন্তবঃ।
চতুরশীতি-লক্ষাণাং জন্তবঃ সমুদাহৃতাঃ॥ ৬
আসনেভ্যঃ সমস্তেভ্যঃ সাম্প্রতং দ্বয়মুচ্যতে।
একং সিদ্ধাসনং নাম দ্বিতীয়ং কমলাসনম্॥ ৭

[নাড়ীবর্ণনম্]

নাড়ীনাং সমূহো দেবি ব্যক্তশ্চাস্তি খগাণ্ডবৎ।
তত্র নাড্যঃ সমুদ্ভূতাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ॥ ৮
প্রধানং প্রাণবাহিন্যঃ স্বয়ং তত্র দশ স্মৃতাঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চৈব কীর্তিতাঃ॥ ৯
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী।
অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী চ দশ স্মৃতাঃ॥ ১০
এবং নাড়ীময়ং চক্রং বিজ্ঞেয়ং শক্তিচক্রকে।
ইড়ায়াঃ পিঙ্গলায়াশ্চ সুষুম্না মধ্যতস্তথা॥ ১১
ইয়ঞ্চ ত্রিগুণা জ্ঞেয়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
রজোগুণা ধ্বজাখ্যা চ চিত্রিণী সত্ত্বসম্পদা॥ ১২

হে কুলাধীশ্বরি! যত জীবজন্তু আছে, আসন ততগুলি। জগতে চুরাশী লক্ষ জীবজন্তু কথিত হইয়াছে। [সুতরাং আসনও চুরাশী লক্ষ প্রকারের]। ৬

সমস্ত আসনের মধ্যে সম্প্রতি দুইটি আসনের কথা বলা হইতেছে। প্রথম সিদ্ধাসন, দ্বিতীয় হইতেছে পদ্মাসন। ৭

[নাড়ীর বর্ণনা]

হে দেবি! পাখীর ডিম ব্যক্ত হইলে যেমন পাখী হয়, সেইরূপ নাড়ীসমূহ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়। তার মধ্যে প্রকট নাড়ী ৭২ হাজার। [প্রশ্ন উপনিষদে ৭২ কোটি ৭২ লক্ষ ১০ হাজার ২০১ নাড়ী সর্বসাকল্যে উক্ত হইয়াছে উহা প্রকট ও অপ্রকট সমস্ত নাড়ী]। ৮

তার মধ্যে [৭২ হাজারের মধ্যে] প্রাণবাহী প্রধান নাড়ী ১০টি শাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে। যথা—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তি-জিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ, শঙ্খিনী এই দশটি কীর্তিত হইয়াছে। ৯-১০

কুলকুণ্ডলিনীরূপ শক্তি সহস্রার পর্যন্ত গমনাগমন করেন বলিয়া মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত শক্তিচক্র বলে। এই শক্তিচক্রে ষট্চক্র বা নবচক্রাদি

তমোগুণা ব্রহ্মনাড়ী কার্যভেদক্রমেণ চ।
ইড়ায়াঃ পিঙ্গলায়াশ্চ এতাঃ সর্বাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৩
এতাশ্চ প্রাণবাহিন্যঃ সোমসূর্যাগ্নিদেবতাঃ।
ইড়া[১] নাড়ী স্থিতা বামে দক্ষিণে চৈব পিঙ্গলা।
সুষুম্না চ তয়োর্মধ্যে চন্দ্রসূর্যপ্রভেদতঃ ॥ ১৪
বায়বশ্চৈব বিজ্ঞেয়া মনশ্চন্দ্রাত্মকং হৃদি।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥ ১৫
হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিদেশতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে স্যাদ্ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ ॥ ১৬

চক্রসমূহ নাড়ীময় বলিয়া জানিবে। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না। এই সুষুম্না নাড়ী ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া জানিবে। সুষুম্নার মধ্যে ধ্বজা নামক নাড়ী রজোগুণা, চিত্রিণী সত্ত্বগুণা, ব্রহ্মনাড়ী তমোগুণা, কার্যের ভেদে এইরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের বলা হইয়াছে। এই সব নাড়ী [সুষুম্না, চিত্রিণী ধ্বজা, ব্রহ্ম] কিন্তু ইড়া ও পিঙ্গলার সম্বন্ধিনী। সুষুম্না নাড়ীকে ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাত্মক বলা হয়। ১১-১৩

উপরে যে দশটি নাড়ী বলা হইল, ইহারা প্রাণবাহী, ইহাদের দেবতা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি। বামে ইড়া নাড়ী স্থিত, দক্ষিণে পিঙ্গলা অবস্থিত, সেই ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত। ইড়াকে চন্দ্র এবং পিঙ্গলাকে সূর্য নাড়ী বলা হয়। সুষুম্না অগ্নিনাড়ী। বিশেষতঃ ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্নাই চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি দেবতাধিষ্ঠিত এবং প্রাণবাহী। ১৪

এখন বায়ুসকলের কথা জানিতে হইবে। মন চন্দ্রাত্মক বা মনের অধিপতি চন্দ্র, মন হৃদয়ে থাকে। [বায়ুসকল যথা] প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এইগুলি বায়ু। ১৫

প্রাণের অবস্থান হৃদয়ে, অপান গুহ্যদেশে থাকে, সমান নাভিদেশে থাকে, উদান কণ্ঠদেশে থাকে আর ব্যান সমস্ত শরীরে বর্ত্তমান। ১৬

১। সর্বত্র বহুশাস্ত্রে দেখিয়াছি 'ইড়া' শব্দটি ইকারযুক্ত এবং 'কুহূ' শব্দটি হ-এর পর দীর্ঘ উকারযুক্ত। সেইজন্য ঐরূপ বানান লিখিত হইল। এই বইতে কেবল 'ঈড়া' এইরূপ ব্যবহৃত।

নাগঃ কূর্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বিখ্যাতা নাগাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ॥ ১৭
এতে নাড়ীসমস্তেষু বর্তন্তে চান্যসংজ্ঞকাঃ।
গুণবদ্ধো যথা জীবঃ প্রাণাপানেন কর্ষতি॥ ১৮
অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।
অধ ঊর্ধ্বস্থিতাবেতৌ যো জানাতি স যোগবিৎ॥ ১৯
হংসগতিঃ প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ওঁকারঃ প্রকৃতেগুর্ণঃ।
হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংস ইতি পরং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা॥ ২০

এই প্রাণাদিব্যতিরিক্ত—নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে অপর পাঁচটি বায়ু আছে। প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু অতি বিখ্যাত। ১৭

এই দশটি বায়ু সমস্ত নাড়ীতে অবস্থান করে। তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহা-দের নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। জীব যেমন রজ্জুবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ জীব প্রাণ ও অপানের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ১৮

অপান বায়ু প্রাণকে আকর্ষণ করে [নতুবা প্রাণ শরীরকে উপরের দিকে উঠাইয়া লইয়া যাইত], প্রাণ বায়ু অপানকে আকর্ষণ করে [নতুবা শরীরকে অপান নীচের দিকে লইয়া যাইত]। এই প্রাণ ও অপান যথাক্রমে ঊর্ধ্বে ও অধোদেশে অবস্থিত ইহা যিনি জানেন [প্রাণাপানের তত্ত্ব জানেন] তিনি যোগবিৎ। ১৯

প্রকৃতির গতি হংসগতির মত অর্থাৎ জীবের প্রকৃতি বা স্বভাবেই জীব 'অহং সঃ সোঽহম্' আমি সেই পরমাত্মা, সেই পরমাত্মাই আমি এইরূপ অভেদ চিন্তা করে। ওঁকার হইতেছে প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ ওঁ-ই জীব ও পরমাত্মার যোগকারক। ওঁকারের উপরের অংশ 'হ', আর শেষের অংশ স। 'ও' এইটি সংক্ষিপ্ত হকার, '৩' এই সংক্ষিপ্ত সকার। হ অক্ষরটি অহম্ এর সংক্ষেপ। 'স' অক্ষরটি 'সঃ' এর সংক্ষেপ। নাসিকা হইতে বায়ু বাহিরে যাইবার সময় হকার উচ্চারণ করে, ভিতরে ঢুকার সময় সকার উচ্চারণ করে। জীব অজ্ঞাতসারে এই 'হংসঃ' নামক পরম মন্ত্র সর্বদা জপ করিতেছে। 'হংস'-ই "অহংসঃ" এর সংক্ষেপ। ২০

[অজপাজপঃ প্রাণায়ামশ্চ]

ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
এতৎ সংখ্যায়তং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা ॥ ২১
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
অজপা চ দ্বিধা প্রোক্তা ব্যক্তা গুপ্তা ক্রমেণ তু ॥ ২২
ব্যক্তা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা হৃদি স্থানে ব্যবস্থিতা।
ঠকারাকারগুপ্তা চ শিবশক্তিঃ প্রকীর্তিতা ॥ ২৩
চন্দ্রবীজং ঠকারঞ্চ তং বীজং শৃণু উচ্যতে।
অজপার্থময়ী গুপ্তা বহ্নিজায়া প্রকীর্তিতা।
অস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ২৪
প্রাণায়ামদ্বিষট্‌কেন প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে।
প্রত্যাহারদ্বিষট্‌কেন[১] [সহস্রেণ] জানীয়াদ্ধারণাং শুভাম্ ॥ ২৫

[অজপাজপ ও প্রাণায়াম]

জীব দিবারাত্রিতে একুশহাজার ছয়শত সংখ্যায় এই মন্ত্র [হংস] সর্বদা জপ করিতেছে। ২১

ইহাকে অজপা গায়ত্রী বলে, এই অজপা গায়ত্রী যোগিগণের মুক্তিদায়িনী। অজপা আবার দুই প্রকার ব্যক্ত [প্রকট] ও গুপ্ত [অপ্রকট]। ২২

ব্যক্তা অজপা আবার দুই প্রকার, তাহা হৃদয়ে অবস্থিত। 'সোঽহম্', 'হংসঃ' এই দুই প্রকার অজপা ব্যক্তা, আর ঠকার ও অকারের দ্বারা গুপ্ত যে অজপা, তাহা শিব ও শক্তি নামে কীর্তিত। ২৩

ঠকার হইতেছে চন্দ্রের বীজ , সেই বীজ শ্রবণ কর। অর্থময়ী গুপ্তা অজপা হইতেছে বহ্নিজায়া [স্বাহা] ইহার সঙ্কল্পমাত্রেই পুরশ্চরণ কথিত হয়। মনে মনে 'স্বাহা' মন্ত্রের সঙ্কল্প দ্বারাই পুরশ্চরণ হইয়া যায়। ২৪

বারটি প্রাণায়ামে একটি প্রত্যাহার কথিত হয়। আবার বারটি প্রত্যাহারে একটি শুভ ধারণা জানিবে। ২৫

১। মুদ্রিত পুস্তকে 'প্রত্যাহারসহস্রেণ' এইরূপ পাঠ আছে। তাহার অর্থ হয় এক হাজার প্রত্যাহারে একটি ধারণা। কিন্তু বহু হঠযোগের গ্রন্থে দেখিয়াছি যে ১২টি প্রত্যাহারে একটি ধারণা হয়। সুতরাং সহস্রেণ পদটি ছাপার ভুল মনে করিয়া তাহার দ্বিষট্‌কোণ করিয়াছি।

ধারণা দ্বাদশ প্রোক্তা ধ্যানং ধ্যানবিশারদৈঃ।
ধ্যানদ্বাদশকৈরেব সমাধিরবধীয়তাম্ ॥ ২৬
যৎসমাধেঃ পরং জ্যোতিরনন্তং বিশ্বতোমুখম্।
অস্মিন্ দৃষ্টে ক্রিয়া কাচিদ্ যাতায়াতং ন বিদ্যতে ॥ ২৭
যথা সিংহে গজব্যাঘ্রে বাদত্বঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ।
তথৈব চলিতো বায়ুরন্যথা হন্তি সাধকম্ ॥ ২৮
চরতাং চক্ষুষাদীনাং বিষয়েষু যথাক্রমম্।
প্রত্যাহারে তথা চৈবং প্রত্যাহারাদিরুচ্যতে ॥ ২৯
করণং কুম্ভকাদ্দেবি সমাধিশ্চ প্রজায়তে।
পুষ্পান্তরগতং জ্যোতির্ভ্রুবোর্মধ্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩০
তচ্চিন্তনং কুলেশানি যোগিনাং পূজনং মহৎ।
জ্যোতিষাং চিন্তনং চৈব ধ্যানং বিষয়সংকৃতি ॥ ৩১

ধ্যানবিশারদগণ বারটি ধারণায় একটি ধ্যান বলিয়া থাকেন। আর বারটি ধ্যানে একটি সমাধি হয়—ইহা জানিবে। ২৬

সমাধিতে যে সর্বব্যাপী অনন্ত পরম জ্যোতিঃ, উহা সাক্ষাৎকার করিলে আর কোন ক্রিয়া করিতে হয় না এবং গতায়াত অর্থাৎ জন্মমৃত্যুও হয় না। ২৭

যেমন সিংহ, হস্তী ও ব্যাঘ্রের বিবাদ ধীরে ধীরে হয় অথবা হস্তী ও ব্যাঘ্র উভয়ের দ্বারা সিংহ ধীরে ধীরে বশীভূত হয়, সেই রূপ ধীরে ধীরে অভ্যাস পূর্ব্বক প্রাণবায়ুকে বশীভূত করিতে হইবে, নতুবা তাড়াতাড়ি করিলে সাধকের প্রাণবায়ু বিনাশ করে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি বায়ুরোধ করিলে প্রাণনাশ হইবে। ২৮

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ে বিচরণ করে, তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করিতে হইবে। সেই জন্য প্রত্যাহারাদির কথা বলা হইয়াছে। ২৯

হে দেবি! কুম্ভক হইতে করণ অর্থাৎ মন সমাধিস্থ হয়। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে যে দ্বিদল পদ্মরূপ পুষ্প আছে তন্মধ্যে, জ্যোতিঃ আছে, তাহা ভ্রূমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ৩০

হে কুলাধীশ্বরি! সেই জ্যোতির চিন্তনই যোগীদিগের মহৎপূজন। আর সেই জ্যোতির চিন্তনই ধ্যান, সেই ধ্যানের দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়। ৩১

নির্গুণাদিকভাবেন বীরাণাং শৃণু মূলকম্ ।
সগুণা জ্যোতিষাং মূর্তির্হৃদিস্থাং কালিকাং স্মরেৎ ॥ ৩২
আপাদং শীর্ষপর্যন্তং পূজ্যা যত্নাদিভিঃ প্রিয়ে ।
ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভবদ্রব্যাণি চর্ব্যচোষ্যাদিকানি চ ॥ ৩৩

[কালিকায়াঃ মানসপূজা]

ফলং পুষ্পং যথা গন্ধং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্ ।
তৎ সর্বং মনসা দেয়ং কালিকায়ৈ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৪
পেয়ং জলনিধের্মানং দ্রব্যং চ গিরিমানতঃ ।
যত্নেনৈব প্রদদ্যাত্তু কালিকায়ৈ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫
ইয়ঞ্চ মানসী পূজা [লথিতা] লপিতা[১] বরবর্ণিনি ।
নির্বাণং দিব্যভাবৈস্তু বীরভাবৈঃ সমানতাম্ ॥ ৩৬
ইদং তত্ত্বং জপান্নায়ং জ্ঞাত্বা পুরশ্চরণমাচরেৎ ।
নিজান্নায়ং বিনা দেবি ন কুর্যাচ্চ পুরস্ক্রিয়াম্ ॥ ৩৭

পূর্বে যে জ্যোতির ধ্যান বলা হইল তাহা নির্গুণ ভাবের সাধন। এখন বীর সাধকগণের মূল সাধন শ্রবণ কর। জ্যোতির্ময় সগুণমূর্তিস্বরূপে হৃদয়-স্থিত কালিকাকে তাঁহার পা হইতে মস্তক পর্যন্ত ধ্যান করিবে। ৩২

হে প্রিয়ে ! সেই কালিকাকে যত্নাদিসহকারে পূজা করিবে। ব্রহ্মাণ্ডোৎপন্ন দ্রব্য ও চর্ব্যচোষ্যাদি ভক্ষ্য পদার্থ প্রদান করিবে। ৩৩

[কালিকার মানস পূজা]

ফল, পুষ্প, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি ভূষণ সমস্তই কালিকাকে মনে মনে পুনঃ পুনঃ দিবে। ৩৪

সমুদ্রপরিমিত পানীয়, পর্বত পরিমিত অন্যান্য দ্রব্য যত্নপূর্বক কালিকাকে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে । ৩৫

হে বরবর্ণিনি [সুন্দরি] এই মানস পূজা বলা হইল, দিব্যভাবে এবং বীরভাবেও এই মানস পূজা সমানভাবে নির্বাণপ্রদ। ৩৬

১। এই শ্লোকে মুদ্রিত পুস্তকে লথিতা এইরূপ পাঠ আছে, কিন্তু লথ ধাতুর প্রচলন না দেখায় উহাকে "লপিতা" করা হইল এবং সেইভাবে অনুবাদ করা হইল।

[তস্মাৎ] অস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন নিজাম্নায়ং বিচিন্তয়েৎ।
উত্তরাম্নায়োদিতং সর্বং কালীকুলকুলেশ্বরি ॥ ৩৮
সর্বাম্নায়োদিতং তত্ত্বং শ্রীকুলঞ্চ ক্রমেণ তু।
উত্তরাম্নায়োদিতা বিদ্যা ভৈরবী ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৩৯
মাতঙ্গী পশ্চিমাম্নায়ে দক্ষিণাম্নায়ে তাবুভৌ।
ধূমা চ ত্বরিতা চৈব পূর্বাম্নায়ে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৪০
ত্রিপুরা বগলা চৈব মহাবিদ্যা বিশেষতঃ।
দক্ষিণাম্নায়োদিতাঃ সর্বাঃ পশুভিঃ পূজিতাঃ সদা ॥ ৪১
কালীকূর্চং বধূর্জায়া প্রণবং বাগ্ভবং প্রিয়ে।
শূলহস্তা চ যা বিদ্যোত্তরাম্নায়োদিতা শুভা ॥ ৪২
দ্বাবিংশত্যক্ষরী বিদ্যা দক্ষিণাম্নায়ে প্রতিষ্ঠিতা।
লক্ষদ্বয়ং জপেদ্বিদ্যাং দিবারাত্রিপ্রভেদতঃ ॥ ৪৩

এই জপাম্নায়রূপ তত্ত্ব অর্থাৎ মানস চিন্তন [যাহা বলা হইল] জানিয়া পুরশ্চরণ করিবে। হে দেবি! নিজের আম্নায় অর্থাৎ যে যার প্রত্যেকের নিজ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রাদি ব্যতীত অন্য মন্ত্র বা দেবতাদির পুরশ্চরণ করিবে না। ৩৭

সেই হেতু [এই হেতু] হে কালীকুলের কুলেশ্বরি! সর্বপ্রযত্নে উত্তর আম্নায়ে [এই তন্ত্রটি প্রশ্নের উত্তররূপে কথিত বলিয়া ইহা উত্তরাম্নায়] কথিত নিজের আম্নায় [মন্ত্রাদি] চিন্তা করিবে। ৩৮

ক্রমে ক্রমে সর্বাম্নায়ে কথিত তত্ত্ব ও শ্রীকুল চিন্তা করিবে। ভৈরবী ও ত্রিপুরসুন্দরী বিদ্যা উত্তরাম্নায়ে কথিত। ৩৯

পশ্চিম আম্নায়ে মাতঙ্গী, দক্ষিণ আম্নায়ে সেই ধূমা ও ত্বরিতা এই উভয় এবং পূর্ব আম্নায়ে ত্রিপুরা ও বগলা নামক মহাবিদ্যা বিশেষত প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ আম্নায়ে কথিত সকল দেবতা সর্বদা পশ্বাচারিগণদ্বারা পূজিত হন। ৪০-৪১

হে প্রিয়ে! কালী [ক্রীঁ] কূর্চ [হূঁ] বধূ [হ্রীঁ] জায়া [স্বাহা] প্রণব [ওঁ] বাগ্ভব [ঐং] এবং শূলহস্তা যে বিদ্যা অর্থাৎ "ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ ঐং শূলহস্তা" এই মন্ত্র উত্তর আম্নায়ে শুভ। ৪২

বাইশ অক্ষরের যে বিদ্যা অর্থাৎ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে

দিবা লক্ষং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশীং সদা শুচিঃ।
দশাংশং জুহুয়াদ্বহ্নৌ তদ্দশাংশঞ্চ তর্পয়েৎ ॥ ৪৪
তদ্দশাংশাভিষেকঞ্চ তীর্থতোয়েন পার্বতি।
তদ্দশাংশং হবিষ্যান্নৈ র্ভোজয়েদ্ভক্তিতো দ্বিজান্ ॥ ৪৫

[চক্রানুষ্ঠানম্]

পাশবং কথিতং কল্পং শৃণু বীরং ততঃ পরম্।
নক্তং যামগতে দেবি স্বকুলং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৬
আনীয় কান্তাং সুশীলাং কুলভক্তাং কুলার্চনে।
শক্তিচক্রং দ্বিধা কৃত্বা শক্তিভালে লিখেত্ততঃ ॥ ৪৭
তত্র কামকলাং দেবীং শিবকোণে বিলেখয়েৎ।
তন্মধ্যে দেবমন্ত্রন্ত লাঞ্ছিতং কমলাঞ্চিতম্ ॥ ৪৮

কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা এই মন্ত্র তাহা দক্ষিণ আম্নায়ে প্রতিষ্ঠিত। দিবা ও রাত্রিভেদে এই মন্ত্র দুই লক্ষ জপ করিবে। ৪৩

দিবাভাগে শুচি ও হবিষ্যান্নভোজী হইয়া উক্ত মন্ত্র [উত্তরাম্নায়োদিত অথবা দক্ষিণাম্নায়োদিত যে যেমন অধিকারী] একলক্ষ জপ করিবে। জপের দশাংশ অর্থাৎ ১ হাজার হোম বহ্নিতে করিবে। হোমের দশাংশ অর্থাৎ ১ হাজার তর্পণ করিবে। তাহার অর্থাৎ তর্পণের দশাংশ অর্থাৎ ১০০ অভিষেক তীর্থ জলের দ্বারা করিবে। হে পার্বতি! অভিষেকের দশাংশ অর্থাৎ ১০ জন ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্বক হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। ৪৪-৪৫

[চক্রানুষ্ঠান]

পূর্বে যে জপাদির কথা বলা হইল তাহা পশ্বাচারীদের কল্প অর্থাৎ পদ্ধতি বলা হইল। হে দেবি! তারপর বীরাচারীদের কল্প শ্রবণ কর। একপ্রহর রাত্রি অতীত হইলে স্বকুল অর্থাৎ নিজ নিজ কুল [যে কালী তারা প্রভৃতিকে উপাসনা করে তাহার কুল কালীকুল, আর যে কমলা প্রভৃতিকে উপাসনা করে তাহার কুল শ্রীকুল] চিন্তা করিবে [নিজ কুলানুসারে পূজাদির অনুষ্ঠান করিবে]। ৪৬

কুলপূজার নিমিত্ত কুলভক্ত সচ্চরিত্রা রমণী আনয়ন করিয়া শক্তিচক্রকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া তারপর সেই শক্তির [সেই সচ্চরিত্রা রমণীশক্তির] কপালে [শক্তিচক্র] লিখিবে। ৪৭

তত্র দেবীং সমাবাহ্য ধ্যাত্বা তত্র প্রপূজয়েৎ।
ততস্তচ্ছক্তিকর্ণে চ ঋষিচ্ছন্দঃসমন্বিতম্ ।
মূলমন্ত্রং ত্রিধাবৃত্ত্যা কথয়েদ্বামকর্ণকে ॥ ৪৯
অদ্য প্রভৃতি দেবি ত্বং কুলদেবার্চনং কুরু।
গুরোরাজ্ঞাং মূর্ধ্নি কৃত্বা প্রবৃত্তোঽহং [প্রবর্তোঽহং] কুলার্চনে ॥ ৫০
ততঃ পশ্চাৎ কুলাগারে কুলচক্রং লিখেৎ প্রিয়ে।
তত্র পূজা কুলদ্রব্যৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিভাবতঃ ॥ ৫১
তত্র চাবাহনং নাস্তি যতো দেবীস্বরূপিণী।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং তত্ত্বচিন্তাপরো ভবেৎ ॥ ৫২
তত্ত্বচিন্তাপরো মন্ত্রী জপেল্লক্ষং কুলাকুলম্।
দশাংশং জুহুয়াদ্বহ্নৌ আসবৈঃ পললান্বিতৈঃ ॥ ৫৩

তারপর সেই শক্তিচক্রে শিবকোণে [ঈশান কোণে] কামকলা দেবীর চিত্র [কামকলা এক দেবীবিশেষ] অঙ্কিত করিবে এবং শক্তিচক্রের মধ্যে পদ্মযুক্ত দেবমন্ত্র রঞ্জিত করিবে। ৪৮

তারপর সেই শক্তিচক্রে দেবীকে [কালিকা বা শ্রীদেবীকে] আবাহন করিয়া ধ্যান করত সেই চক্রমধ্যে তাঁহার পূজা করিবে। তারপর সেই শক্তির [রমণীর] কর্ণে ঋষি, ছন্দঃ ও মূলমন্ত্র তিন তিনবার আবৃত্তিপূর্ব্বক বামকর্ণে বলিবে। ৪৯

হে দেবি [সেই স্ত্রীকে দেবি সম্বোধন পূর্বক] আজ হইতে তুমি কুল-দেবতার পূজা কর। আমি গুরুর আজ্ঞা মস্তকে করিয়া কুলপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। [৫০ নং শ্লোকে মুদ্রিত পুস্তকে "প্রবর্তোঽহং" এইরূপ পাঠ আছে। ঐ পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া "প্রবৃত্তোঽহং" পাঠ করা হইয়াছে]। ৫০

হে প্রিয়ে! তারপর কুলাগারে [যে গৃহে তন্ত্রসাধনা করা হয়] কুলচক্র অঙ্কিত করিবে। সেইখানে ভক্তিভাবে কুলদ্রব্যের দ্বারা [মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ইত্যাদিকে কুলদ্রব্য বলে] পূজা করিবে। ৫১

সেখানে দেবীর আবাহন নাই, যেহেতু সেখানে দেবী স্বরূপত বিদ্যমান [রমণীকে দেবীরূপে চক্রে আনয়ন করা হয় ও পূজা করা হয়, সেই রমণী যেহেতু দেবী, তিনি উপস্থিত, অতএব দেবীর আবাহন নাই] যথাযথভাবে পূজা করিয়া তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ হইবে। ৫২

তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ সুধাপললসংযুতৈঃ।
অভিষেকং তদ্দশাংশং তীর্থতোয়েন পার্বতি ॥ ৫৪
কুলদ্রব্যৈস্তদ্দশাংশং ভক্তিতো ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ শক্তিং মাং ভোজয়েৎ কুলম্ ॥ ৫৫
তদভাবে কুলেশানি শক্তিঞ্চাত্র প্রপূজয়েৎ।
তাসাঞ্চ কুলচক্রান্তে মনসা চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৬

[পুরশ্চরণাঙ্গপূজাদি]

পুরশ্চরণকালে চ যদি শক্তিং ন পূজয়েৎ।
তস্য পূজা জপো হোমোঽভিচারায় চ কল্পতে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শক্তীনাং পূজনং চরেৎ ॥ ৫৭

মন্ত্রসাধক ব্যক্তি তত্ত্ব চন্তাপরায়ণ [মন্ত্রের প্র'তপাদ্য দেবতার চিন্তাপরায়ণ] হইয়া তান্ত্রিক নিয়মে ও সাধারণ নিয়মে একলক্ষ জপ করিবে। জপের দশভাগ অর্থাৎ ১০ হাজার মাংসযুক্ত আসবের [মদ্যের] দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। ৫৩

হোমের দশভাগ অর্থাৎ একহাজার তর্পণ মদ্যমাংসযুক্ত দ্রব্যের দ্বারা করিবে। হে পার্বতি! তর্পণের দশভাগ অর্থাৎ একশত অভিষেক তীর্থজলের দ্বারা করিবে। ৫৪

অভিষেকের দশভাগ অর্থাৎ দশজন ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্বক কুলদ্রব্যের দ্বারা [গব্য দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, চিনি, তিল, সোনামুগ, নারিকেল, কদলী, আম্র, আমলকী, কাঁঠাল, হরিতকী, হৈমন্তিক ধান্য ইত্যাদি দ্রব্য সাধারণভাবে কুল-দ্রব্য] ভোজন করাইবে। জপাদির আদিতে, মধ্যে ও অন্তে শক্তিকে [স্ত্রীরূপিণী শক্তিকে] এবং কুলরূপ আমাকে [তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ সাধক শিব-স্বরূপ, তিনি কৌল বলিয়া কথিত ; ঐরূপ সাধককে ভোজন করাইবার কথা বলা হইয়াছে] ভোজন করাইবে। ৫৫

ঐরূপ সিদ্ধ সাধকাভাবে বা ব্রাহ্মণাভাবে হে কুলেশানি! চক্রমধ্যে শক্তিকে পূজা করিবে। কুলচক্রকার্যের শেষে সেই শক্তিরূপিণী স্ত্রীগণকে মনে মনে পূজা করিবে। ৫৬

[পুরশ্চরণাঙ্গ-পূজাদি]

পুরশ্চরণের সময় যদি [সাধক] শক্তির পূজা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পূজা, জপ, হোম অভিচারকর্মে পর্যবসিত হয় অর্থাৎ তাঁহার পূজাদি

পুরশ্চরণকালে চ সংখ্যা ন স্মরিতা যদি।
শক্তীনাং হি কুমারীণাং দ্বিজাতিং কুলপালিনাম্।
তোষণং কুলদ্রব্যেণ ভোজয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৮
সম্প্রদায়বিদে বিদ্বান্ দদ্যাত্তু গুরুদক্ষিণাম্।
বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈর্ভূষয়েৎ কুলগুরূন্ প্রিয়ে ॥ ৫৯
তৎসুতং তৎসুতাং বাপি তৎপত্নীং বা কুলেশ্বরি।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মন্ত্রসিদ্ধিং লভেদ্ যতঃ ॥ ৬০

ইতি নিরুত্তরতন্ত্রে চতুর্থঃ পটলঃ।

তাঁহার ইষ্টসাধন না হইয়া অনিষ্ট সাধন হয়। সেইহেতু সর্বপ্রকার প্রযত্নে শক্তিগণের [কুলরমণীগণের] পূজা করিবে। ৫৭

পুরশ্চরণের সময় যদি জপসংখ্যার স্মরণ না হয়, তাহা হইলে কুমারী শক্তি-গণকে [কুমারী স্ত্রীকে] এবং তন্ত্রসাধক ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া কুলদ্রব্যের দ্বারা [মৎস্যাদি কুলদ্রব্য] পুনঃপুনঃ ভোজন করাইবে। ৫৮

হে প্রিয়ে! পুরশ্চরণকার্যে, তন্ত্রসাধনার গুরুশিষ্যক্রমে যিনি সাধনাদি লাভপূর্ব্বক তত্ত্ব জানেন এবং বিদ্বান্ তন্ত্রাভিষেকানুষ্ঠানকারী; এইরূপ গুরুকে দক্ষিণা দিবে এবং বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্নাদি দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিবে। ৫৯

হে কুলেশ্বরি! গুরুর পুত্র, কন্যা বা পত্নীকেও পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। যেহেতু তাহা হইতে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করা যায়। ৬০

নিরুত্তরতন্ত্রের চতুর্থ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

কীদৃশং রজনীং দেবীং পূজয়েৎ কিং নিবেদয়েৎ।
তস্যা বা কীদৃশী পূজা তদ্গায়ত্রী চ কীদৃশী ॥ ১
জপং বা কীদৃশং দেব পুরশ্চর্যা চ কীদৃশী।
সাধনং কীদৃশং[১] [কীদৃশী] তস্যা বদ মে পরমেশ্বর ॥ ২

শ্রীশিব উবাচ

নির্লোভা কামনাহীনা নির্লজ্জা দ্বন্দ্ববর্জিতা।
শিবা সত্ত্বগতা সাধ্বী স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা ॥ ৩
এবং সা রজনী ত্রিষু লোকেষু গোপিতা।
আত্মনা পূজনে সৈব সমূলে কুলবর্ত্মনা ॥ ৪

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন—হে পরমেশ্বর! রজনী দেবীকে কিরূপে পূজা করা উচিত এবং কি নিবেদন করা উচিত। তাঁর পূজার প্রকার কিরূপ, তাঁর গায়ত্রীই বা কীদৃশ। তাঁর জপ কীদৃশ, পুরশ্চরণ কিরূপ, তাঁর সাধন কি প্রকার। এইসব কথা আমাকে বলুন। [রাত্রিকালে মহানিশায় পূজা করা হয় বলিয়া শুদ্ধা স্ত্রীকে এই তন্ত্রে ছদ্মনামে রজনী বলা হইয়াছে। অবশ্য স্ত্রীকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা করা হয় বলিয়া তাঁহাকে দেবীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর শরীরমধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিকেও এখানে সঙ্কেতে রজনীদেবী বলা হইয়াছে]। ১-২

শ্রীশিব বলিলেন—নির্লোভা, কামনাশূন্যা, লজ্জাবিরহিতা, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীতা, মঙ্গলময়ী, সাত্ত্বিকী, সৎস্বভাবা, স্বেচ্ছায় বিপরীতগামী অর্থাৎ সংসারবৈরাগ্যযুক্তা এইরূপ দেবী [স্ত্রীরূপিণীদেবী] রজনী, তিনি ত্রিলোকে গুপ্তা [ইঁহাকে ভাগ্যবান সাধক ব্যতীত কেহ জানিতে পারে না], কুলমার্গে অর্থাৎ তান্ত্রিক রীতিতে ইঁহাকে মূলমন্ত্রে পূজা করিতে হয় এবং ইনি স্বরূপত পূজাযোগ্য। ৩-৪

১। মুদ্রিত পুস্তকের দ্বিতীয় সংখ্যক শ্লোকের তৃতীয় পাদে "কীদৃশী" পদটি সাধনের বিশেষণ বলিয়া অশুদ্ধ। এইজন্য "কীদৃশং" পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

অক্ষোরন্তর্গতং জ্যোতি র্ভ্রুবোরন্তঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
যতো রূপং পরং জ্যোতিস্তদেব কুলমন্দিরে ॥ ৫

[রজনীদেব্যাঃ তর্পণং গায়ত্রী চ]

মনসা সাধকো [সাধকং] বীক্ষ্য ক্রীড়নাৎ পতিতামৃতম্ ।
তেনামৃতেন মূলেন তর্পয়েদ্রজনীং স্বয়ম্ ॥ ৬
কুলনাথং কুলাগারে নিয়োজ্য ভাবয়েচ্ছিবাম্ ।
শ্বাসোচ্ছাসে চ গায়ত্রীং ত্বজপাব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ৭
অজপা রজনী গায়ত্রী রাজন্যাং রজনীং জপেৎ ।
ন জপেদ্দিবসে বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্যাত্মিকাং পরাম্ ।
জপেন্নরকমাপ্নোতি ইহৈব দুঃখভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮

চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যে সাধকগণ যে জ্যোতি দর্শন করেন এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে যে জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিত [সাধকের দর্শনীয়] এই উভয় জ্যোতিঃ এবং পরম জ্যোতিঃ-রূপ, যাঁহা হইতে উদ্ভূত অথবা যাহাই পরম রূপ ও জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই কুল-মন্দিরে [রজনী দেবীরূপে অধিষ্ঠিত] । ৫

[রজনীদেবীর তর্পণ ও গায়ত্রী]

[এইখানে কয়েকটি শ্লোকের দুইপ্রকার অর্থ লিখিত হইল—একটি বাহ্য অর্থ, আর একটি সূক্ষ্ম অর্থ]

[বাহ্য] সাধক মনে মনে সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া রজনীদেবীর সহিত ক্রীড়া করিয়া যে অমৃত পতিত হয়, সেই অমৃতের দ্বারা মূলমন্ত্রে স্বয়ং রজনী দেবীকে তৃপ্ত করিবে। [সূক্ষ্ম অর্থ] সাধক ধ্যানযোগে ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্দর্শন করিয়া জিহ্বা কপালকুহরে প্রবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ খেচরী মুদ্রাপূর্বক সহস্রার হইতে যে অমৃত ক্ষরিত হয়, সেই অমৃত দ্বারা সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে তৃপ্ত করিবে অর্থাৎ তাঁর তৃপ্তির ভাবনা করিবে। ৬

[বাহ্য] তান্ত্রিক সাধনাগৃহে তন্ত্রাচার্য গুরুকে নিযুক্ত করিয়া সাধক শিবাকে অর্থাৎ রজনীদেবীকে ভাবনা [চিন্তা করিবে] শ্বাসে ও প্রশ্বাসে ব্রহ্মরূপিণী অজপা গায়ত্রী [হংসঃ মন্ত্র] ভাবনা করিবে। [সূক্ষ্ম] কুলাগারে অর্থাৎ সহস্রারে স্থিত পরম শিবের সহিত কুণ্ডলিনীশক্তির যোগপূর্বক শ্বাস প্রশ্বাসে অজপা ব্রহ্মরূপিণী সেই শিবশক্তির ধ্যান করিবে। ৭

কলানাথং সমানীয় নিযোজ্য কুলমন্দিরে।
যোজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং কুলকেন চ তাড়য়েৎ ॥ ৯
বিংশত্যা মহতী পূজা শতেন শতধা ভবেৎ।
রজন্যাঃ কথিতা পূজা ধ্যানঞ্চ তত্ত্বচিন্তনম্ ॥ ১০
সঙ্কেতজ্ঞঃ কলানাথং সাধয়েদেকচেতসা।
রজনীমূলযোগেন নির্বাণপদবীং ব্রজেৎ ॥ ১১

[বাহ্য] রজনী দেবীই অজপা এবং গায়ত্রীস্বরূপিণী, রাত্রিতে সেই রজনী-দেবীর মন্ত্র জপ করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি পরব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী সেই রজনী দেবীর মন্ত্র দিবসে জপ করিবে না। দিবসে জপ করিলে নরকপ্রাপ্ত হইবে এবং ইহলোকে দুঃখভাগী হইবে। [সূক্ষ্ম] অজপা রজনী গায়ত্রী হইতেছেন আদ্যাশক্তি দেবী তাঁহাকে রাত্রিতে অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে শ্বাস বহনকালে [বাম নাকে শ্বাস প্রবাহকালে] জপ করিবে। দিবসে অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীতে [দক্ষিণ নাকে শ্বাস বহনকালে] শ্বাসবহনকালে সেই ব্রহ্মবিদ্যাত্মিকা পরা আদ্যাশক্তির জপ করিবে না, করিলে নিষ্ফল হইবে, দুঃখও হইতে পারে। ৮

কলানাথ অর্থাৎ চন্দ্রকে আনিয়া কুলমন্দিরে অর্থাৎ মূলাধারপথে যোনি-মণ্ডলস্থিত অপান বায়ুতে নিযুক্ত করিয়া অর্থাৎ প্রাণাপানের যোগরূপ কুম্ভক অবলম্বন করত মন্ত্র জপ করিবে এবং কুলকের দ্বারা অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পায়ুকে আকর্ষণপূর্বক যতক্ষণ বায়ু সুষুম্নার মধ্যে প্রবাহিত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে তাড়না অর্থাৎ মূলাধার সঙ্কোচন করিতে থাকিবে। ৯

[চন্দ্র ও সূর্যের যোগকে কুম্ভক বলে। চন্দ্র ললাটে বাস করেন। সূর্য নাভিতে বাস করেন।]

বিংশতি সংখ্যক কুম্ভক প্রাণায়ামের দ্বারা মহতী পূজা সাধিত হয়। আর শতসংখ্যক কুম্ভক দ্বারা শত প্রকার পূজা হয়। এইভাবে রজনীদেবীর পূজা হইল। [এইভাবে রজনীদেবীর পূজা কথিত হইল]। আর রজনীদেবীর ধ্যান হইতেছে তত্ত্বচিন্তা [শিবশক্তির অভেদরূপ তত্ত্ব চিন্তা]। ১০

এই পূজাদির সঙ্কেতজ্ঞ ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে রজনীমূলযোগে অর্থাৎ কুল-কুণ্ডলিনীশক্তিকে মূলাধার হইতে উত্থাপনপূর্বক সহস্রারস্থিত শিবের সহিত যোগ করত কলানাথ অর্থাৎ পরমশিবের সাধনা করিবে [সমাধির অভ্যাস করিবে] তাহাতে মোক্ষপদপ্রাপ্ত হইবে। ১১

শঠঞ্চ চুল্লুকং ধূর্তং সঙ্কেতহীন-দাম্ভিকম্ ।
সন্তজ্য সাধয়েদ্বিদ্যাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্ ॥ ১২
ধনাদ্বা কামতো বাপি লোভাদ্বা নিজমন্দিরম্ ।
কারয়েদ্ যদি সা পূজা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৩

[সঙ্কেতস্য জ্ঞানাজ্ঞান-ফলম্]

সঙ্কেতজ্ঞং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা সাধনং শিবসাধনম্ ।
অন্যথা দুঃখমাপ্নোতি স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ১৪
প্রকৃত্যাথ ব্রজেদ্বাপি জ্ঞাত্বা যচ্চ প্রপূজয়েৎ ।
সোঽপি নির্বাণতাং প্রাপ্য পুনরাবৃত্য ভূতলে ॥ ১৫
অভেদপ্রকৃতিং জ্ঞাত্বা জপহোমাদিকং চরেৎ ।
সর্বদেবস্বরূপঞ্চ সর্বমন্ত্রস্বরূপিণী ।
প্রকৃতেস্তত্ত্বমাস্থায় কৈবল্যং যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৬

অপ্রিয়কারী, গোপনে নিন্দাকারী, প্রবঞ্চক, পূজাদিসঙ্কেত জ্ঞানশূন্য অথচ দাম্ভিক এইসকল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া মহামুক্তিদায়িনী বিদ্যার সাধন [পূজাজপাদি] করিবে। ১২

অর্থের জন্য, কোন কামনা সিদ্ধির জন্য অথবা লোভহেতু নিজমন্দির অর্থাৎ তন্ত্রসাধনার স্থানকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ব্যবহারপূর্বক যে পূজা করে, তাহা হইলে সেই পূজার দ্বারা সে ব্যক্তি রৌরব নরক গমন করিতে বাধ্য হয়। ১৩

[সঙ্কেতের অজ্ঞান ও জ্ঞানের ফল]

দৃঢ়ভাবে পূজাদির সঙ্কেত জানিয়া যে সাধন তাহা শিবসাধন অর্থাৎ উত্তম সাধন। নতুবা [সঙ্কেত না জানিলে] সেই সাধক দুঃখপ্রাপ্ত হয় এবং নিশ্চিত ভাবে নরক গমন করে। ১৪

অথবা সঙ্কেতজ্ঞানহীন ব্যক্তি প্রকৃতি অবস্থা অর্থাৎ অতি নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আর সঙ্কেত জানিয়া যিনি পূজা করেন, তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে সব অনিত্য বস্তুকে আবৃত করেন অর্থাৎ জগতের অতীত হইয়া যান। ১৫

প্রকৃতিকে অর্থাৎ স্ত্রীলোককে আদ্যাশক্তি হইতে অভিন্ন জানিয়া জপ হোম প্রভৃতির আচরণ করিবে। প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীসমূহ সর্বদেবস্বরূপিণী এবং সর্বমন্ত্র-

প্রকৃতেস্তত্ত্ববিদ্দেবি ন স যোনৌ প্রজায়তে।
অশোধিতমনাচর্য স্ত্রীষু মধ্যেষু সুব্রতে ॥ ১৭
স্বীকারে সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
ক্ষুধার্তশ্চ তৃষার্তশ্চ কালিকাং নৈব পূজয়েৎ।
পূজয়েদ্ যদি দেবেশি ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা ॥ ১৮
সাধকে ক্ষোভমাপন্নে দেবীক্ষোভঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্ ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ পূজয়েৎ কালিকাং শুভাম্ ॥ ১৯

স্বরূপিণী এইভাবে প্রকৃতির [স্ত্রীর] তত্ত্ব অবলম্বন [চিন্তা] করিয়া সাধক নিশ্চিতভাবে মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ১৬

হে দেবি! হে সুব্রতে! যিনি প্রকৃতির তত্ত্ব [স্ত্রীমাত্রই আদ্যাদেবী কালিকা হইতে অভিন্ন এই তত্ত্ব] জানেন, তিনি স্ত্রীসকলের মধ্যে কোন প্রকার অশোধিত [অসংস্কৃত] কার্য যদি না করেন তাহা হইলে যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন না। ১৭

সাধক যদি স্ত্রী স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধিনাশ হয়, সে রৌরব নরকে গমন করে। ক্ষুধার্ত অর্থাৎ মাংসাদি ভক্ষণে যদি ইচ্ছুক হয়, তৃষ্ণার্ত অর্থাৎ যদি মদ্যাদি পানে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কালিকা পূজা উচিত নয়। হে দেবেশি! সেই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি কালিকা পূজা করে, তাহা হইলে কালিকাদেবী ক্রুদ্ধা হন। ১৮

সাধক যদি ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দ্বারা ক্ষোভ [দুঃখ] প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে দেবীরও ক্ষোভ [দুঃখ] উৎপন্ন হয়। সেইহেতু ভোজন করিয়া ও পান করিয়া শুভা কালিকার পূজা করিবে। [তন্ত্রে—মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মদ্য ও মৈথুন এই পঞ্চ মকারের দ্বারা পূজার কথা আছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে এই পঞ্চবিষয়ে মানুষের আসক্তি থাকে। সেই আসক্তি দূর করিবার জন্য কালিকা পূজায় ঐ পঞ্চমকার সংস্কৃত করা হয়, তাহাতে ঐসব বস্তু গ্রহণ করিয়া যখন সাধক অবিচলিতভাবে দেবীর ধ্যান ও সমাধিতে নিবিষ্ট হন তখনই তিনি বীরভাব বা দিব্যভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পূজান্তে যেভাবে মৎস্যাদির সংস্কারের বিধান আছে তাহাতে ঐসব বস্তু সাধককে প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে লইয়া যায়। এইজন্য বলা হইয়াছে—মৎস্যাদি ভক্ষণ বা সুরাদি পান না করিয়া পূজা করিলে দেবীর ক্ষোভ হয়]। ১৯

বিনা পীত্বা সুরাং ভুক্ত্বা মৎস্যমাংসং রজস্বলাম্ ।
যো জপেদ্ দক্ষিণাং কালীং তস্য দুঃখং পদে পদে ॥ ২০
দিব্যভাবং বীরভাবং বিনা কালীং প্রপূজয়েৎ ।
পূজনে নরকং যাতি তস্য দুঃখং পদে পদে ॥ ২১
লতাসবং বিনা দেবি কলৌ কালীং ন পূজয়েৎ ।
পশুভাবাশ্রিতো দেবি যদি কালীং প্রপূজয়েৎ ।
রৌরবং নরকং যাতি যাবদাহুত*সংপ্লবম্ ॥ ২২

[শক্তিপূজায়াঃ প্রকারবিশেষঃ]

লতাদর্শনমাত্রেণ কালিকাদর্শনং ভবেৎ ।
দৃষ্ট্বা চ সুন্দরীং শক্তিং কালীং তত্রৈব চিন্তয়েৎ ॥ ২৩

সুরাপান না করিয়া, মৎস্য, মাংস ও রজস্বলা-স্ত্রীভোগ না করিয়া যে দক্ষিণা কালীর জপ করে, তাহার পদে পদে দুঃখ হয় । ২০

দিব্যভাব ও বীরভাব ব্যতীত কালিপূজা করিবে না । করিলে অর্থাৎ দিব্য-ভাব ও বীরভাবের অধিকারী না হইয়া পশুভাবে পূজা করিলে সাধকের পদে পদে দুঃখ হয় । [এখানে পশুভাবে ঠিক পূজার নিষেধ করা হয় নাই, কিন্তু বীরভাব ও দিব্যভাবের তুলনায় পশুভাবের নিন্দা করিয়া বীর ও দিব্যভাবের প্রশংসা করা হইয়াছে] । ২১

হে দেবি ! লতা [স্ত্রীলতা] অর্থাৎ স্ত্রী এবং আসব অর্থাৎ মদ্য ব্যতীত কলিকালে কালীকে পূজা করিবে না । হে দেবি ! যদি পশুভাব আশ্রয় করিয়া কালীপূজা করে তাহা হইলে সাধক প্রলয়কাল পর্যন্ত রৌরব নরক প্রাপ্ত হয় । [পশুভাব অধম অধিকারীর পক্ষে । পশুভাবের সাধকের পক্ষে মৎস্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ । কারণ সেই সাধক কামক্রোধাদির বশীভূত বলিয়া শাস্ত্রে তাহাকে আসক্তির দ্রব্য হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন । বীর বা দিব্যভাবের সাধক প্রবৃত্তি মার্গ হইতে অনেকাংশে সংযত ও নিবৃত্ত বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে পঞ্চ-মকারের বিধান] । ২২

[শক্তিপূজার প্রকারবিশেষ]

লতাদর্শনমাত্রে অর্থাৎ স্ত্রীর দর্শন মাত্রেই কালিকার দর্শন হয় । সুন্দরী শক্তিকে [স্ত্রীকে] দেখিয়া তাঁহাতেই কালীর চিন্তা করিবে । ২৩

---

* ২২ সংখ্যক শ্লোকের শেষে "যাবদাহুতসংপ্লবম্" পাঠ আছে । ঐ পাঠটি "যাবদাভূত-সংপ্লবম্" হইলে সহজে অর্থ পাওয়া যায় । নতুবা হুত শব্দের অর্থ প্রাণ অর্থাৎ প্রাণাহুতির প্রলয়—এইরূপ হয় ।

শূন্যাগারে শ্মশানে বা প্রান্তরে নির্জনে বনে।
নদীতীরে পর্বতে বা শক্তিং তত্র প্রপূজয়েৎ।
একাকী পূজয়েচ্ছক্তিং নিঃশঙ্কো ভয়বর্জিতঃ ॥ ২৪
গুরুং বিনা ন সঙ্গী স্যাৎ সঙ্গী স্যান্নরকং ব্রজেৎ।
সঙ্গাচ্চ ধনহানিঃ স্যাৎ সর্বং সঙ্গাদ্বিনশ্যতি ॥ ২৫
দূতীযাগং ততঃ পূজাং রাত্রৌ পর্যটনং প্রিয়ে।
একাকী সঞ্চরেদ্বীরো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জিতঃ ॥ ২৬
রাত্রৌ পর্যটনং নাস্তি ন রাত্রৌ শক্তিপূজনম্ ॥ ২৭
নার্চয়েৎ কালিকাং দেবীং শাম্ভবীং সুখমোক্ষদাম্।
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাঞ্চ মৈথুনং বিনা ॥ ২৮

শূন্যগৃহে, শ্মশানে, প্রান্তরে [বিস্তৃত মাঠ] নির্জনে, বনে, নদীতীরে অথবা পর্বতে শক্তির পূজা করিবে। শঙ্কাশূন্য হইয়া এবং ভয়শূন্য হইয়া একাকী শক্তির পূজা করিবে। ২৪

গুরু ব্যতীত [স্ত্রী] সঙ্গী হইবে না, যদি সঙ্গী হয়, তাহা হইলে নরকে গমন করিতে হইবে। সঙ্গ হইতে [স্ত্রীসঙ্গ হইতে] ধনহানি হয়, শুধু ধনহানি নয় সঙ্গ হইতে সমস্ত [ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ] নষ্ট হয়। হে প্রিয়ে! দূতীযাগ [তন্ত্রানুসারে দূতীযাগ] তারপর পূজা, পর্যটন রাত্রিতে করিবে। একাকী শঙ্কাহীন ও নিঃসঙ্গ হইয়া বীরভাবের সাধক সঞ্চরণ করিবে। ২৫-২৬

রাত্রিকালে [প্রথম দশ দণ্ড ও শেষ পাঁচ দণ্ড রাত্রিতে] পর্যটনের বিধান নাই এবং রাত্রিতে [প্রথম দশ দণ্ড ও শেষ পাঁচ দণ্ড] শক্তিপূজার বিধান নাই। [এই পটলের ৮ম শ্লোকে বলা হইয়াছে দিবসে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী শক্তির জপ করিবে না। জপ, পূজার অঙ্গ। সুতরাং দিবসে পূজাও হইবে না। কিন্তু সাধারণ পূজা দিবসেও করা হয়। এইজন্য বুঝিতে হইবে যে বিশেষ পূজা বা রহস্যপূজা দিবসে করা চলিবে না। আবার এই ২৭ শ্লোকে বলা হইতেছে রাত্রিতে শক্তিপূজা করিবে না। ইহাতে বিরোধের আশঙ্কা হয়। এইজন্য এখানে রাত্রি বলিতে প্রথম রাত্রির দশ দণ্ড এবং শেষরাত্রির পাঁচ দণ্ড রাত্রিতে শক্তির পূজা করিবে না। কিন্তু মহানিশায় বিশেষ পূজা করিতে হইবে। সাধারণত ১০½ হইতে ৩½টা পর্যন্ত মহানিশার সময়]। ২৭

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা [ঘৃতান্ন বা ৮ ভাজা] ও মৈথুন ব্যতীত মঙ্গলময়ী, সুখমোক্ষদায়িনী কালিকার পূজা করিবে না। ২৮

ব্রাহ্মণো বীরভাবেন কালিকায়ৈ নিবেদয়েৎ।
পূজাদ্রব্যং মহেশানি পশুর্বা যদি পশ্যতি।
তদ্দ্রব্যঞ্চ জলে ক্ষিপ্ত্বা ইষ্টদেবং সুচিন্তয়েৎ ॥ ২৯
ধূর্তং শঠং চুল্লুকঞ্চ মূর্খঞ্চ দাম্ভিকং প্রিয়ে।
এতে চ পাশবাঃ প্রোক্তাঃ সর্বান্ ভাবাশ্রিতাংস্ত্যজেৎ ॥ ৩০
পশুভির্দর্শিতং দ্রব্যং দেবেভ্যো ন নিবেদয়েৎ।
কুলপূজাং কুলদ্রব্যং কুলস্ত্রীং কুলমঙ্গলম্।
গোপনীয়ং পশোরগ্রে প্রকাশান্মরণং ভবেৎ ॥ ৩১

[পঞ্চ-মকার-বিধিঃ]

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ কুলযোগতঃ।
পঞ্চমৈঃ পূজয়েৎ কালীং মোক্ষার্থী চ কলৌ প্রিয়ে ॥ ৩২

হে মহেশগৃহিণি! ব্রাহ্মণ বীরভাবে পূজার দ্রব্য কালিকাকে নিবেদন করিবেন। কিন্তু যদি পশুভাবের সাধক পূজাদ্রব্য দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে বীরভাবের সাধক সেই পূজাদ্রব্য জলে নিঃক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে ইষ্টদেবতার চিন্তা করিবেন। ২৯

হে প্রিয়ে! ধূর্ত, শঠ, চুকুলবাজ [অপরের কথা অপরের নিকট যে বলে] মূর্খ ও দাম্ভিক—ইহারা সকলে পশুভাবের বলিয়া শাস্ত্রে কথিত, এই সকল ভাবাশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। [নিরামিষভোজন পূর্বক মৎস্যাদি ব্যতীত যাঁহারা শক্তিপূজা করেন, তাঁহাদিগকে পশুভাবের সাধক বলা হয়। ইঁহারা নিম্নাধিকারী। এই সকল সাধক ব্যতীত ধূর্ত, শঠ, চুকুলবাজ মূর্খ ও দাম্ভিককেও পশুভাবাশ্রয়ী বলা হইয়াছে। কারণ ইহারাও যাহাতে বীরভাবের সাধকের পূজাদ্রব্য দর্শন না করে। ইহাদের দর্শনেও বীরভাব বা দিব্যভাবাশ্রয়ী সাধকের পূজা দ্রব্য অপবিত্র হয়। এইজন্য খুব গোপনে রাখিতে হয়]। ৩০

পশুগণ কর্তৃক [পশুভাবাশ্রয়ী কর্তৃক] দৃষ্ট দ্রব্য দেবতাকে নিবেদন করিবে না। কুলপূজা [বিশেষ রহস্য পূজা] কুলদ্রব্য [মৎস্য, মাংস প্রভৃতি] কুলস্ত্রী [শুদ্ধা পূজা-যোগ্যা রমণী] এবং কুলমঙ্গল [তন্ত্রোক্ত মাঙ্গলিক দ্রব্য] এইগুলি পশুর [পশু-ভাবের লোকের] অগ্রে গোপনীয় রাখিবে, প্রকাশ করিলে অর্থাৎ পশুভাবের সাধকের নিকট কুলপূজাদির কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলে সাধকের মরণ হয়। ৩১

[পঞ্চ-মকারের বিধি]

হে প্রিয়ে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কুলযোগানুসারে [তন্ত্রাভিষিক্ত-

ব্রাহ্মণৈঃ পীয়তে মদ্যং ন মদ্যং দ্বিজপুঙ্গবৈঃ।
কলাবাসবযোগেন তর্পয়েৎ কালিকাং প্রিয়ে ॥ ৩৩
পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্ যস্য চূর্ণা স্যাদ্রক্তরেতসোঃ।
স পাপিষ্ঠো যজেন্নৈব কালীং কলুষহারিণীম্ ॥ ৩৪
কালীং তারাং তথা ছিন্নাং ত্রিপুরাং ভৈরবীং তথা।
কলাবাসবযোগেন সর্বদা পূজয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ৩৫
শ্মশানভৈরবীঞ্চৈব উগ্রতারাঞ্চ পঞ্চমীম্।
মাতঙ্গীঞ্চ তথা ধূম্রাং বগলাং ভুবনেশ্বরীম্।
রাজরাজেশ্বরীং বালাং ত্বরিতাং মহিষমর্দিনীম্।
কলাবেতাশ্চাসবৈশ্চ পূজ্যাশ্চ দক্ষিণাং বিনা ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণো বীরভাবেন সুরাং পীত্বা জপেন্মনুম্।
সুরাভাবে চ গোক্ষীরং দ্বিজো দদ্যাদ্ যুগে যুগে ॥ ৩৭

হইয়া] কলিতে পঞ্চ তত্ত্বের [মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মদ্য ও মৈথুন] দ্বারা কালাকে পূজা করিবে এবং মোক্ষার্থীও পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা কালীর পূজা করিবেন। [অভিষিক্ত হইলে সকল জাতিই তান্ত্রিক পূজাদিতে অধিকারী হন]। ৩২

হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ অভিষিক্ত বীর বা দিব্যভাবের সাধকগণ মদ্য পান করিবেন কিন্তু অনভিষিক্ত বা পশুভাবাশ্রয়ী দ্বিজগণ [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য] মদ্য পান করিবেন না। কলিতে মদ্যসংযোগে [মদ্যসংযোগে মাংস, মুদ্রাদি দ্বারা] কালিকাকে তর্পণ করিবে। ৩৩

মদ্যপানে যাহার ভ্রান্তি অর্থাৎ মত্ততা উপস্থিত হয় এবং যাহার রক্ত ও রেতঃ ক্ষরিত হয়, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি কলুষহারিণী কালীর পূজা করিবে না। ৩৪

[দ্বিজ] অভিষিক্ত কলিকালে কালী (১), তারা (২), ছিন্নমস্তা (৩), ও ত্রিপুরাভৈরবী (৪),-কে মদ্যসংযোগে সর্বদা পূজা করিবে। ৩৫

কলিকালে—শ্মশানভৈরবী [ত্রিপুরাভৈরবীর বিকল্প শ্মশানভৈরবী ৪র্থ,] পঞ্চমী উগ্রতারা (৫), মাতঙ্গী (৬), ধূম্রা (৭), বগলা (৮), ভুবনেশ্বরী (৯), রাজরাজেশ্বরী বালা (১০), মহিষমর্দিনী ত্বরিতা (১১), ইঁহাদিগকে মদ্যের দ্বারা দক্ষিণা ব্যতীত পূজা করিবে। ৩৬

ব্রাহ্মণ বীরভাবে সুরা পান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। সুরার অভাবে দ্বিজ যুগে যুগে গোদুগ্ধ প্রদান করিবে। ৩৭

দ্রব্যাভাবে চানুকল্পৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ।
একাদশ্যাং ব্যতীপাতে কর্মলোপং ন কারয়েৎ ॥ ৩৮
ন কৃতে চ গুরোরর্চাং ক্রমাৎ কোঽপি প্রলীয়তে ।
কেবলং বিষয়াসক্তঃ পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
অগ্রে চক্রং বীরভাবং তৎকার্যং গুরুসন্নিধৌ ।
তদভাবে ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং কার্যঞ্চৈব বিধানতঃ ॥ ৪০
পৃথক্পাত্রে পিবেদ্ দ্রব্যং পৃথক্ পাত্রে চ ভোজনম্ ।
শক্তিযুক্তং *বসেদ্বাপি যুগ্মং যুগ্মবিধানতঃ ॥ ৪১

মৎস্যাদি দ্রব্যের অভাবে অনুকল্পের দ্বারা পরদেবতাকে (শাক্তকে) পূজা করিবে। একাদশীতে এবং ব্যতীপাতযোগেও কর্মলোপ করিবে না। [মৎস্যের অনুকল্প—জলজাত ও স্থলজাত রক্তপুষ্প ও রক্তফল ইত্যাদি। মাংসের অনুকল্প—লবণ আদা, তিল গম, মাষকলাই রশুন ইত্যাদি। মদ্যের অনুকল্প কাংস্য পাত্রে নারিকেল জল ইত্যাদি। মুদ্রার অনুকল্প আট ভাজা ইত্যাদি। মৈথুনের অনুকল্প চম্পক প্রভৃতি লিঙ্গপুষ্পের সহিত বকপুষ্প প্রভৃতি লিঙ্গপুষ্পের সঙ্গমন। একাদশীতেও পঞ্চ-মকারের দ্বারা কালিকাদি পূজার নিবৃত্তি নিষেধ করা হইয়াছে। ব্যতীপাত নামক সপ্তদশ যোগ জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে প্রসিদ্ধ। ঐ যোগে সবকর্মের নিষেধ আছে। কিন্তু এখানে শাস্ত্র বলিতেছেন যে ঐ ব্যতীপাত যোগেও কুলকর্ম (তান্ত্রিক অর্চনাদি) করিবে; কর্মলোপ করিবে না]। ৩৮

গুরুর পূজা না করিলে ব্রহ্মা পর্যন্ত প্রলীন অর্থাৎ পতিত হন। গুরুর পূজা ব্যতীত কেবল বিষয়াসক্ত ব্যক্তি পতিত হয়, সন্দেহ নাই। ৩৯

প্রথমে বীরভাবের চক্র গুরুর সন্নিধানে, চক্রকার্যও গুরুসন্নিধানে করিতে হয়। গুরুর অভাবে গুরু-ভ্রাতৃগণের সহিত শাস্ত্র বিধি-অনুসারে চক্রকার্য করিতে হয়। ৪০

কিন্তু গুরুভ্রাতৃগণের ও নিজের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে দ্রব্য পান (সুরাপান) করিতে হয় এবং পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মৎস্যাদি ভোজন করিতে হয়। যুগ্ম যুগ্ম ভাবে শক্তিযুক্ত হইয়া পান ভোজনাদির ইচ্ছা করিবে। [অবশ্য নিজ নিজ শক্তির সহিতই পান ভোজনব্যবস্থা, পরশক্তির সহিত নয়। অথবা নিজ নিজ শক্তির সহিত একাসনে বসিবে]। ৪১

---

* "বশেৎ" পাঠটিকে বিকল্পে "বসেৎ" করিয়া ৪১ শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে।

শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেন্মদ্যং বীরোচ্ছিষ্টঞ্চ চর্বণম্ ।
স্বজ্যেষ্ঠস্য চ ভোক্তব্যং কনিষ্ঠস্য ন ভোজয়েৎ ॥ ৪২

[চক্রমধ্যে অনুষ্ঠানবিধিঃ]

নিজশক্তিং বিনা দেবি শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্ যদি ।
রৌরবে নরকে ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥ ৪৩
একাসনে বসেদ্ যস্তু ভুঞ্জীত চৈকভোজনে ।
[1]পরস্পরমুখস্পর্শাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৪৪
একাসনস্থো যো বীরো দিব্যো বা কুলসুন্দরি ।
সুধাং পীত্বা বীরচক্রে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৫
মহাসিদ্ধীশ্বরো বাপি ভুঙ্‌ক্তে পীত্বা পরস্পরম্ ।
সিদ্ধিহানিং পুরস্কৃত্য স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৪৬

শক্তির উচ্ছিষ্ট মদ্যপান করিলে এবং বীরের (জ্যেষ্ঠ বীরসাধকের) উচ্ছিষ্ট মাংসাদি চর্বণ করিবে। নিজ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে। কনিষ্ঠের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। [তন্ত্রানুসারে যিনি প্রথম দীক্ষিত, তিনি জ্যেষ্ঠ অথবা তপস্যাদি-নিরত তিনি জ্যেষ্ঠ]। ৪২

[চক্রমধ্যে অনুষ্ঠানবিধি]

হে দেবি! নিজের শক্তি [বিধি অনুসারে পরিণীতা স্ত্রী] ব্যতীত যদি শক্তির [পরস্ত্রীর] উচ্ছিষ্ট পান করে, তাহা হইলে ঘোর রৌরব নরকে ১৪ ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করে। ৪৩

যে ব্যক্তি একাসনে উপবেশন করে [নিজস্ত্রীর সহিতও একাসনে বসা নিষেধ করিতেছেন] একপাত্রে ভোজন করে, পরস্পরের মুখের স্পর্শে সে নিশ্চিতভাবে নরকে গমন করে। ৪৪

হে কুলসুন্দরি! যে বীরভাবের সাধক বীরচক্রে এক আসনে অবস্থান করিয়া [অপর কোন সাধকের সহিত বা কোন শক্তি, এমন কি নিজ শক্তির সহিত এক আসনে] সুধা পান করে, সেই সুধাপানের ফলে রৌরব নরকে গমন করে। ৪৫

এমন কি মহাসিদ্ধীশ্বরও [মহাসিদ্ধিপ্রাপ্ত কৌল] যদি একাসনস্থ হইয়া

১। "স্পর্শেৎ" এইরূপ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে, তাহা অশুদ্ধ বিবেচনায় "স্পর্শাৎ" করা হইয়াছে।

বিনা শক্তিং পিবেদ্দ্রব্যং বীরো গুরুপরায়ণঃ।
তথাপি নরকে ঘোরে পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭
শক্ত্যভাবে কুলেশানি তদ্দ্রব্যং জলতঃ ক্ষিপেৎ।
[1]গুর্বভাবে তদ্ভাগং চ জলতো বিনিবেদয়েৎ ॥ ৪৮

ইতি নিরুত্তরতন্ত্রে পঞ্চমঃ পটলঃ।

পরস্পর [শক্তির সহিত পরস্পর] পান ও ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধি নাশ হয় এবং তিনি ধ্রুব নরকে গমন করেন। ৪৬

বীরসাধক শক্তি ব্যতীত গুরুপরায়ণ হইয়াও যদি দ্রব্য (সুরা) পান করে; তথাপি ঘোর নরকে পতিত হয়; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৪৭

হে কুলেশানি ! [কুলাধীশ্বরি] শক্তির অভাবে সেই সুরাদি দ্রব্য জলে নিঃক্ষেপ করিবে, আর গুরুর অভাবে তাঁহার গুরুর অংশ জলে নিবেদন করিবে। ৪৮

নিরুত্তরতন্ত্রের পঞ্চম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। মুদ্রিত পুস্তকে—"গুরুভাবে" এইরূপ পাঠ আছে, কিন্তু অর্থ হইবে গুরুর অভাবে এই জন্য "গুর্বভাবে" পাঠ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

রজনীপূজনাদেব দ্রুতং সিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ।
তত্ত্বং কথয় মে সর্বং যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি লোকসংশয়ভেদকম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ২
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্না আবয়োঃ স্মৃতিবর্জিতাঃ।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি সংসারজলধৌ জনাঃ ॥ ৩
সর্বা নার্যস্ত্বমেবাসি সর্বেঽহং পুরুষাঃ প্রিয়ে।
এতদ্বিজ্ঞানমাত্রেণ জায়তে সিদ্ধিভাজনঃ[১][সিদ্ধিভাগ্ জনঃ]॥ ৪

শ্রীদেব্যুবাচ—

সর্বজ্ঞ জগতাং নাথ সর্বলোকহিতে রত।
কেনৈতদ্দ্রুতসিদ্ধিঃ স্যাত্তন্মে ব্রূহি কুলেশ্বর ॥ ৫

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন—রজনীর [পূর্বোক্ত রজনীদেবীর] পূজা হইতেই কিরূপে দ্রুত সিদ্ধি হয়, তুমি আমাকে সেইসব কথা বল, যদি আমি তোমার প্রিয়া হইয়া থাকি। ১

শ্রীশিব বলিলেন—হে দেবি! লোকের সন্দেহনাশক তত্ত্ববাক্য শ্রবণ কর, যাহার জ্ঞানমাত্রে জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে। ২

আমাদের [হরপার্বতীর] স্মৃতিশূন্য হইয়া অজ্ঞানরূপ তিমিরাবৃত লোক-সকল সংসারসমুদ্রে ভাসিতেছে ও ডুবিতেছে অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুপ্রাপ্ত হইতেছে। ৩

হে প্রিয়ে! সকল স্ত্রী তুমিই, আর সকল পুরুষ আমি—এই জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধির পাত্র হইয়া থাকে। [এই জ্ঞানমাত্রে লোক সিদ্ধির (মুক্তির) ভাগী হয়]। ৪

১। "সিদ্ধিভাগ্ জনঃ" এইরূপ পাঠ হইতে পারে মনে করিয়া বন্ধনীর মধ্যে সেই পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশিব উবাচ—

চপলাসি বরারোহে হেমগৌরাঙ্গি পার্বতি।
সংসারভেদকং জ্ঞানং কথন্তে কথয়াম্যহম্ ॥ ৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

চপলাহং সাবহিতা মহাদেব ভবাম্যহম্।
সংসারভেদকং তত্ত্বং কথয়স্ব কৃপাং কুরু ॥ ৭

[সংসারনাশক-জ্ঞানম্]

শ্রীশিব উবাচ—

সংসারভেদকং জ্ঞানং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
প্রকাশ্যতে যদা যস্মিন্ স হি মৎসদৃশো ভবেৎ ॥ ৮
ভীত্যা যাকর্ষিতা প্রীত্যা ধনাদ্বা হীনজা তথা।
চার্বঙ্গী সস্মিতা প্রীতা যৌবনাহিতবিগ্রহা ॥ ৯
বীক্ষ্যমাণা তনুক্ষীণে প্রোক্ষণস্য চ তৎপরা।
আনীয় বীরভাবেন সুপ্রীতা চার্ঘদানতঃ ॥ ১০
বিস্তীর্ণমাসনং দত্ত্বা ভবত্যাধানতৎপরঃ।
স্বয়ং মৎসদৃশো ভূত্বা নিঃস্পৃহো বিগতস্পৃহঃ ॥ ১১

শ্রীদেবী বলিলেন—হে সর্বজ্ঞ! জগতের নাথ! সকল লোকের হিতে রত। কুলেশ্বর! কিসে দ্রুত সিদ্ধি হয়, তাহা আমাকে বল। ৫

শ্রীশিব বলিলেন—হে সুন্দরি, সুবর্ণগৌরাঙ্গি, পার্বতি। তুমি চঞ্চলা। তোমাকে কিরূপে সংসারনাশক জ্ঞানের কথা বলিব। ৬

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন—হে মহাদেব। আমি চঞ্চলা হইলেও একাগ্রমনা হইব। সংসার-নাশক তত্ত্ব আমাকে বল, আমাকে কৃপা কর। ৭

[সংসারনাশক জ্ঞান]

শ্রীশিব বলিলেন—সংসারনাশক জ্ঞান কখনও প্রকাশ করিতে নাই। এই জ্ঞান যখন যে ব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়, তখন সে ব্যক্তি আমার সদৃশ হয়। ৮

ভয় দেখাইয়া বা প্রীতির দ্বারা বা ধনের দ্বারা যে হীনজাতীয়া স্ত্রীকে আকর্ষণ [আনা] করা হয়, যে স্ত্রী সুন্দরাঙ্গী, হাস্যযুক্তা, সন্তুষ্টা, যৌবনান্বিতা, শরীরের মধ্যভাগ ক্ষীণহেতু সুদৃশ্যা, প্রোক্ষণে তৎপরা অর্থাৎ অভিষেকের যোগ্যা, সেইরূপ স্ত্রীকে বীরভাবে আনিয়া, অর্ঘ্যদান দ্বারা উত্তম প্রীতি

বিন্দুমাত্রেণ মদনসদ্মনি নিধায় চক্রম্।
বশকারী গিরীন্দ্রজাতা আজ্ঞাকরস্থ রজনীমথবা ॥ ১২
নিশীথে তু বলিং দত্ত্বা নিরুক্তবিধিনা ততঃ।
আবয়োঃ প্রীতিজনকং ধ্যাত্বা তৎপরকর্ম্মণা ॥ ১৩
ন কার্যঃ কর্মসন্দেহো ঘৃণালজ্জাবিবর্জিতঃ।
ভবত্যা ভাবমাপন্নঃ প্রকৃতিসস্মিতপ্রদঃ ॥ ১৪
উত্তরাদেব ফলং তস্মিন্ পুংসি তদ্ভাবমাগতে।
মনোজা সা তু বিজ্ঞানে ক্রমেণ পরিতোষিতা ॥ ১৫
কিং দাতাসি বরং ত্বং মে মধুতাম্বূলতর্পিতে।
অথবা স্থিরধীর্নিরীক্ষ্যমাণে তব চক্রং রতিবিগ্রহং বীর ॥ ১৬
অযুতমথবা সহস্রং শতমষ্টাধিকং জপেন্মনুম্।
স তু কার্তিকেয়বিক্রমো মত্তস্থ মম ভাবং প্রতিযাতি ॥ ১৭

সম্পাদন করিয়া, বিস্তীর্ণ আসন প্রদান করিয়া যে সাধক নিঃস্পৃহ, তৃষ্ণাশূন্য ও আমার সদৃশ শুদ্ধ হইয়া আধানে [সংস্কার বিশেষে অথবা গর্ভাধানে] তৎপর হয়। ৯-১১

মদনগৃহে বিন্দুমাত্র চক্র আধান করিয়া গিরীন্দ্রকন্যাতুল্যাকে আজ্ঞাকারীর বশীভূত [করিবে] অথবা মধ্যরাত্রে রজনীদেবীকে পূর্বকথিত বিধি অনুসারে পূজা দিয়া আমাদের [হর ও পার্বতীর] তৎপর কর্মে প্রীতিজনক ধ্যান করিয়া [অবস্থান করিবে]। উক্ত কর্মবিষয়ে সন্দেহ করিবে না, ঘৃণা ও লজ্জা বর্জিত হইবে। ঘৃণালজ্জাবর্জিত হইয়া যে পুরুষ তোমার ভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিজেকে শক্তি হইতে অভিন্ন চিন্তায় তন্ময় হয়, সে প্রকৃতির আনন্দপ্রদ হয়। এইরূপ হইলে অর্থাৎ শক্তিচিন্তায় তন্ময় হইলে সেই পুরুষ অবিলম্বে ফল প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় সেই [আকর্ষিতা] শক্তি বিজ্ঞানপূর্বক ক্রমে ক্রমে পরিতোষিতা হন। [পুরুষ] তাঁহাকে বলেন, হে মধু [মদ্য] তাম্বূলতর্পিতে! তুমি আমাকে কি বর দিবে। অথবা স্থিরচিত্ত হইয়া নিরীক্ষণ করিলে [শক্তি বলেন] হে বীর ! তোমাকে রতিবিগ্রহ চক্র [দিব] [এইখানকার শ্লোকগুলির অর্থ অস্পষ্ট মূলে যেমন সংক্ষেপে সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে, অনুবাদও সেইরূপ করা হইল]। ১২-১৬

[অনন্তর সাধক] অযুত [দশহাজার] অথবা একহাজার অথবা একশত

বিপ্রাস্তে তব মম পর্বণি নিত্যং যোগীন্দ্রো ভাবনানিপুণঃ।
কুরুতে গুরূপদিষ্টং ভুবি ভৈরবভাবমর্হতি ॥ ১৮

কথয়ামি বরারোহে শৃণু তত্ত্বং পরাৎপরম্।
কথিতং নৈব কস্মৈচিৎ যদি সংসারমিচ্ছতি ॥ ১৯

স্ত্রীপুংসোঃ সঙ্গমে সৌখ্যং জায়তে তৎপরং পদম্।
তদাবয়োশ্চ বিন্যস্তং যাভ্যাং তাভ্যাং কৃতং নহি ॥ ২০

ভাজনঃ[১] [ভাজনং] সর্ববিদ্যানাং ব্রাহ্মণঃ কামিনীগণে।
বীরাণাং জায়তে শ্রেষ্ঠো ভূবি ভূবি[২] ইবাস্পদম্ ॥ ২১

আবয়োর্মনসা প্রীতিং যঃ কুর্যাদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যোঽসৌ কালীং ভজেদ্ভক্ত্যা স এব হি ন চান্যথা ॥ ২২

আট মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে সেই সাধক কার্তিকের মত বলশালী হইয়া মত্ত [পরমানন্দে মত্ত] আমার [শিবের] ভাবপ্রাপ্ত হয়। ১৭

সেই সকল বিপ্র অর্থাৎ পূর্ণাভিষিক্তগণ তোমার ও আমার পর্বে [দুর্গাষ্টমী শিবচতুর্দশী প্রভৃতি তিথিতে] ধ্যাননিপুণ হইয়া যাঁহারা যোগীন্দ্র হন, তাঁহারা পৃথিবীতে গুরুর উপদিষ্ট কর্ম করিয়া ভৈরবভাব প্রাপ্ত হন। ১৮

হে বরারোহে! [দিব্যশরীর] পর হইতে পরতত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর। কাহাকেও [এখনও] এইতত্ত্ব এখন পর্যন্ত বলি নাই। তুমি যদি সংসার ইচ্ছা কর—তাহা হইলে, শোন। ১৯

স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমাদের [হর ও পার্বতীর] পরমপদ বলিয়া যে পুরুষ ও স্ত্রী আরোপ করে অর্থাৎ হরপার্বতীর সামরস্যরূপ পরমানন্দ বলিয়া ভাবনা করে, সেই পুরুষ ও স্ত্রীর আর কর্ম থাকে না। ২০

সেই ব্রাহ্মণ [অভিষিক্ত সাধক] সকল বিদ্যার আধার হন, স্ত্রীসমূহের মধ্যে তিনি বীরসাধকদের শ্রেষ্ঠ হইয়া পৃথিবীতে বা অন্যলোকে স্ত্রীদের আস্পদ [আশ্রয়] হন। ২১

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া মনে মনে আমাদের [হরপার্বতীর] উপর প্রীতি [ভক্তি] করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ভক্তিপূর্বক কালীকে ভজনা করে,

---

১। ভাজন শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে পুংলিঙ্গ আছে। পুংলিঙ্গটি আর্ষপ্রয়োগ বলা যায়। এইজন্য বন্ধনী মধ্যে "ভাজনং" পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

২। "ভূবি ভূবি" এইস্থলেও 'ভূ' শব্দের সপ্তমী বিভক্তির রূপ আর্ষপ্রয়োগ হিসাবে দীর্ঘ বলিতে হইবে। নতুবা 'ভুবি' এইরূপ হ্রস্ব হওয়া উচিত।

বিন্দুমাত্রেণ মদনসদ্মনি নিধায় চক্রম্ ।
বশকারী গিরীন্দ্রজাতা আজ্ঞাকরস্থ রজনীমথবা ॥ ১২
নিশীথে তু বলিং দত্ত্বা নিরুক্তবিধিনা ততঃ ।
আবয়োঃ প্রীতিজনকং ধ্যাত্বা তৎপরকর্মণা ॥ ১৩
ন কার্যঃ কর্মসন্দেহো ঘৃণালজ্জাবিবর্জিতঃ ।
ভবত্যা ভাবমাপন্নঃ প্রকৃতিসম্মিতপ্রদঃ ॥ ১৪
উত্তরাদেব ফলং তস্মিন্ পুংসি তদ্ভাবমাগতে ।
মনোজা সা তু বিজ্ঞানে ক্রমেণ পরিতোষিতা ॥ ১৫
কিং দাতাসি বরং ত্বং মে মধুতাম্বুলতর্পিতে ।
অথবা স্থিরধীর্নিরীক্ষ্যমাণে তব চক্রং রতিবিগ্রহং বীর ॥ ১৬
অযুতমথবা সহস্রং শতমষ্টাধিকং জপেন্মনুম্ ।
স তু কার্তিকেয়বিক্রমো মত্তস্থ মম ভাবং প্রতিযাতি ॥ ১৭

সম্পাদন করিয়া, বিস্তীর্ণ আসন প্রদান করিয়া যে সাধক নিঃস্পৃহ, তৃষ্ণাশূন্য ও আমার সদৃশ শুদ্ধ হইয়া আধানে [সংস্কার বিশেষে অথবা গর্ভাধানে] তৎপর হয়। ৯-১১

মদনগৃহে বিন্দুমাত্র চক্র আধান করিয়া গিরীন্দ্রকন্যাতুল্যাকে আজ্ঞাকারীর বশীভূত [করিবে] অথবা মধ্যরাত্রে রজনীদেবীকে পূর্বকথিত বিধি অনুসারে পূজা দিয়া আমাদের [হর ও পার্বতীর] তৎপর কর্মে প্রীতিজনক ধ্যান করিয়া [অবস্থান করিবে]। উক্ত কর্মবিষয়ে সন্দেহ করিবে না, ঘৃণা ও লজ্জা বর্জিত হইবে। ঘৃণালজ্জাবর্জিত হইয়া যে পুরুষ তোমার ভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিজেকে শক্তি হইতে অভিন্ন চিন্তায় তন্ময় হয়, সে প্রকৃতির আনন্দপ্রদ হয়। এইরূপ হইলে অর্থাৎ শক্তিচিন্তায় তন্ময় হইলে সেই পুরুষ অবিলম্বে ফল প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় সেই [আকর্ষিতা] শক্তি বিজ্ঞানপূর্বক ক্রমে ক্রমে পরিতোষিতা হন। [পুরুষ] তাঁহাকে বলেন, হে মধু [মদ্য] তাম্বুলতর্পিতে! তুমি আমাকে কি বর দিবে। অথবা স্থিরচিত্ত হইয়া নিরীক্ষণ করিলে [শক্তি বলেন] হে বীর! তোমাকে রতিবিগ্রহ চক্র [দিব] [এইখানকার শ্লোকগুলির অর্থ অস্পষ্ট মূলে যেমন সংক্ষেপে সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে, অনুবাদও সেইরূপ করা হইল]। ১২-১৬

[অনন্তর সাধক] অযুত [দশহাজার] অথবা একহাজার অথবা একশত

বিপ্রাস্তে তব মম পর্বণি নিত্যং যোগীন্দ্রো ভাবনানিপুণঃ।
কুরুতে গুরূপদিষ্টং ভুবি ভৈরবভাবমর্হতি ॥ ১৮
কথয়ামি বরারোহে শৃণু তত্ত্বং পরাৎপরম্।
কথিতং নৈব কস্মৈচিৎ যদি সংসারমিচ্ছতি ॥ ১৯
স্ত্রীপুংসোঃ সঙ্গমে সৌখ্যং জায়তে তৎপরং পদম্।
তদাবয়োশ্চ বিন্যস্তং যাভ্যাং তাভ্যাং কৃতং নহি ॥ ২০
ভাজনঃ[১] [ভাজনং] সর্ববিদ্যানাং ব্রাহ্মণঃ কামিনীগণে।
বীরাণাং জায়তে শ্রেষ্ঠো ভুবি ভুবি[২] ইবাস্পদম্ ॥ ২১
আবয়োর্মনসা প্রীতিং যঃ কুর্যাদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যোঽসৌ কালীং ভজেদ্ভক্ত্যা স এব হি ন চান্যথা ॥ ২২

আট মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে সেই সাধক কার্তিকের মত বলশালী হইয়া মত্ত [পরমানন্দে মত্ত] আমার [শিবের] ভাবপ্রাপ্ত হয়। ১৭

সেই সকল বিপ্র অর্থাৎ পূর্ণাভিষিক্তগণ তোমার ও আমার পর্বে [দুর্গাষ্টমী শিবচতুর্দশী প্রভৃতি তিথিতে] ধ্যাননিপুণ হইয়া যাঁহারা যোগীন্দ্র হন, তাঁহারা পৃথিবীতে গুরুর উপদিষ্ট কর্ম করিয়া ভৈরবভাব প্রাপ্ত হন। ১৮

হে বরারোহে! [দিব্যশরীর] পর হইতে পরতত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর। কাহাকেও [এখনও] এইতত্ত্ব এখন পর্যন্ত বলি নাই। তুমি যদি সংসার ইচ্ছা কর—তাহা হইলে, শোন। ১৯

স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমাদের [হর ও পার্বতীর] পরমপদ বলিয়া যে পুরুষ ও স্ত্রী আরোপ করে অর্থাৎ হরপার্বতীর সামরস্যরূপ পরমানন্দ বলিয়া ভাবনা করে, সেই পুরুষ ও স্ত্রীর আর কর্ম থাকে না। ২০

সেই ব্রাহ্মণ, [অভিষিক্ত সাধক] সকল বিদ্যার আধার হন, স্ত্রীসমূহের মধ্যে তিনি বীরসাধকদের শ্রেষ্ঠ হইয়া পৃথিবীতে বা অন্যলোকে স্ত্রীদের আস্পদ [আশ্রয়] হন। ২১

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া মনে মনে আমাদের [হরপার্বতীর] উপর প্রীতি [ভক্তি] করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ভক্তিপূর্বক কালীকে ভজনা করে,

---

১। ভাজন শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে পুংলিঙ্গ আছে। পুংলিঙ্গটি আর্ষপ্রয়োগ বলা যায়। এইজন্য বন্ধনী মধ্যে "ভাজনং" পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

২। "ভুবি ভুবি" এইস্থলেও 'ভূ' শব্দের সপ্তমী বিভক্তির রূপ আর্ষপ্রয়োগ হিসাবে দীর্ঘ বলিতে হইবে। নতুবা 'ভুবি' এইরূপ হ্রস্ব হওয়া উচিত।

যঃ করোতি সপর্যান্তে দেবি সদ্‌গুরুমার্গতঃ।
সন্দেহো নৈব কর্তব্যো যদি সংসিদ্ধিমিচ্ছতি ॥ ২৩
মনোরূপা হি সংসিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
কুলাগারে লভেৎ সিদ্ধিং দেবানামপি দুর্লভাম্ ॥ ২৪
বর্তমানে পূজনে তু যদি সন্দেহভাজনঃ।
লভতে নৈব সংসিদ্ধী[1] [সংসিদ্ধি] র্জন্মকোটি-সহস্রকৈঃ ॥ ২৫
ইতি কথিতং পরং যৎ সহসা সিদ্ধিবিধায়কং মহেশি।
জগদতিদূরং বিশেষতস্তে মৃগশাবাক্ষি বিধেহি দক্ষিণাম্ ॥ ২৬

শ্রীদেব্যুবাচ—

প্রেয়সী তব দেবেশ গিরীন্দ্রস্য চ নন্দিনী।
দক্ষিণা কীদৃশী নাথ বদতাঞ্চ বদাম্যহম্ ॥ ২৭

অন্যথা নয় অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় না হইয়া হরপার্বতীতে ভক্তি না করিয়া কালীর ভজনা প্রকৃত ভজনা হয় না। ২২

হে দেবি! যে ব্যক্তি সদ্‌গুরূপদিষ্ট মার্গে পূজার শেষে পূর্বোক্ত রহস্য তত্ত্বচিন্তা, ভক্তি প্রভৃতি করে, সে যদি সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধি হয়, এবিষয়ে সন্দেহ করিবে না। ২৩

[গুরূপদিষ্ট সাধনকারীর] মনের অভিলাষ অনুসারে সিদ্ধি হয়, এবিষয়ে সংশয় নাই। সেই ব্যক্তি কুলমন্দিরে [তন্ত্রকর্মানুষ্ঠানগৃহে] দেবতাদেরও দুর্লভ সিদ্ধিলাভ করে। ২৪

যে পূজার [পূর্বোক্তরহস্য পূজার] কথা বলা হইল সেই বর্তমান পূজাতে যে সন্দেহভাজন অর্থাৎ সন্দিগ্ধ হয়, সে সহস্রকোটি জন্মেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ২৫

হে মহেশি! সহসা সিদ্ধির বিধায়ক এই পরম সাধন বলা হইল। যে সাধন, জগতে অতিদূর অর্থাৎ জগতের অতীতপ্রায়, সেই বিশেষ সাধন তোমাকে বলা হইল। হে মৃগশাবকনয়নে! দক্ষিণা দাও। ২৬

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেবাধিপতে! আমি তোমার প্রিয়তরা গিরীন্দ্রের কন্যা। হে নাথ! দক্ষিণা কিরূপ তাহা বল, তাহা হইলে আমি বলিব অর্থাৎ দিব। ২৭

১। সংসিদ্ধিঃ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে, কিন্তু তাহা অশুদ্ধ বলিয়া "সংসিদ্ধীঃ" এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে। "সংসিদ্ধিং" এইরূপ পাঠও হইতে পারে।

এবমাকর্ণ্য দেবেশঃ সস্মিতো লোললোচনঃ।
স্বংপশ্যন্ গিরিজাং বীক্ষ্য শৃণু দেবি বরাননে॥ ২৮
অরুণমরুণতল্পং প্রান্তদেশে নিধায়,
পৃথুলকুচ-যুগলং ক্রোড়ে প্রৌঢ়মালিঙ্গনং যৎ।
সরসবদনেভ্যঃ কর্মণা যেন বক্ষ-
স্তুতন্বালিঙ্গিতা দক্ষিণাভেদসিদ্ধৌ॥ ২৯

ইতি নিরুত্তরতন্ত্রে ষষ্ঠঃ পটলঃ।

এইকথা শুনিয়া দেবাধিপতি মহাদেব ঈষদ্ধাস্যযুক্ত ও চঞ্চলনয়ন হইয়া নিজেকে এবং গিরিজাপার্বতীকে দর্শন করিয়া বলিলেন—হে দেবি! সুন্দরমুখি! শোন। ২৮

দক্ষিণাবিশেষের সিদ্ধির নিমিত্ত ঈষদ্রক্তবর্ণ কুঙ্কুমাদিযুক্ত শয্যা একপ্রান্তে স্থাপন করিয়া স্থূল স্তনযুগল নিধান করত ক্রোড়ে প্রগাঢ় যে আলিঙ্গন, সরস বদন হইতে বক্ষ ও মনোহর তনু যে কর্মের দ্বারা আলিঙ্গিত হইল—[তাহা দক্ষিণা]। ২৯

নিরুত্তরতন্ত্রে ষষ্ঠ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ পটলঃ

[অভিষেকবিধিঃ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

ভগবন্ সর্বজীবানাং সাক্ষী ত্বমসি হে প্রভো।
অভিষেকং পুরা প্রোক্তং কীদৃশং কথয় প্রভো ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

অভিষেকঞ্চ দ্বিবিধং রাজ্ঞাঞ্চ জ্ঞানিনামপি।
রাজাভিষেকং দেবেশি বৈদিকাদিক্রিয়াঞ্চরেৎ ॥ ২
জ্ঞানিনামভিষেকস্তু সর্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
কুলচক্রং ক্রমেণৈব অভিষেকং চরেৎ সুধীঃ ॥ ৩
কুলনাথং গুরুং বীক্ষ্য অভিষেকং গুরুশ্চরেৎ।
সর্বশান্তিকরং পুণ্যং সর্বরোগনিবারণম্ ॥ ৪
ধনদং কামদঞ্চৈব আয়ুর্বৃদ্ধিকরং নৃণাম্।
সর্বসৌভাগ্যজননং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৫
সর্বাশাপূরকং দেবি মন্ত্রদোষপ্রণাশনম্।
সর্বার্থসাধকং দেবি ধনবৃদ্ধিকরং পরম্ ॥ ৬

[অভিষেক বিধি]

শ্রীদেবী বলিলেন—হে প্রভো! হে ভগবন্! তুমি সকল জীবের সাক্ষী, পূর্বে অভিষেকের উল্লেখ [প্রসঙ্গক্রমে] করিয়াছিলে। সেই অভিষেক কিরূপ [এখন] বল। ১

শ্রীশিব বলিলেন—অভিষেক দুইপ্রকার। রাজাদের অভিষেক এবং জ্ঞানিগণের অভিষেক। হে দেবেশি [দেবেশ্বরি] রাজাভিষেকে বৈদিকাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। ২

জ্ঞানিগণের অভিষেক সকলতন্ত্রে গোপন করা হইয়াছে। সুধী ব্যক্তি কুলচক্র অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত চক্রানুষ্ঠানপূর্বক ক্রমে অভিষেকের আচরণ করিবে। ৩

তন্ত্রোক্তক্রিয়ায় নিপুণ ও তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ গুরু দর্শন করিয়া [তাঁহার আজ্ঞাক্রমে] অভিষেককার্যে সেই গুরুকে সৎকারপূর্বক নিয়োগ করিলে গুরুই অভিষেককার্য করিবেন। এই অভিষেক কর্ম সকলপ্রকার শান্তিকারক, পুণ্য,

অভিচারহরং সর্বং গ্রহদোষনিবারণম্ ।
ভূতাবেশাদিশমনং ডাকিনীনাং ভয়াপহম্ ॥ ৭
তেজোবৃদ্ধিকরং দেবি সর্বতীর্থফলপ্রদম্ ।
স্ত্রীগতেষ্বপি দোষেষু শরীরে মানসে তথা ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য বিষপীড়াবিনাশনম্ ॥ ৮
তেজোহ্রাসে বলে হ্রাসে বুদ্ধিহ্রাসে ধনক্ষয়ে ।
বিকারে দেশিকঃ কুর্যাদভিষেকং বিচক্ষণঃ ॥ ৯
অসৌভাগ্যে চ নারীণামভিষেকঃ প্রবর্ততে ।
পূর্ণাভিষেকী ত্বনন্যামভিষেকে [ত্বন্যোঽন্যম্] প্রবর্ততে ॥ ১০
গুরুত্বঞ্চ লভেদ্দেবি কর্মণা চাভিষেকতঃ ।
বৈষ্ণবঃ গাণপত্যশ্চ সৌরঃ শৈবঃ কুলেশ্বরি ।
অভিষেকং প্রকুর্বীত শাক্তশ্চ কুলভূষণঃ ॥ ১১

সকলরোগের নিবারক, ধনদায়ক, কামনাপরিপূরক, মানুষের আয়ুবৃদ্ধিকারক, সর্বপ্রকার সৌভাগ্যজনক, মহাপাপবিনাশক। হে দেবি! ইহা [অভিষেক] সকল আশার পরিপূরক, মন্ত্রের দোষ [ছিন্নাদিদোষ] নাশক, সকল অর্থের [ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চারি পুরুষার্থের] সাধক, অতিশয় ধনবৃদ্ধিকারক। ৪-৬

[এই অভিষেককর্ম] সমস্ত অভিচারনাশক [শত্রুর হিংসাজনক কর্ম-বিশেষকে অভিচার কর্ম বলে], গ্রহদোষের নিবারক। ভূতপ্রেতাদির আবেশ শান্তিকারক, ডাকিনীগণের ভয় দূরকারক। ৭

হে দেবি! [এই অভিষেককর্ম] তেজোবৃদ্ধিকারক, সকল তীর্থের ফল-প্রদানকারী, স্ত্রীলোকের শরীর ও মনের দোষনাশক, তক্ষক কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তির বিষ ও বিষজনিত পীড়ার নাশক। ৮

তেজের হ্রাস হইলে, বলের হ্রাস হইলে, বুদ্ধির হ্রাসে, ধনের ক্ষয়ে এবং অন্যান্য শারীরিক বা মানসিক বিকার উপস্থিত হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর দ্বারা অভিষেক করাইবেন। ৯

স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যহানি হইলে অভিষেকের অনুষ্ঠান করাইতে হয়। পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি নিজ হইতে অভিন্নরূপে স্ত্রীকে [নিজস্ত্রীকে] অভিষেক করাইতে প্রবৃত্ত হন। [পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরকে অভিষেক করান]। ১০

হে দেবি। অভিষেককর্মের দ্বারা গুরুত্ব লাভ করে [অভিষেক করিলে

মন্ত্রতন্ত্রঞ্চ সর্বেষামভিষেকাদ্ধি সিধ্যতি।
অভিষেকেণ সর্বেষামধিকারী ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥ ১২
অভিষেককৃতো বিপ্রো ব্রহ্মত্বং লভতে ধ্রুবম্ ।
অভিষেককৃতঃ ক্ষত্রী বিপ্রধর্মত্বমাগতঃ ॥ ১৩
বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং যাতি শূদ্রো বৈশ্যত্বমাগতঃ ।
অভিষেকেণ সর্বেষাং বদ্ধোঽপি বদ্ধতাং ত্যজেৎ ॥ ১৪
ব্রাহ্মণস্য সুরাপানে ব্রাহ্মণ্যং ত্যজতে ক্ষণাৎ ।
অভিষেককৃতে বিপ্রে সুরাপানং বিধীয়তে ॥ ১৫
আগমঃ পঞ্চমো বেদঃ কুলমাশ্রয় পার্বতি ।
শিবোঽপি পঞ্চমো বর্ণঃ সিদ্ধবিদ্যাং জপেদ্ যতঃ ॥ ১৬

গুরু হইতে পারে]। হে কুলেশ্বরি [কালীকুল ও শ্রীকুলের অধীশ্বরী]। বৈষ্ণব, গাণপত্য [গণেশের উপাসক], সৌর [সূর্যের উপাসক], শৈব এবং কুলভূষণ অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত কর্মানুষ্ঠায়ী শাক্তও অভিষেক করিবেন। ১১

অভিষেক হইতে সকলের তন্ত্র [তন্ত্রোক্ত সাধন] ও মন্ত্রসিদ্ধ হয়। অভিষেকের দ্বারা সকলে নিশ্চিতভাবে সকলকর্মের অধিকারী হয়। ১২

ব্রাহ্মণ অভিষেক করিলে নিশ্চিতভাবে ব্রহ্মত্ব লাভ করে। ক্ষত্রিয় অভিষেক করিলে ব্রাহ্মণের ধর্ম প্রাপ্ত হয়। ১৩

বৈশ্য অভিষেক করিলে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, শূদ্র অভিষেক করিলে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। অভিষেকের দ্বারা সকল বদ্ধ মানুষ সংসারবন্ধন পরিত্যাগ করে। ১৪

ব্রাহ্মণ যদি সুরাপান করে তাহা হইলে ক্ষণমাত্রে তাহার ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিষেক করিলে তাহার পক্ষে সুরাপানের বিধান [শাস্ত্রে] দেওয়া হয়।

[শাস্ত্রে বিধির দ্বারা নিষেধ বাধিত হয়। যেমন যজ্ঞে পশুহিংসা বিধির দ্বারা অহিংসা অর্থাৎ হিংসার অনিষ্টজনকতা বাধিত হয়। সুরাপানের নিষেধও অভিষিক্তের সুরাপান-বিধির দ্বারা বাধিত হয়]। ১৫

হে পার্বতি। আগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র পঞ্চম বেদ। তুমি কুল অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত আচার আশ্রয় কর। শিবও পঞ্চম বর্ণ [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণ], যেহেতু তিনি সিদ্ধবিদ্যার [কালী, তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা বলে] জপ করেন। ১৬

সুবর্ণত্বং পরিত্যজ্য শিবত্বং সংপ্রজায়তে।
অভিষেকং বিনা নৈব ব্রাহ্মণঃ সুপিবেৎ সুরাম্ ॥ ১৭
প্রগৃহ্য সিদ্ধবিদ্যাঞ্চ সঙ্কেতজ্ঞস্ততো ভবেৎ।
সঙ্কেতজ্ঞঃ কুলাগারে নাভিষেকং সমাচরেৎ ॥ ১৮
অভিষেককৃতো মন্ত্রী কুলপূজাং সমাচরেৎ।
কুলপূজাকৃতো মন্ত্রী পিতৃভূমিং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১৯
পিতৃভূমিকৃতং স্থানং একাকী বিহরেৎ সদা।
একাকী বিহরেদ্বীরঃ প্রান্তরে চ ত্রিপ্রান্তরে ॥ ২০
তত্র সিদ্ধিং লভেদ্দেবি দেবানামপি দুর্লভাম্।
কুলাচারং বিনা দেবি তন্ত্রমন্ত্রং ন সিধ্যতি ॥ ২১
সিদ্ধবিদ্যাকুলাগারে দ্রুতং সিধ্যতি নিশ্চিতম্।
অভিষেককৃতো বিপ্রঃ সুরাং দদ্যাদ্ যুগে যুগে ॥ ২২

সুবর্ণত্ব অর্থাৎ উত্তম বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া শিবত্ব উৎপন্ন হয়। [ব্রাহ্মণাদি উত্তমবর্ণত্বও সুবর্ণশৃঙ্খলের ন্যায় বন্ধন। এই বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া শিবত্ব প্রাপ্তিই জীবের লক্ষ্য। সেই শিবত্ব প্রাপ্তি—অভিষেক হইতে হয়—ইহাই তাৎপর্য]। অভিষেক না করিলে ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে সুরাপান করিতে পারে না। ১৭

সিদ্ধবিদ্যা গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তারপর [গুরূপদেশানুসারে] সঙ্কেতজ্ঞ [পূজাদির রহস্যজ্ঞানযুক্ত] হইবে। সঙ্কেতজ্ঞ ব্যক্তি কুলগৃহে [যেখানে তান্ত্রিক পূজাদির অনুষ্ঠান করা হয়] অভিষেকক্রিয়া করিবেন না। ১৮

অভিষেক কর্মানুষ্ঠায়ী, মন্ত্রজপকারী ব্যক্তি কুলপূজার [তন্ত্রোক্ত বিশেষ পূজার] আচরণ করিবে। কুলপূজাকারী মন্ত্রজপকারী ব্যক্তি শ্মশানকে আশ্রয় করিবে। ১৯

শ্মশানের স্থানে একাকী সর্বদা বিচরণ করিবে [সাধন করিবে]। বীর সাধক একাকী প্রান্তরে [ফাঁকা মাঠ—যেখানে অনেকদূর জল ও বৃক্ষচ্ছায়া থাকে না] এবং ত্রিপ্রান্তরে [তিনটি মাঠের সংযোগস্থলে] বিচরণ করিবে [বিচরণপূর্বক সাধন করিবে]। ২০

হে দেবি! সেই শ্মশানে দেবতাদেরও দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু কুলাচার [তান্ত্রিক পূজাদি] ব্যতীত তন্ত্র মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ২১

সুরাং পীত্বা জপেদ্ বিদ্যাং কুলাগারে বিশেষতঃ।
[বিজয়াং[১]] বিজয়া চানুকল্পঞ্চ সুরাভাবে নিবেদয়েৎ ॥ ২৩
আনন্দেন বিনা ভ্রংশো ন চ তৃপ্যন্তি দেবতাঃ।
পঞ্চমেনার্চয়েৎ কালীং কামাখ্যায়াং বিশেষতঃ॥ ২৪

[কামাখ্যায়াঃ বিশেষত্বম্ অভিষেকস্য আবশ্যকত্বঞ্চ।]

কামাখ্যায়াং বিশেষেণ কালিকা সিদ্ধিদা ভবেৎ।
কুলাচারং বিনা দেবি কালীমন্ত্রো ন সিধ্যতি ॥ ২৫
অভিষেকং বিনা দেবি কুলকর্ম করোতি যঃ।
তস্য পূজাদিকং কর্ম চাভিচারায় কল্পতে ॥ ২৬
অভিষেকং বিনা দেবি সিদ্ধবিদ্যাং দদাতি যঃ।
তাবৎ কালং বসেদ্ ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ২৭

সিদ্ধবিদ্যার কুলগৃহে [যে গৃহে কালী তারা প্রভৃতি সিদ্ধবিদ্যার পূজাদি হয়] নিশ্চিতভাবে তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ হয়। অভিষেককারী ব্রাহ্মণ প্রতিযুগে সুরা প্রদান [দেবীকে সুরা প্রদান] করেন। ২২

সুরাপান করিয়া বিদ্যা [কালীতারাদির মন্ত্র] জপ করিবে। বিশেষ কুলগৃহে সুরাপান পূর্বক বিদ্যার জপ করিবে। সুরার অভাবে অনুকল্পরূপে সিদ্ধি ও অন্যদ্রব্য নিবেদন করিবে। ২৩

জপাদিতে আনন্দ না হইলে ভ্রংশ [সাধকের সাধনে নিষ্ঠার ভ্রংশ] হয়। আর আনন্দ না পাইলে দেবতারাও তৃপ্ত হন না। পঞ্চম তত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্ব দ্বারা কালীকে বিশেষত কামাখ্যায় পূজা করিবে। ২৪

[কামাখ্যার বিশেষত্ব ও অভিষেকের আবশ্যকতা]

কালিকাদেবী কামাখ্যায় বিশেষভাবে সিদ্ধিপ্রদায়িনী হন। কিন্তু হে দেবি! কুলাচার [তান্ত্রিক বিশেষাচার] ব্যতীত কালীর মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ২৫

হে দেবি! যে ব্যক্তি অভিষেক ব্যতীত কুলকর্ম [তান্ত্রিক পূজাদি] করে, তাহার পূজাদিকর্ম অভিচারে পর্যবসিত হয়। ২৬

হে দেবি! যিনি [যে গুরু] অভিষেক ব্যতীত সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্র দেন, তিনি যতদিন চন্দ্র ও সূর্য থাকে ততদিন ঘোর নরকে বাস করেন। ২৭

১। ২৩ শ্লোকে 'বিজয়া' স্থলে 'বিজয়াং' হইবে।

ব্রহ্মত্বঞ্চ হরিত্বঞ্চ শিবত্বঞ্চ কুলেশ্বরি।
সর্বসিদ্ধীশ্বরত্বঞ্চ অভিষেকেণ জায়তে ॥ ২৮
দিব্যো বীরশ্চ দেবেশি কুলভক্তিপরায়ণঃ।
অভিষেকং চরেদ্ধীমান্ মোক্ষার্থী কুলকর্মসু ॥ ২৯
বিমুখঃ কুলধর্মেষু কুলদ্রব্যপরায়ণঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং কাকং বা পরজন্মনি ॥ ৩০
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন অভিষেকং সমাচরেৎ।
অভিষেকং চরেদ্দেবি অধিবাসপুরঃসরম্ ॥ ৩১
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কুর্যাচ্ছিবশক্তিং প্রপূজয়েৎ।
গুরুং সংপূজ্য বিধিবৎ স্বর্ণালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ৩২
ততঃ সঙ্কল্পবিধিনা গুরূণাং বরণঞ্চরেৎ।
ততঃ পূজাং চরেদ্দেব্যাঃ পঞ্চমৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৩

হে কুলেশ্বরি! অভিষেকের দ্বারা ব্রহ্মত্ব [ব্রহ্মার ভাব], বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব এবং সর্বসিদ্ধির ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয়। ২৮

হে দেবাধীশ্বরি! বুদ্ধিমান্ দিব্যভাবের সাধক এবং বীরভাবের সাধক; মোক্ষার্থী হইয়া তান্ত্রিকপূজাদির প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া কুলকর্মনিমিত্ত অভিষেকের অনুষ্ঠান করিবেন। ২৯

যে ব্যক্তি কুলদ্রব্য সংগ্রহপরায়ণ হইয়া কুলধর্মে [তান্ত্রিক আচারে] বিমুখ হয়, সে ঘোর নরকপ্রাপ্ত হয় বা পরজন্মে কাক হইয়া জন্মায়। ৩০

সুতরাং সর্বপ্রযত্নে অভিষেকের আচরণ করিবে। হে দেবি! অধিবাসকর্ম পূর্বে করিয়া তারপর অভিষেককর্ম করিবে। ৩১

[প্রথমে] বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ [আভ্যুদয়িক, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ] করিবে, তারপর শিব ও শক্তির পূজা করিবে। বিধিপূর্বক স্বর্ণালঙ্কারাদিভূষণের দ্বারা গুরুর পূজা করিবে। ৩২

তারপর সঙ্কল্পবিধি অনুসারে গুরুদের বরণ করিবে। তারপর পূজা করিবে। তারপর দেবীর পূজা করিবে। গুরু, দেবী (ইষ্টদেবী), শিব ও শক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চম তত্ত্বের দ্বারা পূজা করিবে। ৩৩

প্রণম্য সদ্‌গুরুং দেবদেবীঞ্চ[১] সাধকেশ্বরঃ।
গুরুপূজাং বিধায়াথ দেব্যা ধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৩৪
অভিষেকং বিধায়াথ শুচৌ দেশে চ দেশিকঃ।
শূন্যাগারে নদীতীরে বিল্বমূলে ত্রিপ্রান্তরে ॥ ৩৫
মহাত্রিপান্তরে [ত্রিপ্রহরান্তরে] বাপি নির্জনে পিতৃকাননে।
গ্রামে পাতালকে বাপি পর্বতে তটিনীতটে।
দেবতায়তনে বাপি স্থানঞ্চ পরিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৬

ইতি নিরুত্তরতন্ত্রে সপ্তমঃ পটলঃ।

সাধকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সদ্‌গুরু ও দেবদেবীর প্রণাম করিয়া অনন্তর গুরুপূজা-পূর্বক দেবীর ধ্যানপরায়ণ হইবে। ৩৪

অনন্তর আচার্য [গুরু] অভিষেক বিধানের জন্য শুদ্ধদেশে, শূন্যগৃহে, নদী-তীরে, বিল্বমূলে, ত্রিপ্রান্তরে [তিন মাঠের সম্বন্ধযুক্ত স্থলে] মহাত্রিপান্তরে [বিশাল ত্রিপান্তরে] বা নির্জন শ্মশানে, গ্রামে, মৃত্তিকার নিম্নে গর্তসদৃশ স্থলে অথবা নদীতীরস্থ পর্বতে অথবা দেবতার আয়তনে [দেবমন্দির বা দেবভূমিতে] স্থানের চিন্তা [স্থান নির্দিষ্ট] করিবেন। ৩৬

নিরুত্তরতন্ত্রের সপ্তম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। "প্রণম্য সদ্‌গুরুং দেবং দেবীঞ্চ সাধকেশ্বরঃ" এইরূপ পাঠই শুদ্ধ।

অষ্টমঃ পটলঃ

[ঘটস্থাপনম্]

শ্রীশিব উবাচ—

শিবশক্তিঞ্চ সংপূজ্য স্থাপয়েদ্ ঘটমুত্তমম্ ।
নাতিহ্রস্বং নাতিদীর্ঘং স্বর্ণরৌপ্যবিনির্মিতম্ ॥ ১
বিশেষার্ঘ্যস্থ মন্ত্রে [[1]যন্ত্রে] বা ত্রিকোণে বাপি বিন্যসেৎ ।
কামবীজেন সংপ্রোক্ষ্য বাগ্‌ভবেনৈব তাড়য়েৎ ॥ ২
শক্ত্যাধারে সমারোপ্য মায়য়া পূরণং জলৈঃ ।
মন্ত্রেণানেন তীর্থানি দেশিকস্তু প্রবিন্যসেৎ ॥ ৩
ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ ।
সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদাঃ নদাঃ ॥ ৪
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূষিতাঃ ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্ ॥ ৫
শ্রীবীজেন প্রজপ্তেন পল্লবং প্রতিপাদয়েৎ ।
কূর্চেন ফলদানং স্যাৎ স্ত্রীবীজেন স্থিরাচরেৎ ॥ ৬

[ঘটস্থাপন]

শ্রীশিব বলিলেন—শিব ও শক্তির পূজা করিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত নাতি-হ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ উত্তম ঘট স্থাপন করিবে। ১

বিশেষার্ঘ্যের মন্ত্রে [বিশেষার্ঘ্যের যন্ত্রে অর্থাৎ ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুষ্কোণ-মণ্ডলে] অথবা ত্রিকোণ যন্ত্রের উপর সেই ঘট স্থাপন করিবে। কামবীজের [ক্লীঁ] দ্বারা ঘট প্রোক্ষণ করিয়া বাগ্‌ভবমন্ত্রের [ঐঁ] দ্বারা তাড়ন করিবে। ২

শক্তির [হ্রীঁ] দ্বারা ঘটকে আধারে বসাইয়া মায়ার [হ্রীঁ] দ্বারা জলে পূরণ করিবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা আচার্য [গুরু] ঘটে তীর্থসকল আবাহন করিবে। ৩

গঙ্গা প্রভৃতি সকল নদী, সমুদ্র সকল, সরোবর সকল, সপ্ত সমুদ্র, সরিৎ [নদী] সকল, স্রোতজল, মেঘসকল, নদসকল, পুণ্য হ্রদসমূহ, প্রস্রবণ [ঝরণা] সকল, স্বর্গ, পাতাল, সমস্ত পুণ্য তীর্থ ঘটে সন্নিধান করুন্ [সন্নিহিত হউন্]। ৪-৫

১। "বিশেষার্ঘ্যস্থ মন্ত্রে" এই স্থলে "বিশেষার্ঘ্যস্থ যন্ত্রে" এইরূপ পাঠ হইলেই অর্থসঙ্গতি হয়, এই জন্য বন্ধনীমধ্যে সেইরূপ পাঠ দেওয়া হইল।

সিন্দুরং বহ্নিবীজেন পুষ্পং প্রেতেন বিন্যসেৎ
মূলেন প্রণবেনাপি দূর্বাং দত্বাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৭
হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ কুর্যাদ্দর্ভেণ তাড়নম্ ।
বিচিন্ত্য দেবীং পীঠঞ্চ তত্রাবাহ্য প্রপূজয়েৎ ॥ ৮
অনেনৈব বিধানেন সর্বকর্মসু সুন্দরি ।
ঘটং স্থাপ্য যজেদ্দেবি ষট্কর্মসু বিশেষতঃ ॥ ৯
মহাপূজাং চরেদ্ধীমান্ ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ।
গুরূণাঞ্চ মহাপূজা শক্তীনাঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ১০
তৎপশ্চাৎ সাধকানাঞ্চ কুর্যাচ্চ পরিপূজনম্ ।
কুমারীভ্যো বলিং দত্ত্বা কুলজাভ্যো বিশেষতঃ ॥ ১১
অভিষেকং ততো দেবি কুর্যাচ্চ গুরুমার্গতঃ ।
স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রমুচ্চারণৈঃ সহ ॥ ১২

শ্রীবীজ [শ্রীঁ] বীজ জপ করিয়া পল্লব স্পর্শ করিবে। কূর্চের [হূঁ] দ্বারা ফল শোধন করিবে। স্ত্রীবীজের [স্ত্রীঁ] দ্বারা ঘটকে স্থিরীকরণ করিবে। ৬

বহ্নিবীজের [রং] দ্বারা সিন্দূর দিবে ; প্রেতের [যং] দ্বারা পুষ্প বিন্যাস করিবে। মূলমন্ত্র [যে দেবতার যাহা মূল—ক্রীঁ, হ্রীঁ ইত্যাদি] ও প্রণবের [ওঁ] দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তি দূর্বা দিবে। ৭

'হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে কুশের দ্বারা তাড়ন করিবে। তারপর পীঠ ও দেবীর চিন্তা করিয়া সেই পীঠে দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। ৮

হে সুন্দরি! এই রীতিতেই সকল কর্মে ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। হে দেবি! বিশেষত ষট্কর্মে [মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, বিদ্বেষণ, শান্তি ও পুষ্টি এই ষট্‌কর্মে] এই রীতিতে ঘটস্থাপনপূর্বক পূজা করিবে। ৯

ধীমান্ ব্যক্তি ষোড়শোপচারে মহাপূজার অনুষ্ঠান করিবেন। প্রথমে গুরুগণের মহাপূজা, তারপর শক্তিগণের, তারপর সাধকগণের পূজা করিবে। কুমারীগণকে বিশেষত সৎকুলজাতা কুমারীগণকে বলি [পূজা উপহার] দিয়া গুরূপদিষ্ট রীতিতে অভিষেক করিবে। স্বতন্ত্রোক্ত বিধিতে [যাহার যে তন্ত্র গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সাধনমার্গের সাধক সেই তন্ত্র অনুসারে] মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অভিষেক করিবে। ১০-১২

চালয়েৎ তু ঘটং মন্ত্রী মন্ত্রেণানেন দেশিকঃ।
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস সেবিতোঽশেষসিদ্ধিদঃ ॥ ১৩
সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন পূরয়ামি মনোরথম্।
ঈশানেন্দুস্মরক্ষৌণী তদন্তে ভুবনেশ্বরী ॥ ১৪
মন্ত্রেণানেন বাদ্যানাং নির্ঘোষৈশ্চানয়েদ্ ঘটম্।
অভিষিঞ্চেদ্ গুরুঃ শিষ্যং যজমানং পুরোহিতঃ ॥ ১৫
সিঞ্চেদ্দুষ্টগ্রহেঽশ্বত্থৈঃ পল্লবৈর্ভূতসঙ্গমে।
সিঞ্চেদৌডুম্বরৈর্মন্ত্রদোষে চ করবীরজৈঃ ॥ ১৬
যশোধনায় তেজস্বী ফলকামে চ ভূতকৈঃ।
তুলসীমঞ্জরীভিশ্চ সর্বপাপক্ষয়ার্থিভিঃ ॥ ১৭
সর্বতীর্থফলাবাপ্তেঃ শাক্তানাং বিল্বসম্ভবৈঃ।
অভিচারে নারসিংহৈরভিষেকং প্রচক্ষ্যতে ॥ ১৮
কুর্যাদ্ দর্ভেষু গর্ভেষু দোষেষু স্ত্রীকৃতেষু চ।
অসৌভাগ্যেন নারীণাং দূর্বাভিঃ সেচনং চরেৎ ॥ ১৯

নিম্নোক্তমন্ত্রে—মন্ত্রবান্ গুরু ঘট চালনা [ঘটকে উঠান] করিবেন। হে ব্রহ্মকলস। তুমি সেবিত, অশেষ সিদ্ধিপ্রদানকারী তুমি, ওঠ। ১৩

সর্বতীর্থজলপূর্ণ ঘটের দ্বারা মনোরথ [অভিলাষ] পূরণ করি। ঈশান [হৌ] ইন্দু [ঁ] স্মর [ক] ক্ষৌণী [ল] অবশেষে ভুবনেশ্বরী অর্থাৎ "হৌঁ ক্লীঁ ভুবনেশ্বরী" এই মন্ত্রের দ্বারা বাদ্য বাজাইয়া ঘট আনিবে [ঘট উত্তোলন করিবে]। তারপর গুরু পুরোহিত [এখানে গুরু স্বয়ংই পুরোহিত] যজমান্ শিষ্যকে অভিষেক করিবেন। ১৪-১৫

দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হইলে অশ্বত্থ পল্লবের দ্বারা অভিষেক করিবে, ভূতাবেশে ঔডুম্বর শাখার দ্বারা, মন্ত্রদোষে করবীর পল্লবের দ্বারা, যশ উৎপাদনের জন্য তেজস্বিপত্রের দ্বারা, ফলকামনার জন্য অপরাজিতালতার দ্বারা এবং সকল পাপক্ষয়ের জন্য তুলসীর মঞ্জরী দ্বারা অভিষেক করিবে। ১৬-১৭

বিল্বশাখার দ্বারা অভিষেকে শাক্তগণের সকল তীর্থের ফলপ্রাপ্তি হয়। অভিচারকর্মে নারসিংহ শাখার দ্বারা অভিষেকের কথা বলা হয়। ১৮

স্ত্রীকৃত দোষে কুশগর্ভের দ্বারা অভিষেক করিবে। স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য-নাশে দূর্বার দ্বারা অভিষেক করিবে। ১৯

অথবা সর্বকার্যেষু সিদ্ধার্থৈর্দূর্বয়া চূতপল্লবৈঃ।
অস্যাভিষেকস্য দক্ষিণামূর্তিঃ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শক্তির্দেবতা
সর্বসঙ্কল্পসিদ্ধ্যর্থে বিনিযোগঃ ॥ ২০

[অভিষেকমন্ত্রঃ]

ওঁ রাজরাজেশ্বরী শক্তি র্ভৈরবী কালভৈরবী।
শ্মশানভৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দভৈরবী ॥ ২১
ত্রিপুটা ত্রিপুরাদেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্রিপুরমালিকা ॥ ২২
ত্রিপুরানন্দিনী দেবী তত্রৈব [তথৈব] ত্রিপুরাতনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ২৩
ছিন্নমস্তা মহাদেবী তথা চৈকজটেশ্বরী।
তারা চ জয়দুর্গা চ শূলিনী ভুবনেশ্বরী ॥ ২৪
হরিতাখ্যা মহাদেবী তথা চ রতিঘণ্টিকা।
নিত্যা চ নিত্যরূপা চ বজ্রপ্রস্তারিণী তথা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ২৫

অথবা, সমস্ত কার্যেই আতপতণ্ডুল, দূর্বা ও অশ্বত্থপল্লবের দ্বারা অভিষেক করিবে। [ঋষ্যাদিন্যাস] এই অভিষেকের ঋষি দক্ষিণামূর্তি [গুরুমূর্তি], ছন্দ অনুষ্টপ্, দেবতা শক্তি, সমস্ত সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য অভিষেকের বিনিয়োগ [প্রয়োগ করা হইতেছে] করা হইতেছে। ২০

[অভিষেক মন্ত্র]

রাজরাজেশ্বরী শক্তি, ভৈরবী, কালভৈরবী, শ্মশানভৈরবীদেবী, ত্রিপুরানন্দ-ভৈরবী, ত্রিপুটা, ত্রিপুরাদেবী, [এবং] ত্রিপুরসুন্দরী, ত্রিপুরেশী মহাদেবী, [এবং] ত্রিপুরমালিকা, ত্রিপুরানন্দিনী দেবী, [এবং] ত্রিপুরাতনী, ইঁহারা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে [শিষ্যকে] অভিষিক্ত করুন। ২১-২৩

মহাদেবী ছিন্নমস্তা, [ও] একজটেশ্বরী [ধূমাবতী], তারা, জয়দুর্গা, শূলিনী, ভুবনেশ্বরী, হরিতানামক মহাদেবী, [এবং] রতি-ঘণ্টিকা, নিত্যা, নিত্যরূপা [ও] বজ্রপ্রস্তারিণী—ইঁহারা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ২৪-২৫

অশ্বারূঢ়া মহাদেবী তথা মহিষমর্দিনী।
দুর্গা চ নবদুর্গা চ শ্রীদুর্গা ভগমালিনী॥ ২৬
তথা ভগন্দরী দেবী ভগক্লিন্না তথা পরা।
সর্বচক্রেশ্বরী দেবী তথা দক্ষিণকালিকা
এতস্ত্বামমভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ২৭
ক্ষেমঙ্করী মহাকালী চানিরুদ্ধা সরস্বতী।
মাতঙ্গী চান্নপূর্ণা চ রাজরাজেশ্বরী তথা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ২৮
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ২৯
উগ্রদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রা সুদংষ্ট্রা তু কপালিনী।
ভীমনেত্রা বিশালাক্ষী মঙ্গলা বিজয়া জয়া।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৩০
মঙ্গলা নন্দিনী ভদ্রা লক্ষ্মীঃ কীর্তি র্যশস্বিনী।
পুষ্টির্মেধা শিবা সাধ্বী যশঃশোভা জয়া ধৃতিঃ।
আনন্দা চ সুনন্দা চ নন্দিন্যানন্দপূজিতা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৩১

অশ্বারূঢ়া মহাদেবী, মহিষমর্দিনী, দুর্গা, নবদুর্গা, শ্রীদুর্গা, ভগমালিনী [এবং] ভগন্দরীদেবী, [এবং] অপরা ভগক্লিন্না, সর্বচক্রেশ্বরী দেবী, [এবং] দক্ষিণ-কালিকা—ইঁহারা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ২৬-২৭

ক্ষেমঙ্করী, মহাকালী, অনিরুদ্ধা সরস্বতী, মাতঙ্গী অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরী ইঁহারা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ২৮

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা—ইঁহারা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ২৯

উগ্রদংষ্ট্রা, মহাদংষ্ট্রা, সুদংষ্ট্রা, কপালিনী, ভীমনেত্রা, বিশালাক্ষী, মঙ্গলা, বিজয়া, জয়া—ইঁহারা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৩০

মঙ্গলা, নন্দিনী, ভদ্রা, লক্ষ্মী, কীর্তি, যশস্বিনী, পুষ্টি, মেধা, শিবা, সাধ্বী,

বিজয়া মঙ্গলা ভদ্রা স্মৃতিঃ শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
সিদ্ধিস্তুষ্টী রমা পুষ্টিঃ শ্রীঃ সিদ্ধিশ্চ রতিস্তথা ॥ ৩২
দীপ্তা কান্তি র্যশো লক্ষ্মীরীশ্বরী বুদ্ধিরেব চ।
শক্রী মায়া রতির্ব্রাহ্মী জয়ন্তী চাপরাজিতা ॥ ৩৩
অজিতা মানবী শ্বেতা প্রীতিস্ত্বদিতিরেব চ।
মায়া চৈব মহামায়া মোহিনী ক্ষোভিণী তথা ॥ ৩৪
কমলা বিমলা গৌরী লাবণ্যাম্বুধিস্সুন্দরী।
দুর্গা ক্রিয়ারুন্ধতী চ তথৈব বিগ্রহাত্মিকা ॥ ৩৫
চর্চিকা চাপরা জ্ঞেয়া তথৈব সুরপূজিতা।
বৈবস্বতী চ কৌমারী তথা মহেশ্বরী পরা ॥ ৩৬
বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কার্তিকীঃ কৌশিকী তথা।
শিবদূতী চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালাবিভূষিতা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৩৭
ইন্দ্রো বহ্নির্যমশ্চৈব নৈর্ঋতো বরুণস্তথা।
পবনো ধনদেশানৌ ব্রহ্মানন্তো দিগীশ্বরাঃ ॥ ৩৮
সম্বৎসরাশ্চায়নে চ মাসপক্ষদিনানি চ।
তিথয়শ্চাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৩৯

যশঃশোভা, জয়া, ধৃতি, আনন্দা, সুনন্দা, আনন্দপূজিতা নন্দিনী—ইঁহারা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৩১

বিজয়া, মঙ্গলা, ভদ্রা, স্মৃতি, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, সিদ্ধি, তুষ্টি, রমা, পুষ্টি, শ্রী, সিদ্ধি, রতি, দীপ্তা, কান্তি, যশোলক্ষ্মী, ঈশ্বরী, বুদ্ধি, শক্রা, মায়া, মহামায়া, মোহিনী, ক্ষোভিণী, কমলা, বিমলা, গৌরী, লাবণ্যাম্বুধি সুন্দরী, দুর্গা, ক্রিয়া, অরুন্ধতী, বিগ্রহাত্মিকা, অপরা চর্চিকাকে জানিবে, সুরপূজিতা ও জ্ঞেয়া, বৈবস্বতী, কৌমারী এবং পরা মহেশ্বরী জ্ঞেয়। ৩২-৩৬

মহালক্ষ্মী বৈষ্ণবী, কার্তিকী, কৌশিকী, শিবদূতী চামুণ্ডা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা —ইঁহারা মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৩৭

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, পবন, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত এইসকল দিগধিপতি, সম্বৎসর, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, মাস, পক্ষ, দিন, তিথি—ইঁহারা তোমাকে মন্ত্রপূত জলে অভিষিক্ত করুন। ৩৮-৩৯

রবিঃ সোমঃ কুজঃ সৌম্যো গুরুঃ শুক্রঃ শনৈশ্চরঃ ।
রাহুঃ কেতুশ্চ সততমভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ ॥ ৪০
নক্ষত্রং করণং যোগোঽমৃতসিদ্ধিস্ততঃ পরম্ ।
দগ্ধং পাপং তথা ভদ্রা যোগো বারাঃ ক্ষণাস্তথা ॥ ৪১
বারবেলা কালবেলা দণ্ডা রাশ্যাদয়স্তথা ।
অভিষিঞ্চন্তু সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৪২
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্তসংজ্ঞকঃ ।
কপালী ভীষণাখ্যশ্চ সংহারোঽষ্টৌ চ ভৈরবাঃ ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৪৩
ডাকিনীপুত্রিকা চৈব রাকিনীপুত্রিকা তথা ।
ততশ্চ রঙ্কিণীপুত্রী দেবীপুত্রী ততঃ পরম্ ॥ ৪৪
মাতৃণাঞ্চ তথা পুত্রী চোর্দ্ধ্বমুখ্যাঃ সুতাশ্চ যাঃ ।
অধোমুখ্যাঃ সুতাশ্চৈব ব্যালমুখ্যাঃ সুতাঃ পরাঃ ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৪৫
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৪৬

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু—এইসকল গ্রহ তোমাকে অভিষিক্ত করুন । ৪০

নক্ষত্র, করণ, যোগ, অমৃতসিদ্ধি, তারপর মাসদগ্ধা, চন্দ্রদগ্ধা, দিনদগ্ধা, মহাদগ্ধা, পাপযোগ, ভদ্রা, যোগ, বার এবং ক্ষণ, বারবেলা, কালবেলা, দণ্ড ও রাশি প্রভৃতি মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৪১-৪২

অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার নামক অষ্ট ভৈরব—ইঁহারা তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৪৩

ডাকিনীপুত্রিকা, রাকিনীপুত্রিকা, রঙ্কিনীপুত্রী, দেবীপুত্রী, মাতৃগণের [ষোড়শ মাতৃগণের] পুত্রী, উৰ্দ্ধমুখী যে সকল কন্যা, অধোমুখী কন্যাসকল, ব্যালমুখী কন্যাসকল—ইঁহারা সকলে তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৪৪-৪৫

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব—ইঁহারা তোমাকে মন্ত্রপূত জলে অভিষিক্ত করুন । ৪৬

পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চৈব বিকারাশ্চৈব ষোড়শ।
আত্মা পরাত্মা জীবাত্মা জ্ঞানাত্মা পরমাত্মনঃ ॥ ৪৭
আত্মানশ্চাত্মনশ্চৈব স্থূলসূক্ষ্মাশ্চ চ যে পরে।
এতে ত্বামাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৪৮
বেদাদিবীজং হুঁ বীজং স্ত্রীবীজং তন্নিকেতনম্।
শক্তিবীজং রমাবীজং সুধাবীজঞ্চ কেবলম্ ॥ ৪৯
চিন্তারত্নং মহাবীজং নারসিংহঞ্চ তারকম্।
মার্তণ্ডভৈরবং দৌর্গবীজং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ৫০
গাণপত্যঞ্চ বারাহং কালীবীজং ভয়াপহম্।
ত্বামেবাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৫১
বহ্নিশ্চ বহ্নিজায়া চ বষট্ কূর্চমতঃ পরম্।
বৌষট্কারস্তু ফট্কারমভিষিঞ্চন্তু সর্বদা ॥ ৫২
নশ্যন্তু প্রেতকুষ্মাণ্ডা রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
পিশাচগুহ্যকা ভূতা অভিষেকেণ তর্পিতাঃ ॥ ৫৩
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ পাপানি সুমহান্তি চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেণ তারাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ৫৪

পুরুষ, প্রকৃতি, ষোল বিকার [একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ স্থূলভূত] আত্মা, পরাত্মা, জীবাত্মা, জ্ঞানাত্মা, পরমাত্মা আত্মার আত্মসকল, স্থূল ও সূক্ষ্ম যে সকল অপর আত্মা [স্থূল সূক্ষ্ম শরীর] ইঁহারা সকলে তোমাকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ৪৭-৪৮

বেদাদিবীজ [ওঁ] হুঁ বীজ, স্ত্রী বীজ [স্ত্রীঁ] ইহাদের আশ্রয়, শক্তিবীজ [হ্রীঁ], রমাবীজ [শ্রীঁ], সুধাবীজ [হ্রীঁ], চিন্তারত্নরূপ মহাবীজ, তারক নারসিংহ বীজ [হ্রীঁ], মার্তণ্ডভৈরব বীজ, দুর্গাবীজ [দুং], শ্রীপুরুষোত্তম বীজ, গণপতির বীজ [গং], বরাহবীজ [ওঁ], ভয়নিবারক কালীবীজ [ক্রীঁ]—ইঁহারা মন্ত্রপূত জলে তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৪৯-৫১

বহ্নি, বহ্নিজায়া [স্বাহা] বষট্, কূর্চ [হূঁ] বৌষট্কার ফট্কার—ইঁহারা তোমাকে সর্বদা অভিষিক্ত করুন। ৫২

অভিষেকের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া প্রেত [অপদেবতা সকল] কুষ্মাণ্ড, রাক্ষস, দানব, পিশাচ, গুহ্যক, ভূত—ইহারা অদৃশ্য হউক। ৫৩

রোগাঃ শোকাশ্চ দারিদ্র্যং দৌর্বল্যং চিত্তবিভ্রমঃ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন মন্মথেন চ তাড়িতাঃ ॥ ৫৫
তেজোহ্রাসো বুদ্ধিহ্রাসঃ শক্তিহ্রাসস্তথৈব চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেণ শক্তিবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ৫৬
নিরামিষা মহারোগা ডাকিন্যো মাতরস্তথা।
ঘোরাভিচারাঃ ক্রূরাশ্চ গ্রহনাগাস্তথৈব চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ৫৭
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
পূর্ণাভিষেকে শাক্তানাং পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥ ৫৮
এবমাসিঞ্চ্য শিষ্যন্তু পুনঃ পূজাং সমারভেৎ।
শিষ্যোঽপি তত্র সংপূজ্য গুরবে দক্ষিণাং দদেৎ ॥ ৫৯
গোভূমিঃ স্বর্ণরূপ্যঞ্চ নানারত্নানি পার্বতি।
সর্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বাপি দক্ষিণা ॥ ৬০

অভিষেকে তারা বীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, মহাপাপ-সকল অদৃশ্য হউক। ৫৪

অভিষেকে মন্মথের দ্বারা তাড়িত হইয়া রোগ, শোক, দারিদ্র্য, দৌর্বল্য, চিত্তবিভ্রম অদৃশ্য হউক। ৫৫

অভিষেকে শক্তিবীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া তেজোহ্রাস, বুদ্ধিহ্রাস, শক্তি-হ্রাস—ইহারা অদৃশ্য হউক। ৫৬

নিরামিষ নামক মহারোগসকল, ডাকিনীসকল, মাতৃসমূহ, ঘোর অভিচার-সমূহ, ক্রূর গ্রহ ও নাগসকল—অভিষেকে কালীবীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া, অদৃশ্য হউক। ৫৭

পূর্ণাভিষেকে শাক্তগণের বিপদসকল নষ্ট হউক, সম্পৎসকল সুস্থির হউক মনোরথ পূর্ণ হউক। ৫৮

এইভাবে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া [গুরু] পুনরায় পূজা করিবেন। শিষ্যও সেখানে পূজা করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবে। ৫৯

হে পার্বতি। গরু, ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য, নানারত্ন, সর্বসম্পত্তি বা তার অর্দ্ধেক বা তার অর্দ্ধেক দক্ষিণা হইবে। ৬০

শ্রীবিদ্যাং সিদ্ধকালীঞ্চ তারাং বা মহিষমর্দিনীম্ ।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় প্রদদ্যাদ্দেশিকঃ স্বয়ম্ ॥ ৬১
শ্রীবিদ্যাং কালিকাং তারাং যো জপেৎ পরমেশ্বরীম্ ।
তস্মৈ নৈব প্রদাতব্যং আসাং মন্ত্রং বিনা প্রিয়ে ॥ ৬২
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ ততশ্চ পরিকল্পয়েৎ ।
ত্রৈলোক্যযোষিতাং নাথ কিং করোমি বদস্ব মে ॥ ৬৩

শ্রীগুরুরুবাচ—

কুলাচারঞ্চ ভো বৎস সুগোপ্যং কুরু সর্বতঃ ।
স্বশক্তিং কৌলিকীং কৃত্বা তত্র পূজাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬৪
সিদ্ধমন্ত্রী যজেচ্ছক্তিং কায়েন মনসাপি বা ।
পরযোষাং বিশেষেণ সিদ্ধমন্ত্রী প্রপূজয়েৎ ॥ ৬৫
এতানি কুলকর্মাণি গুরুভিরুদিতানি চ ।
যাবন্নৈব সিদ্ধমন্ত্রী তাবচ্চ স্বকুলং ব্রজেৎ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতীশিব-সংবাদে অষ্টমঃ পটলঃ ।

গুরু স্বয়ং ভক্তিযুক্ত শিষ্যকে শ্রীবিদ্যা, সিদ্ধকালী, তারা বা মহিষমর্দিনীর মন্ত্র দিবেন । ৬১

হে প্রিয়ে ! যে ব্যক্তি শ্রীবিদ্যা, কালিকা, বা পরমেশ্বরী তারার জপ করে তাহাকে ইহাদের [ঐ শ্রীবিদ্যা প্রভৃতির] মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র দিবে না । ৬৩

[শিষ্য] ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তারপর কল্পনা [চিন্তা] করিবে। হে ত্রৈলোক্য-স্ত্রীগণের নাথ ! তারপর কি করিব বলুন । ৬৩

শ্রীগুরু বলিলেন, বৎস ! এই কুলাচার [তান্ত্রিক পূজাভিষেকাদি] সর্ব-প্রকারে সুগোপন করিবে । নিজের শক্তিকে [পরিণীতা স্ত্রীকে] কৌলিকী [তন্ত্রাচারসম্পন্না] করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে । ৬৪

মন্ত্রসিদ্ধ সাধক অথবা গুরু হইতে পূর্ণাভিষিক্ত সাধক, কায়মনে শক্তির পূজা করিবে । অভিষিক্ত সাধক বিশেষত পরস্ত্রীকে পূজা করিবে । ৬৫

গুরুর উপদিষ্ট এই কুলকর্মসকল [তান্ত্রিক পূজাদি] যতদিন সাধক মন্ত্র-সিদ্ধ না হন ততদিন নিজকুল [গুরূপদিষ্ট কালী প্রভৃতির সাধন] আচরণ করিবে অর্থাৎ নিজকুলেরই অনুষ্ঠান করিবে । ৬৬

নিরুত্তরতন্ত্রের অষ্টম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ।

নবমঃ পটলঃ

দেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সর্বসিদ্ধীশ্বর প্রভো।
সিদ্ধমন্ত্রী ভবেৎ কেন কর্মণা বদ মে প্রভো॥ ১

শিব উবাচ—

আনীয় মঙ্গলং রম্যং কুলভক্তং কুলার্চনে।
স্বচক্রং বিবিধং কৃত্বা শক্তিভালে লিখেৎ ততঃ॥ ২
তত্র কামকলাং দেবীং বীরকোণে লিখেৎ প্রিয়ে।
তন্মধ্যে দেবমন্ত্রঞ্চ বিহিতং কামলাঞ্ছিতম্॥ ৩
তত্র দেবীং সমাবাহ্য ধ্যাত্বা তত্র প্রপূজয়েৎ।
ততো লক্ষঞ্চ সংজপ্য স্থিরধীঃ কুলসাধকঃ॥ ৪
ততস্তচ্ছক্তিকর্ণে চ ঋষিচ্ছন্দঃসমন্বিতম্।
মূলমন্ত্রং ত্রিধাবৃত্ত্যা কথয়েদ্বামকর্ণকে॥ ৫
অদ্য প্রভৃতি শক্তিস্ত্বং কুলদেবার্চনং চর।
গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় ঘৃণালজ্জাবিবর্জিতা॥ ৬

দেবী [পার্বতী] বলিলেন—হে দেবদেব! মহাদেব! সর্বসিদ্ধীশ্বর! প্রভো! কোন কর্মের দ্বারা সাধক সিদ্ধমন্ত্রী হয়, তাহা আমাকে বলুন। ১

শিব বলিলেন—কুলপূজায় মঙ্গল, সুন্দর, কুলভক্তকে [তন্ত্রকর্মে রুচি-সম্পন্নকে] আনিয়া, নানাপ্রকার নিজ চক্র [নিজ গুরূপদিষ্ট চক্র] করিয়া তারপর শক্তির [স্ত্রীর] কপালে লিখিবে। ২

হে প্রিয়ে! ঈশান কোণে কামকলাদেবীর চিত্র অঙ্কিত করিবে। তাহার মধ্যে কামচিহ্নিত দেবমন্ত্র লিখিবে। ৩

সেইখানে দেবীকে আবাহন করিয়া ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। তারপর কুলসাধক [তান্ত্রিক সাধক] স্থিরচিত্তে একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ৪

তারপর শক্তির [স্ত্রীর] বামকর্ণে ঋষিছন্দঃ সমন্বিত তিন বার কুলমন্ত্র [গুরূপদিষ্ট তান্ত্রিকমন্ত্র] বলিবে॥ ৫

আজ হইতে শক্তি তুমি গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ঘৃণালজ্জা বর্জিতা হইয়া কুলদেবতার অর্চনা কর। ৬

শিবোক্তবিধিনা দেব করিষ্যামি কুলার্চনম্ ।
ত্রাহি নাথ কুলাচার-কামিনীকামনায়ক ॥ ৭

[সিদ্ধমন্ত্রবিধিঃ]

ত্বৎপদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মে কুলবর্ত্মনি ।
গতে চ প্রথমে যামে স্বকুলং কুলিকোপরি ॥ ৮
বামভাগে সমাসীনং রক্তবস্ত্রসমন্বিতম্ ।
নানাগন্ধ-সমাযুক্তং নানারত্নেন ভূষিতম্ ॥ ৯
ললাটে মন্ত্রমালিখ্য মধ্যে নামবিদর্ভিতম্ ।
তাম্বূলপূরিতমুখ-স্তাম্বূলারুণলোচনঃ ॥ ১০
কুলাকুলজপং কৃত্বা ধ্রুবমায়াতি তৎক্ষণাৎ ।
এবমাকর্ণিতো মন্ত্রী সিদ্ধমন্ত্রী কুলেশ্বরি ॥ ১১
তাবৎ প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যো যাবৎ সিদ্ধির্ন জায়তে ।
সিদ্ধমন্ত্রী কুলাচারে পরযোষাং প্রপূজয়েৎ ॥ ১২
সিদ্ধমন্ত্রী শ্মশানে চ পরযোষাং প্রপূজয়েৎ ।
যোষিদাকর্ষণাদেব-কন্যাঞ্চৈবাবকর্ষয়েৎ ॥ ১৩

হে দেব ! শিবোক্ত বিধিতে [তন্ত্রবিধি অনুসারে] আমি কুলপূজা করিব ।
হে নাথ ! কুলাচারের কামিনীর কামনায়ক ! আমাকে রক্ষা কর । ৭

[সিদ্ধমন্ত্র-বিধি]

কুলমার্গে আমাকে তোমার পাদপদ্মের ছায়া প্রদান কর । প্রথম প্রহর [রাত্রির] অতীত হইলে কুলিকের [কুলভক্ত তান্ত্রিক] উপরে নিজের কুল অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত আচার অর্পণ করিবে । তাহাকে বামভাগে উপবেশন করাইয়া রক্ত বস্ত্র সমন্বিত, নানাগন্ধযুক্ত ও নানারত্নের দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে । ৮-৯

তাহার কপালে মন্ত্র লিখিবে, মাঝখানে নাম [তাহার নাম] অঙ্কিত করিবে । মুখে তাম্বুল পূর্ণ থাকিবে । চক্ষু তাম্বুলের মত অরুণ বর্ণ হইবে । ১০

কুলাকুল জপ অর্থাৎ তান্ত্রিক ও অতান্ত্রিক বিধিতে জপ করিয়া তৎক্ষণে শীঘ্র সিদ্ধ হইবেন । এইভাবে মন্ত্র শ্রুত হইলে হে কুলেশ্বরি ! সাধক সিদ্ধমন্ত্রী হইয়া থাকে । ১১

যতদিন সিদ্ধি না হয় ততদিন পূজাদির অনুষ্ঠান করিবে । যিনি সিদ্ধমন্ত্রী [যাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে] কুলাচারে পরস্ত্রী পূজা করিবেন । ১২

দেবকন্যাকর্ষণেন দেবতাং কর্ষয়েত্তদা ।
আকর্ষণপ্রসাদেন শিব এব প্রজায়তে ॥ ১৪
আকর্ষণং বিনা গচ্ছেৎ তচ্ছক্তিং কৌলিকীং পরাম্ ।
আকর্ষণাদ্ ভবেৎ সিদ্ধির্দেবানামপি দুর্লভা ॥ ১৫
আকর্ষণাচ্চ নির্বাণং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
যাবচ্চ[১] [যাবন্ন] পূজয়েদ্দেবীং রজনীং কুলমন্দিরে ।
নির্বাণমপি চাঙ্গস্থ [চাপ্যস্থ] তাবদাবির্ভবেৎ পুনঃ ॥ ১৬
প্রকৃত্যা জায়তে বিশ্বং প্রকৃত্যাঞ্চ বিলীয়তে ।
শৈবানাং বৈষ্ণবানাঞ্চ সৌরাণাঞ্চ মহেশ্বরি ।
স্যাচ্চ নির্বাণমেতেষাং মাতুরাবির্ভবন্তি হি ॥ ১৭
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
সর্বে মুক্তিপ্রদা দেবা নির্বাণং শ্রেয়সং বিনা ॥ ১৮
নির্বাণং শ্রেয়সং দেবি প্রকৃত্যা পরিজায়তে ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রকৃতিং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৯

সিদ্ধমন্ত্রী শ্মশানে পরস্ত্রীকে পূজা করিবেন। স্ত্রীর আকর্ষণ হইতে কন্যারও আকর্ষণ করিবেন। ১৩

দেবকন্যার আকর্ষণ করিলে তখন দেবতাকেও আকর্ষণ করিতে পারিবে। আকর্ষণের বলে সাধক শিবতুল্য হইয়া যায়। ১৪

বিনা আকর্ষণে সেই কুলাচারসম্পন্না শক্তির [স্ত্রীর] নিকট গমন করিবে। আকর্ষণ হইতে দেবতাদেরও দুর্লভ সিদ্ধিলাভ হয়। ১৫

আকর্ষণ হইতে নির্বাণ লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যতদিন কুল-মন্দিরে রজনী দেবীর পূজা করে, ততদিন সাধকের নির্বাণ আবির্ভূত হয়। ১৬

প্রকৃতি [মহামায়া আদ্যাশক্তি] হইতে শিব উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। হে মহেশ্বরি! শৈব, বৈষ্ণব, সৌর—ইহাঁদের নির্বাণ জগন্মাতা হইতেই আবির্ভূত। ১৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব—এই সকল দেবতা মুক্তিপ্রদ কিন্তু নির্বাণ-রূপ শ্রেয় দিতে পারে না। ১৮

১। এই শ্লোকের তৃতীয় চরণে "যাবন্ন", এইরূপ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে। কিন্তু তাহা সমীচীন নয় মনে করিয়া "যাবচ্চ" এইরূপ করা হইয়াছে। ১৬

প্রকৃতি র্যা মহামায়া সৈব প্রকৃতিরূপিণী।
বিকৃতৌ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ প্রকৃতেঃ কুহকং গ্রহে ॥ ২০
নির্বাণং শ্রেয়সং নৈব প্রকৃতেঃ কুহকং বিনা।
লিখনং মন্ত্রযন্ত্রাণাং পূজনঞ্চ জপং প্রিয়ে।
নিয়তং গুরুমার্গেণ সাধকো নির্জনে চরেৎ ॥ ২১

[প্রকৃতে র্মাহাত্ম্যম্]

সঙ্গহীনৈঃ সদা কার্যং সঙ্গেন নরকং ব্রজেৎ।
প্রকৃতে র্যোষিতাং বৃন্দং বিকৃতিঃ পাঞ্চভৌতিকী ॥ ২২
তচ্চক্রং সিদ্ধিমূলঞ্চ মন্ত্রযন্ত্রবিলেখনাৎ।
মন্ত্রযন্ত্রং বিনা দেবি কুহকং বিকৃতে র্যদি ॥ ২৩
ন গচ্ছেৎ সাধকো বীরো ন গচ্ছেন্নরকং ব্রজেৎ।
প্রকৃতেঃ কুহকং যোনৌ যন্ত্রে ভালে চ পার্বতি ॥ ২৪

হে দেবি! নির্বাণরূপ শ্রেয়ঃ [পরম ও চরম মুক্তি] প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়। সেই হেতু সর্বপ্রযত্নে প্রকৃতির পূজা করিবে। ১৯

যিনি মহামায়া প্রকৃতি তিনিই স্ত্রীরূপিণী প্রকৃতি। বিকৃতি হইতেও [দোষ থাকিলেও] মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ইহা প্রকৃতিরই মায়া অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা। প্রকৃতির ইচ্ছায় উহা হয়। ২০

প্রকৃতির মায়া অর্থাৎ ইচ্ছা বা কৃপাব্যতীত নির্বাণ শ্রেয় হয় না। হে প্রিয়ে! মন্ত্র যন্ত্রের লিখন, পূজন, জপ এই সমস্ত, সাধক গুরূপদিষ্ট মার্গে সর্বদা নির্জনে আচরণ করিবে। ২১

[প্রকৃতির মাহাত্ম্য]

সঙ্গহীন হইয়া সর্বদা তান্ত্রিক অর্চনাদি করিবে। সঙ্গ [স্ত্রীসঙ্গ] করিলে নরকে গমন করিতে হইবে। স্ত্রীসমূহ প্রকৃতির [মহামায়ার] পাঞ্চভৌতিক বিকৃতি। ২২

মন্ত্র যন্ত্র লিখন হইতে সেই চক্র [স্ত্রীসমূহ] সিদ্ধির মূল [স্ত্রীতে জগন্মাতৃ-দৃষ্টি হইতে]। মন্ত্রযন্ত্র ব্যতীত হে দেবি। যদি প্রকৃতির বিকৃতিরূপিণী [স্ত্রীর] শক্তির কৃপা হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি হয়। ২৩

বীর সাধক গমন [স্ত্রীগমন] করিবে না, গমন করিবে না, যদি গমন করে, তাহা হইলে নরকে যাইবে। হে পার্বতি। যোনি, যন্ত্র ও কপালে প্রকৃতির মায়া। ২৪

বিনা সংলিখ্য মন্ত্রাণি দৈন্যং গচ্ছেৎ কুলসাধকঃ।
কামাদ্ মোহতো বাপি লোভাদ্বা বরবর্ণিনি।
প্রকৃতেঃ কুহকং যন্ত্রে যজেচ্চ নরকং ব্রজেৎ॥ ২৫
সিদ্ধিমূলং কুলেশানি বিকৃতেঃ কুহকং স্মৃতম্।
তত্র সম্মোহয়েৎ সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥ ২৬
বিকৃতেঃ কুহকাপন্নো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
তদ্বরঞ্চ পরিজ্ঞাপ্য নির্বাণং শ্রেয়সং ব্রজেৎ॥ ২৭
ব্রহ্মণি ন ন বা বিষ্ণৌ ন গণেশে ষড়াননে।
প্রকৃতেঃ কুহকং দান কুত্রাপি প্রকাশিতম্॥ ২৮

ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতীশিব-সম্বাদে নবমঃ পটলঃ।

কুলসাধক [তান্ত্রিক সাধক] মন্ত্র না লিখিলে দৈন্য প্রাপ্ত হয়। হে বর-বর্ণিনি। সাধক কামনাবশতঃ, মোহবশত বা লোভবশত প্রকৃতির মায়ায় যন্ত্রে যদি পূজা করে তাহা হইলে নরক প্রাপ্ত হয়। ২৫

হে কুলেশ্বরি। বিকৃতির অর্থাৎ মহামায়া প্রকৃতির বিকৃতিরূপিণী স্ত্রীর কৃপা সিদ্ধির মূল বলিয়া স্মৃত। এই সমস্ত চরাচর জগৎ সেই স্ত্রীতে সম্মোহিত হয়। ২৬

মন্ত্রতন্ত্রবিশারদও স্ত্রীরূপিণী বিকৃতিতে মোহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উহা বিবেকবলে জানিয়া নির্বাণরূপ শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে। ২৭

প্রকৃতিরূপিণী মহামায়ার মায়া বা কৃপাদান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ বা কার্তিকে কোথায়ও প্রকাশিত নাই। ২৮

নিরুত্তরতন্ত্রে নবমপটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

শক্তি র্নানাবিধা প্রোক্তা সংশয়ো জায়তে সদা।
কুলীনাং কীদৃশীং দেবীং ব্রাহ্মণঃ পূজয়েৎ সদা ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

সর্বজাত্যুদ্ভবা শক্তির্যোগিভিঃ পূজ্যতে সদা।
যাং যাং পশ্যতি যোগীন্দ্রস্তাং তামেব প্রপূজয়েৎ ॥ ২
বীরশক্তির্বিশেষেণ শৃণুষ্ব বরবর্ণিনি।
পুরশ্চর্যাকৃতা বীরাঃ প্রশস্তা বীরসাধনে ॥ ৩
পুরশ্চর্যাবিহীনাশ্চেন্ন যোজ্যাঃ কুলসাধনে।
যোজ্যাশ্চেৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪
বীরশক্তিং বিনা দেবি ন কুর্যাৎ কুলসাধনম্।
তদভাবে হীনজাতৌ প্রশস্তা বীরসাধনে ॥ ৫
পঞ্চচক্রে প্রশস্তা যাস্তা শৃণুষ্ব বরাননে।
চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ ॥ ৬

শ্রীদেবী বলিলেন—শক্তি নানাপ্রকার বলিয়াছেন, তাহাতে সর্বদা সংশয় হইতেছে। ব্রাহ্মণ সর্বদা কিরূপ কুলীন দেবীকে [স্ত্রীকে] পূজা করিবে। ১

শ্রীশিব বলিলেন—যোগিগণ [তান্ত্রিক যোগিগণ] সকল জাত্যুৎপন্ন শক্তিকে [স্ত্রীকে] সর্বদা পূজা করেন। যোগীন্দ্র [যোগীশ্রেষ্ঠ] যে যে শক্তিকে [স্ত্রীকে] দর্শন করেন তাঁহাকে পূজা করেন। ২

হে বরবর্ণিনি! বিশেষভাবে বীরশক্তির কথা শ্রবণ কর। পুরশ্চরণকারী বীরভাবের শক্তি [স্ত্রী] বীরভাবের সাধনে প্রশস্ত। পুরশ্চরণবিহীন হইলে তাহাকে কুলসাধনে [তান্ত্রিক রহস্যপূজাদিতে] নিযুক্ত করিবে না। যদি নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে সিদ্ধির হানি হয় এবং রৌরব নরকে সাধক গমন করে। ৩-৪

হে দেবি! বীরভাবের শক্তি ব্যতীত তান্ত্রিক রহস্যপূজাদি সাধন করিবে না। বীরশক্তির অভাবে বীরসাধনে হীনজাতীয় শক্তি প্রশস্ত। ৫

রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্ ।
বীরচক্রং চতুর্থঞ্চ পশুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্ ॥ ৭

[চক্রবর্ণনম্]

পঞ্চচক্রে যজেদ্দিব্যো বীরশ্চ কুলসুন্দরি ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ পঞ্চচক্রে প্রপূজয়েৎ ॥ ৮
বলীয়সী চ দেবেশি বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ ॥ ৯
যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্বচক্রেষু কামিনী ।
মাতা চ ভগিনী চৈব দুহিতা চ স্নুষা তথা ।
গুরুপত্নী চ পঞ্চৈতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ ॥ ১০
[গৌড়ী] গৌরী বাপ্যথবা মাধ্বী সুরা শস্তা কুলেশ্বরি ।
শুদ্ধিশ্চাগোস্তবা শস্তা তৃতীয়া বেদসম্ভবা ॥ ১১
মুদ্রা গোধূমজা শস্তা স্বয়ম্ভূকুসুমং তথা ।
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যম্ অনুকল্পং নিযোজয়েৎ ॥ ১২

হে বরাননে ! পঞ্চ চক্রে যে সকল শক্তি প্রশস্ত তাহা শ্রবণ কর । চক্র পাঁচ প্রকার, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । সেই চক্রে শক্তির পূজা করিবে । ৬

[প্রথম] রাজচক্র, দ্বিতীয় মহাচক্র, তৃতীয় দেবচক্র, চতুর্থ বীরচক্র আর পঞ্চম হইতেছে পশুচক্র । ৭

[চক্রবর্ণনা]

হে কুলসুন্দরি ! দিব্যভাবের সাধক এবং বীরভাবের সাধক পঞ্চচক্রে পূজা করিবেন । ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ পঞ্চচক্রে পূজা করিবেন । ৮

হে দেবেশি ! বীরচক্রে বলবত্তরই পূজা করিবেন । ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ বীরচক্রের দ্বারা পূজা করিবেন । ৯

হে দেবি ! যোগিগণ সকল চক্রেই কামিনীকে পূজা করেন । মাতা, ভগিনী, কন্যা, পুত্রবধূ, গুরুপত্নী এই পাঁচজনকে রাজচক্রে পূজা করিবে । ১০

হে কুলেশ্বরি ! গৌড়ী অথবা সাধ্বী সুরা প্রশস্ত, অগোৎপন্ন শুদ্ধি প্রশস্ত; বেদসম্ভূত তৃতীয় সুরা প্রশস্ত । ১১

গম হইতে উৎপন্ন মুদ্রাই প্রশস্ত [লুচি প্রভৃতিকে মুদ্রা বলা যায়] । স্বয়ম্ভূ-পুষ্প [তান্ত্রিকবিধিতে অবিবাহিত কন্যার প্রথমজাত সংগৃহীত পুষ্প স্বয়ম্ভূপুষ্প]

রক্তচন্দনং তথা শ্বেতমনুকল্পঞ্চ চন্দনম্ ।
বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনম্ ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ১৩
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং নানাবস্ত্রসমন্বিতম্ ।
আসনং শুদ্ধিসংযুক্তং তাভ্যো দদ্যাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪
প্রণম্য প্রজপেন্মন্ত্রং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সহস্রকম্ ।
অঙ্গং নৈব স্পৃশেত্তাসাং স্পৃশেচ্চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৫
মধুমত্তাঃ সদা তাস্তু ন স্বপন্তি সুসম্পদঃ ।
তত্তদৈব ভবেৎ সর্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬
মাতা ভগ্নী স্নুষা কন্যা বীরপত্নী কুলেশ্বরি ।
মহাচক্রে যজেদেতাঃ পঞ্চশক্তীঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭

প্রশস্ত। কুণ্ডপুষ্প (স্বামী বর্তমানে পরপুরুষজাতা কন্যার পুষ্পই কুণ্ডপুষ্প) গোলপুষ্প (পরপুরুষ কর্তৃক বিধবার গর্ভজাতা কন্যার পুষ্পই গোলপুষ্প) কে অনুকল্পরূপে প্রয়োগ করিবে। ১২

অভাবে রক্তচন্দন শ্বেতচন্দনকে অনুকল্প করিবে। বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণাদি, গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন ইত্যাদি দ্বারা পূজা করিবে, পরম ভক্তিতে দেবতাকে নিবেদন করিবে। ১৩

নানাপ্রকার বস্ত্রসমন্বিত নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, শুদ্ধিযুক্ত আসন তাঁহাদিগকে [শক্তিদিগকে] পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে। ১৪

তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সহস্র জপ করিবে। তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শ করিবে না, অঙ্গস্পর্শ করিলে নরকে যাইবে। ১৫

তাঁহারা সর্বদা মধুদ্বারা [মদ্যদ্বারা] মত্ত, নিদ্রিত হন না, তাঁহারা সুসম্পদ, এইরূপ হইলে অর্থাৎ শুদ্ধভাবে তাঁহাদের পূজা করিলে সব সিদ্ধি হয়, ইহা সত্য সত্য, সন্দেহ নাই। সাধক ষাট হাজার বৎসর ব্রহ্মলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। ১৬

হে কুলেশ্বরি! মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা ও বীর সাধকের পত্নী এই পাঁচজনকে মহাচক্রে পুনঃ পুনঃ পূজা করিবে। ১৭

দ্রব্যদানে তু সংপূজ্যা ন শক্তৌ শিবযোজনম্।
যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৮
মহাব্যাধির্ভবেদ্দেবি ধনহানিঃ প্রজায়তে।
সদৈব দুঃখমাপ্নোতি সর্ব্বং তস্য বিনশ্যতি ॥ ১৯
আদ্যঞ্চ গৌড়িকং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কুক্কুটোদ্ভবম্।
তৃতীয়ং রোহিতং প্রোক্তং চতুর্থং মাষসম্ভবম্ ॥ ২০
করবীরোদ্ভবং পুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২১
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তত্র দেবীং প্রপূজয়েৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যামমায়াং চ কুজেঽহনি।
রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্ত্যা শক্তীঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২২
শুক্লপক্ষে গুরোর্বারে চতুর্থীসপ্তমীতিথৌ।
মহাচক্রে যজেদ্ভক্ত্যা সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২৩
দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব বরবর্ণিনি।
বিদগ্ধাঃ সর্বজাতীনাং পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৪

দ্রব্যদান বিষয়ে শক্তিকে পূজা করিবে, কিন্তু শক্তিতে শিবসংযোগ করিবে না। যদি শিবসংযোগ করে তাহা হইলে সিদ্ধিহানি হইবে এবং রৌরব নরকে যাইবে। ১৮

শক্তিতে শিব-সংযোগে—মহাব্যাধি হইবে, ধনহানি হইবে, সর্বদা দুঃখ প্রাপ্ত হইবে, তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। ১৯

প্রথম গৌড়িক [মদ্যবিশেষ] কথিত হইয়াছে, দ্বিতীয় কুক্কুট [মোরগ] হইতে উৎপন্ন [দ্রব্য—বা সুরা], তৃতীয় রুইমাছ, চতুর্থ মাষকলাই-জাত দ্রব্য-বিশেষ [মাংসস্থানাপন্ন], করবীবৃক্ষোৎপন্ন পুষ্প, চন্দনের মধ্যে রক্তচন্দন এইসকল দ্রব্যের দ্বারা পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিবে, তাহা হইলে শিবলোকে মহিমাপ্রাপ্ত হইবে বা পূজিত হইবে। ২০-২১

সেই শিবলোকে ষাটহাজার বৎসর দেবীকে পূজা করিবে। অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যায়, মঙ্গলবারে রাজচক্রে ভক্তিপূর্বক শক্তিগণকে পূজা করিবে। ২২

শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে চতুর্থী বা সপ্তমীতিথিতে সকলকাম্যসিদ্ধির নিমিত্ত মহাচক্রে ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। ২৩

গৌড়িকং ফলজং রম্যং দ্বিতীয়ং পক্ষিসম্ভবম্ ।
তৃতীয়ং শালমৎস্যন্ত চতুর্থং ধান্যসম্ভবম্ ॥ ২৫
সুগন্ধি গন্ধপুষ্পঞ্চ দেবচক্রে নিযোজয়েৎ ।
দেবচক্রে যজেচ্ছক্তিং দেবলোকে মহীয়তে ॥ ২৬
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবকন্যাঃ প্রপূজয়েৎ ।
পঞ্চকন্যা যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদাচন ॥ ২৭
লোভাদ্বা কামতো বাপি ছলাদ্বা বরবর্ণিনি ।
যদি স্যাৎ সঙ্গমস্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৮
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি ।
পিতৃভূমিং সমাগম্য বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ ।
দিব্যবীরান্বিতো মন্ত্রী যজেচ্ছক্তিং বলীয়সীম্ ॥ ২৯

শ্রীদেব্যুবাচ—

মাত্রাদয়ঃ পঞ্চকন্যা যতীনাঞ্চ কথং প্রভো ॥ ৩০

হে বরবর্ণিনি ! দেবচক্রের কথা বলিব, শ্রবণ কর। সকলজাতির বিদগ্ধা [রতিজ্ঞানচতুরা] পঞ্চ কন্যা [এই চক্রে] কীর্তিত হইয়াছে। ২৪

রম্য ফলজাত গৌড়িক [দ্রাক্ষাদি জাত মদ্য], দ্বিতীয় পক্ষিজাত [দ্রব্য বা মদ্য], তৃতীয় শাল মাছ, চতুর্থ ধান্য হইতে উৎপন্ন [ঘৃতাক্ত অন্নরূপ মুদ্রা], সুগন্ধি পুষ্প, এইসকল বস্তু দেবচক্রে নিয়োগ করিবে। দেবচক্রে শক্তির পূজা করিবে, তাহা হইলে দেবলোকে মহীয়ান্ হইবে। ২৫-২৬

ষাট হাজার বৎসর দেবকন্যাগণকে পূজা করিবে। [এই দেবচক্রে] পঞ্চ কন্যার পূজা করিবে, ইহার অতিরিক্ত কন্যাকে কখনও পূজা করিবে না। ২৭

হে বরবর্ণিনি [সুন্দরি]! লোভবশত, কামবশত বা ছলনাবশত যদি তাহাদের সেইপঞ্চ কন্যার সহিত সঙ্গম হয়, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন করিবে। ২৮

শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে দিব্যভাবযুক্ত মন্ত্রের সাধক শ্মশানে আসিয়া বীরচক্রে বলবত্তরা শক্তির পূজা করিবে। ২৯

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন—হে প্রভো। সন্ন্যাসিগণের সাধনায় মাতা প্রভৃতি পঞ্চ কন্যা কিরূপ ? ৩০

শ্রীশিব উবাচ—

মাত্রাদয়ঃ পঞ্চকন্যা হীনজাতায়তে প্রিয়ে।
চতুর্বর্ণোদ্ভবাং বেশ্যাং বিশেষেণ বলীয়সীম্ ॥ ৩১
ভূমীন্দ্রকন্যকা মাতা দুহিতা রজকীসুতা।
শ্বপচী চ স্বসা জ্ঞেয়া কাপালী চ স্নুষা স্মৃতা।
যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৩২
গুরোঃ সমীপে কর্তব্যমথবা ভ্রাতৃভিঃ সহ।
সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ ॥ ৩৩
অভিষিক্তো ভবেদ্বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী।
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ ॥ ৩৪
ক্রমসঙ্কেতকঞ্চৈব পূজাসঙ্কেতমেব চ।
মন্ত্রসঙ্কেতকঞ্চৈব যন্ত্রসঙ্কেতকং তথা ॥ ৩৫
লিখনং মন্ত্রযন্ত্রাণাং সঙ্কেতং গুরুমার্গতঃ।
সঙ্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ।
নিষ্ফলং পূজনং দেবি দুঃখং তস্য পদে পদে ॥ ৩৬

শ্রীশিব বলিলেন—হে প্রিয়ে! সন্ন্যাসীর পক্ষে মাতা প্রভৃতি পঞ্চকন্যা হীন-জাতিসদৃশ। চতুর্বর্ণোৎপন্না বেশ্যা[১] বিশেষত বলবত্তরা। ৩১

রাজকন্যা মাতৃসদৃশী, রজকীকন্যা কন্যাসদৃশী, চণ্ডালকন্যা ভগিনীসদৃশী, কাপালিক কন্যা পুত্রবধূসদৃশী জানিবে; আর য়োগিনী যোগসাধিকা স্ত্রী নিজ-শক্তিসদৃশী। এই পঞ্চ কন্যা কীর্তিত হইয়াছে। ৩২

গুরুর নিকটে সাধন করিবে [চক্রে সাধন] অথবা গুরুভ্রাতাদের সহিত সাধন করিবে। মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তিই বীর [বীরভাবের সাধক] হয়, মদ্যপান করিলে বীর হয় না। ৩৩

অভিষিক্তই বীর [বীরভাবের সাধক] হয়, আর অভিষিক্তা স্ত্রী কৌলিকী [তান্ত্রিক রহস্য পূজা ও চক্রের সহায়িনী] হয়। এইরূপে বীরচক্রে বীর শক্তিকে নিযুক্ত করিবে। ৩৪

ক্রমসঙ্কেত [সাধনার ক্রমের সঙ্কেত], পূজার সঙ্কেত, মন্ত্রের সঙ্কেত,

---

১। এখানে বেশ্যা বলিতে সাধারণ বেশ্যা নয়, কিন্তু তান্ত্রিকসাধনে যোগ্যা কন্যাই পারিভাষিকভাবে বেশ্যা কথিত হয়।

সঙ্কেতহীনো যো বীরো নাভিষেকী গুরুক্রমাৎ ।
কুলভ্রষ্টঃ স পাপিষ্ঠস্তং ত্যজেদ্বীরচক্রকে ॥ ৩৭
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী ।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮
এবং ক্রমং বিনা দেবি বীরচক্রে বসেদ্ যদি ।
সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৯
সর্বমদ্যং সর্বশুদ্ধিং সর্বমীনং কুলেশ্বরি ।
সর্বমুদ্রাং সর্বপুষ্পং স্বয়ম্ভুকুসুমং তথা ।
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং নানারসসমন্বিতম্ ।
প্রদদ্যাৎ সাধকশ্রেষ্ঠো বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০
স্বশক্তিং পূজয়েত্তত্র তদুচ্ছিষ্টং পিবেৎ প্রিয়ে ।
চর্ব্যঞ্চ জ্যেষ্ঠতো গ্রাহ্যং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ ॥ ৪১

যন্ত্রসঙ্কেত গুরূপদিষ্ট মার্গানুসারে মন্ত্র যন্ত্রের সঙ্কেতে লিখন [এইসব, বীরচক্রে প্রয়োজন]। এই সমস্ত সঙ্কেতজ্ঞ বীর ব্যতীত যদি চক্রে অপর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে নিয়োগকারীর পূজা নিষ্ফল হয়। হে দেবি! তাহার পদে পদে দুঃখ হয়। ৩৫-৩৬

সঙ্কেত-জ্ঞানশূন্য যে বীর গুরুক্রমানুসারে অভিষেক করে নাই, সেই পাপিষ্ঠ, কুলভ্রষ্ট [তান্ত্রিক আচারভ্রষ্ট] ; বীরচক্রে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৩৭

অনভিষিক্ত চক্রে বসিবে না, অনভিষিক্তা স্ত্রী কৌলিকী হইবে না। অনভিষিক্ত যদি চক্রে বসে তাহা হইলে রৌরব নরকে যায়, ইহা সত্য, সত্য, সংশয় নাই। [অ অভিষিক্ত, আর্যপ্রয়োগে সন্ধি করিয়া আভিষিক্ত অর্থাৎ অনভিষিক্ত, 'ন' পদ বসেৎ ক্রিয়াপদে অন্বিত]। ৩৮

হে দেবি! এইরূপ ক্রম [সাধনার রীতি] ব্যতীত যদি বীরচক্রে বসে, তাহা হইলে সাধক সিদ্ধিহানি প্রাপ্ত হয় এবং রৌরব নরকে যায়। ৩৯

হে কুলেশ্বরি! সাধকশ্রেষ্ঠ বীরচক্রে সকল প্রকার মদ্য, সকল প্রকার শুদ্ধি [মদ্য, মাংস, মুদ্রা, মৎস্যাদি মিশ্রিত দ্রব্য], সকল মৎস্য, সকল মুদ্রা, সকল পুষ্প এবং স্বয়ম্ভূ পুষ্প, কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প [৮০ পৃষ্ঠার দ্বাদশ শ্লোকের অনুবাদে বর্ণিত] নানারসযুক্ত দ্রব্য পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে। ৪০

হে প্রিয়ে। সেই বীরচক্রে নিজশক্তিকে [নিজের পরিণীতা স্ত্রী] পূজা

একাসনে ন ভুঞ্জীত ভোজনং নৈকভাজনে।
পরস্পরমুখস্পর্শং ন কর্তব্যং কদাচন ॥ ৪২
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ।
আনীয় হীনজাং দেবীং শক্তিমন্ত্রেণ শোধয়েৎ ॥ ৪৩
সংশোধ্য হীনজাং পূজা বীরশক্তিং নিবেদয়েৎ।
মধুসক্তায় বীরায় যো দদ্যাদ্ধীনজাং সুতাম্।
বক্ত্রকোটিসহস্রেণ তস্য পুণ্যং ন গদ্যতে ॥ ৪৪
বীরায় শক্তিদানন্তু বীরচক্রে বিধীয়তে।
চক্রভিন্নে চরেদ্দানং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৫
ঘাতয়েদ্ গোপয়েদ্ বাপি ন নিন্দেন্ন নিরীক্ষয়েৎ।
কামং ক্রোধঞ্চ মাৎসর্যং বিকারং লোভমেব চ।
কুৎসা নিন্দা দুরালাপং গোপয়েদষ্টকং প্রিয়ে ॥ ৪৬

করিবে। তাহার উচ্ছিষ্ট পান করিবে। চর্ব্য বস্তু জ্যেষ্ঠ হইতে গ্রহণ করিয়া কনিষ্ঠকে নিবেদন করিবে [দিবে]। ৪১

এক আসনে ভোজন করিবে না, একপাত্রে ভোজন করিবে না, পরস্পরের মুখস্পর্শ কখনও করিবে না। ৪২

হে দেবেশি! এইক্রমে [রীতিতে] বীরচক্রের অনুষ্ঠান করিবে। হীন-জাতীয়া দেবীকে [স্ত্রীকে] আনিয়া তাহাকে শক্তিমন্ত্রে শোধন করিবে। শোধন করিয়া পূজাতে সেই হীনজাতা দেবীকে বীরশক্তির [বীরসাধকের নিজ পত্নীর] নিকট নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি মধুসক্ত [তন্ত্রসাধনায় মদ্যপানে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন] বীর সাধককে হীনজাতীয়া কন্যা প্রদান করে, সহস্রকোটি মুখে তাহার পুণ্য বলিতে পারা যায় না। ৪৩-৪৪

বীরচক্রে বীরসাধককে শক্তিদান করার বিধান আছে, কিন্তু চক্রভিন্ন স্থলে যদি সেই হীনজাতা কন্যা দান করে, তাহা হইলে, দানকারী রৌরব নরকে গমন করে। ৪৫

[বীরচক্রে শক্তিকে] প্রাপ্ত করাইবে, গোপন করিবে, কিন্তু তাহাকে নিন্দা করিবে না, বা তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে না। হে প্রিয়ে! কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য [গর্বভাব], বিকার [শরীর বিকার বা মনের বিকার], লোভ,

মন্ত্রং মুদ্রামক্ষমালাং যোনিঞ্চ বীরসঙ্গমম্ ।
মণ্ডলঞ্চ ঘটং পীঠং সিদ্ধিদ্রব্যাণি গোপয়েৎ ।। ৪৭
পণ্ডিতং বীরসন্তানং ক্ষেত্রং দেবীঞ্চ যোগিনীম্ ।
কুলাচারং গুরুদূতীং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ ।। ৪৮
মাতৃযোনিং পশুক্রীড়াং নগ্নাং স্ত্রীমুন্নতস্তনীম্ ।
কান্তেন ক্ষোভিতাং কান্তাং কামতো নাবলোকয়েৎ ।। ৪৯
দেবীং গুরুং সুধাং বিদ্যাং শ্রেষ্ঠাং শক্তিং ক্রিয়াত্মজাম্ ।
যোগিনীং ভৈরবীতত্ত্বং অষ্টতত্ত্বং প্রপূজয়েৎ ।। ৫০
বিমাতা দুহিতা ভগ্নী স্নুষা পত্নী চ পঞ্চমী ।
পশুচক্রে যজেদ্ধীমান্ পশুবত্তোষণং চরেৎ ।। ৫১
গন্ধপুষ্পঞ্চ মাল্যঞ্চ বস্ত্রাদ্যাভরণানি চ ।
সিন্দূরাগুরুকস্তুরীং নানাপুষ্পাণি সুন্দরি ।। ৫২
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং ফলং নানাবিধং প্রিয়ে ।
এতদ্দ্রব্যগণং যস্তু ভক্ত্যা তাভ্যো নিবেদয়েৎ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ক্ষিতৌ রাজা ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।। ৫৩

কুৎসা [পরোক্ষে দোষ কথন] নিন্দা [অপরের নিকট অপরের দোষ বর্ণনা] ও দুষ্ট আলাপ — এই আটটি দোষ গোপন করিবে । ৪৬

মন্ত্র, মুদ্রা, অক্ষমালা [জপমালা] যোনি, বীরসঙ্গম, মণ্ডল [চক্রে যে মণ্ডল অর্থাৎ সাধকদের সমষ্টিক্রম] ঘট, পীঠ ও সিদ্ধিদ্রব্য—এইগুলি গোপন করিবে । ৪৭

পণ্ডিত, বীরসাধকের সন্তান, স্থান [সাধন স্থান], যোগিনী দেবী [সাধিকা যোগিনী] কুলাচার [তন্ত্রোক্ত রহস্য পূজাদি], গুরুদূতী এই সকলকে মনে মনেও নিন্দার চিন্তা করিবে না । ৪৮

মাতৃযোনি, পশুর ক্রীড়া [রতিক্রীড়া] উন্নতস্তনী নগ্না স্ত্রী, স্বামীর কর্তৃক ক্ষোভিতা স্ত্রীকে, কামভাবে দর্শন করিবে না । ৪৯

দেবী [স্ত্রীরূপিণী শক্তি], গুরু, মদ্য, বিদ্যা [মন্ত্র], ক্রিয়া হইতে জাতা, শ্রেষ্ঠশক্তি, যোগিনী, ও ভৈরবীতত্ত্ব এই আট তত্ত্বের পূজা করিবে । ৫০

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পশুচক্রে বিমাতা, কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ ও পঞ্চমী নিজপত্নী —ইঁহাদিগকে পূজা করিবে, পশুবৎ তাঁহাদের তোষণ করিবে । ৫১

বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
অমাবস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
শ্মশানেন গতেনার্চ্চেৎ সূচিতং ন প্রকাশিতম্ ।। ৫৪

ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতীশিব-সংবাদে দশমঃ পটলঃ।

হে সুন্দরি! গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্রাদি, আভরণ, সিন্দূর, অগুরু, কস্তুরী, নানাপ্রকার পুষ্প, নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, নানাপ্রকার ফল—এই সমস্ত দ্রব্য যে [সাধক] তাঁহাদিগকে [বিমাতা প্রভৃতি পাঁচজন স্ত্রীকে] ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করে, সে ষাট হাজার বৎসর পৃথিবীতে রাজা হয়—ইহা নিশ্চিত। ৫২-৫৩

পূর্ব্বোক্ত পশুচক্রে দ্রব্যদানকারী ব্যক্তির বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। [বীর সাধক] অমাবস্যায়, উভয় পক্ষের চতুর্দশীতে শ্মশানে গমন করিয়া পূজা করিবে। এই সমস্ত কথা সংক্ষেপে সূচিত হইল। প্রকাশিত অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না। [সাধক গুরু হইতে সমস্ত জানিবে ইহাই ভাবার্থ]। ৫৪

নিরুত্তরতন্ত্রে দশম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

যোগিনাং সাধনং দেব সূচিতং ন প্রকাশিতম্ ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

আত্মনো জ্ঞানমাত্রেণ তত্ত্বজ্ঞানং ভবেৎ প্রিয়ে ।
তত্ত্বজ্ঞানী ভবেদ্ যোগী স যোগী ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২
নিরালম্বশ্চ সালম্বো ভক্তশ্চ পরমেশ্বরি ।
ভক্তোঽপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥ ৩
শক্তিমাত্রং যজেদ্ যোগী ভক্তো যোগপরায়ণঃ ।
আত্মন্যেবাত্মনা যোগং শক্তৌ বা শিবযোজনম্ ॥ ৪
অভিষেকেণ দেবেশি ভৈরবো জায়তে ভুবি ।
অবধূতো ভবেদ্বীরো দিব্যশ্চ কুলসুন্দরি ॥ ৫
শ্মশানাগমনিষ্ঠশ্চ কুলযোষিৎপরায়ণঃ ।
কুলশাস্ত্রার্থসংবক্তা বলিদানরতঃ সদা ॥ ৬

শ্রীদেবী বলিলেন—যোগীদের সাধনের সূচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই। হে প্রভো! এখন তাহা [প্রকাশিত ভাবে] শুনিতে ইচ্ছা করি, কৃপাপূর্বক বলুন। ১

শ্রীশিব বলিলেন হে প্রিয়ে! আত্মার জ্ঞানমাত্রেই তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী যোগী হন, সেই যোগী তিনপ্রকার স্মৃত হয়। ২

হে পরমেশ্বরি! সেই তিন প্রকার যোগী যথা—নিরালম্ব, সালম্ব, ও ভক্ত। ভক্তও বীরভাবে কুলসাধন [তন্ত্ররহস্য সাধন] করিবে। ৩

যোগপরায়ণ ভক্তযোগী শক্তিমাত্রকে পূজা করিবে। আত্মাতে আত্মার যোগ অথবা শক্তিতে শিবসংযোগ করিবে। ৪

হে দেবেশি! অভিষেকের দ্বারা সাধক পৃথিবীতে ভৈরব হয়। হে কুলসুন্দরি! অভিষেকের দ্বারা বীর ও দিব্যসাধক অবধূত হয়। ৫

অবধূত শ্মশানগমন [সাধন] নিষ্ঠ হইবেন, কুলস্ত্রীপরায়ণ [তন্ত্রাভিষিক্ত স্ত্রী-পূজক], কুলশাস্ত্রের অর্থোপদেষ্টা, সর্বদা বলিদানে রত, শীত-গ্রীষ্মাদি-

নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নির্লোভো নির্ভয়ঃ শুচিঃ।
গুরুদেবরতঃ শান্তো ঘৃণালজ্জাবিবর্জিতঃ ॥ ৭

[যোগিনাং সাধনম্]

রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গো রক্তকৌপীনভূষণঃ।
উদারচিত্তঃ সর্বত্র বৈষ্ণবাচার-তৎপরঃ ॥ ৮
কুলাচাররতো বীরঃ পণ্ডিতঃ কুলবর্ত্মনা।
কুলসঙ্কেত-সংবেত্তা কুলশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৯
মহাবলো মহাবুদ্ধির্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।
নিত্যকর্মণি নিষ্ঠাতো [নিষ্ণাতো] দ্বন্দ্বহিংসাবিবর্জিতঃ ॥ ১০
পরনিন্দাসহিষ্ণুঃ স্যাত্নপকাররতঃ সদা।
বীরমাসনমাসীনঃ পিতৃভূমিগতঃ শুচিঃ ॥ ১১
সর্বদানন্দহৃদয়ঃ কুমারীপূজনে রতঃ।
এবং যদি ভবেদ্ বীরস্তদৈব হীনজাং যজেৎ ॥ ১২
দিব্যোঽপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্।
কুলং চ সর্বজাতীনাং পূজনীয়ং কুলার্চনে ॥ ১৩

দ্বন্দ্বশূন্য, নিরহঙ্কার, নির্লোভ, নির্ভয়, শুচি, গুরুদেবে রত, শান্ত, ঘৃণা ও লজ্জা রহিত হইবেন। ৬-৭

[যোগিগণের সাধন]

যোগী অঙ্গে রক্তচন্দন লেপন করেন, রক্তবর্ণের কৌপীন তাঁর ভূষণ হয়, সর্বত্র উদার চিত্ত [অসংকুচিতমনা] বৈষ্ণবাচারে তৎপর হইবেন। ৮

কুলাচারে রত, বীর [বীরভাবাপন্ন] কুলমার্গে পণ্ডিত, কুলাচার-সঙ্কেতজ্ঞ, কুলশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। ৯

মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাসাহসী, শুচি, নিত্যকর্মে নিষ্ঠাবশতঃ দ্বন্দ্ব [মানাপমানাদি] ও হিংসাশূন্য হইবেন। ১০

পরনিন্দা অসহিষ্ণু, সর্বদাপরের উপকারে রত হইবেন, পবিত্র, শ্মশানে গমনপূর্বক বীরাসনে উপবেশন করিবেন। ১১

সর্বদা হৃদয়ে আনন্দ পোষণ করিবেন, কুমারীপূজায় রত হইবেন, বীর সাধক যদি এইরূপ হন, তাহা হইলে তিনি হীনজাতীয়া শক্তিকে পূজা করিতে পারিবেন। ১২

সিদ্ধবিদ্যা বিশেষেণ সিদ্ধিদা কুলপূজনে।
শ্মশানে নির্জনে রম্যে ত্রিপান্তে শূন্যমণ্ডলে ॥ ১৪
গ্রামে পাতলকে বাপি সাধয়েৎ কুলসাধনম্।
বলিদানং বিনা পানং শ্মশানগমনং বিনা ॥ ১৫
জপপূজাদিকং কর্ম ত্বভিচারায় কল্পতে [কল্প্যতে]।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বলিদানং সমাচরেৎ ॥ ১৬
প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য তত্র ভাবে ততঃ পরম্।
ততো বিকটদংষ্ট্রে চ পরপক্ষং মোহয়দ্বয়ম্ ॥ ১৭
খাদয়-দ্বয়মুক্ত্বা চ পরপক্ষদ্বয়ং তথা।
যা মাং হিংসিতুমুদ্যতা চ যোগিনী চ হর হর
হুঁ ফট্ ততঃ পরম্ ॥ ১৮
বহ্নিজায়া ততো দেবি পরবিদ্যাং ততঃ পরম্।
আকর্ষয় ততো দেবি ছেদক কপালিনে ॥ ১৯
গৃহ্ণদ্বয়ং বহ্নিজায়া অনেন বলিমাহরেৎ।
অনেন বলিদানন্তু কুলকর্মসুসিদ্ধয়ে ॥ ২০

দিব্যভাবের সাধক ও বীরভাবে কুলসাধন [তন্ত্রের রহস্য সাধন] করিতে পারেন। কুলপূজায় সর্বজাতীয় শক্তি পূজনীয়। ১৩

কুলপূজায় সিদ্ধবিদ্যাই [কালী তারাদি] বিশেষভাবে সিদ্ধিদায়িনী হন। শ্মশানে, নির্জ্জন রম্যপ্রদেশে; তিন প্রান্তরযুক্ত স্থলে, শূন্য [ফাঁকা] মাঠে, গ্রামে, মৃত্তিকানিম্নে গর্তসদৃশ স্থানে কুলসাধন [তান্ত্রিক রহস্য পূজাদিসাধন] করিবে, বলিদান ব্যতীত পান [মদ্যাদি পান], শ্মশান গমন ব্যতীত জপ-পূজাদি কর্ম সমস্তই অভিচারে পর্যবসিত হয়। সেইহেতু সর্বপ্রযত্নে বলিদানের অনুষ্ঠান করিবে। ১৪-১৬

প্রথমে প্রণব [ওঁকার] উদ্ধৃত করিয়া সেই ওঁকারের চিন্তায় রত হইয়া তারপর "বিকটদ্রংষ্টে" "পরপক্ষং" দুইটি "মোহয়" তারপর দুইটি "খাদয়" বলিয়া দুইটি পরপক্ষং বলিয়া তারপর "যা মাং হিংসিতুমুদ্যতা চ যোগিনী চ হর হর হুঁ ফট্ [বলিবে]। ১৭-১৮

তারপর বহ্নিজায়া দেবী [স্বাহা] তারপর "পর বিদ্যাং" তারপর "আকর্ষয়" তারপর "দেবি ছেদক ক্ষপালিনে" দুইটি "গৃহ্ণ" বহ্নিজায়া [স্বাহা]

ত্রিপান্তরে শ্মশানে বা বলিং দত্ত্বাজ্জপেন্মনুম্।
মহাত্রিপান্তরে দত্ত্বা কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
বলিদানং বিনা কিঞ্চিৎ সাধনং নৈব সাধয়েৎ॥ ২১

[সাধিকায়াঃ প্রকারভেদঃ]

শ্রীদেব্যুবাচ—

সাধকঃ কথিতো দেব সাধিকা কীদৃশী প্রভো॥ ২২

শ্রীশিব উবাচ—

নির্লোভা কামনাহীনা নির্লজ্জা দম্ভবর্জিতা।
শিব-সঙ্গগতা সাধ্বী স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা॥ ২৩
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্ভা প্রশস্তা কুলপূজনে।
চতুর্বর্ণোদ্ভবানাঞ্চ পুরশ্চর্যা বিধীয়তে॥ ২৪
বর্ণসঙ্করতো জাতা হীনজা পরিকীর্তিতা।
লজ্জালাঞ্ছিতভালা যা সা সাক্ষাদ্ ভুবনেশ্বরী॥ ২৫

এইমন্ত্রে বলি আহরণ করিবে। কুলকর্মের উত্তমসিদ্ধির জন্য এই মন্ত্রে বলিদান বিধেয়। মন্ত্রটি সম্পূর্ণ এইরূপ "ওঁ বিকটদংষ্ট্রে পরপক্ষং মোহয় মোহয় খাদয় খাদয় পরপক্ষং মোহয় মোহয় খাদয় যা মাং হিংসিতুমুদ্যতা চ যোগিনী চ হর হর হুঁ ফট্ স্বাহা দেবি পরবিদ্যাম্ আকর্ষয় দেবি ছেদক কপালিনে গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা।" ১৯-২০

তিন মাঠ-সংযুক্তস্থলে অথবা শ্মশানে বলি দিবে এবং মন্ত্রজপ করিবে। অথবা বিশাল তিন মাঠের সম্বন্ধ-যুক্তস্থলে বলি দিলে পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হয়। বলিদান ব্যতীত [এই সময়ে] অন্য কিছু সাধন করিবে না। ২১

[সাধিকার প্রকারভেদ]

শ্রীদেবী বলিলেন—হে প্রভো! সাধকের কথা বলিয়াছেন সাধিকা কিরূপ? ২২

শ্রীশিব বলিলেন—নির্লোভা, কামনাশূন্যা, লজ্জারহিতা, গর্বশূন্যা, শিব-সঙ্গগতা সাধ্বী, স্বেচ্ছায় বিপরীতগামিনী [নিবৃত্তিমার্গগতা] এইরূপ গুণযুক্তা চার বর্ণে জাতা স্ত্রী রম্ভা নামে কথিতা, কুলপূজায় এইরূপ শক্তি [স্ত্রী] প্রশস্তা। চারবর্ণে উদ্ভূত স্ত্রীদের পুরশ্চরণের বিধান আছে। ২৩-২৪

বর্ণসঙ্কর হইতে জাতা স্ত্রী হীনজা বলিয়া কীর্তিতা। এইরূপ হীনজা স্ত্রী

নানাজাত্যুদ্ভবানাঞ্চ সা দীক্ষা কুলপূজনে।
ব্রাহ্মণো হীনজাং দেবীং মনসা বা প্রপূজয়েৎ ॥ ২৬
অজ্ঞাত্বা কৌলিকীং দেবীং পশুবৎ পরিপূজয়েৎ।
পশুবৎ পূজয়েদ্বীরো দীক্ষিতাং বাপ্যদীক্ষিতাম্ ॥ ২৭
শক্তিমাত্রং যজেদ্বীরঃ প্রাপ্তযোগমনাঃ স্মরেৎ।
অষ্টোত্তরশতং দেবি তদ্‌যোগং সুরতে জপেৎ ॥ ২৮
প্রণম্য মনসা দেবীং চুম্বনং মনসা স্মরেৎ।
সুন্দরীং নাগরীং দৃষ্ট্বা এবং সঞ্চিন্তয়েন্নরঃ ॥ ২৯
স এব কালিকাপুত্রঃ সদাশিব ইহাপরঃ।
হট্টে বা মন্দিরে রম্যে ত্রিপান্তে পথি চান্তরে ॥ ৩০
দৃষ্ট্বা চ সুন্দরীং রম্যাং মনসা চ প্রপূজয়েৎ।
তদ্‌যোগং মনসা স্মৃত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৩১
জপং সমর্প্য তাং চুম্ব্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
ভক্ষ্যদ্রব্যং ততস্তাভ্যো ভক্ত্যা চ বিনিবেদয়েৎ ॥ ৩২

যদি লজ্জান্বিতা হয়, যাহার কপালে লজ্জা চিহ্ন থাকে অথবা "হ্রীঁ" বীজের চিহ্ন থাকে সেইরূপ স্ত্রী সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী নামে খ্যাতা। ২৫

কুলপূজায় নানাজাত্যুৎপন্ন স্ত্রীগণের সেই দীক্ষা আছে। ব্রাহ্মণ হীন-জাতীয়া দেবীকে [স্ত্রীকে] পূজা করিবে অথবা মনে মনে পূজা করিবে। ২৬

কৌলিকী দেবীকে [তন্ত্রে উপদিষ্ট অভিষিক্ত স্ত্রীকে] না জানিয়া পশুবৎ পূজা করিবে। বীরসাধক দীক্ষিতা বা অদীক্ষিতা শক্তিকে পশুবৎ পূজা করিবে। ২৭

বীরসাধক যোগযুক্তমনা হইয়া শক্তিমাত্রকে পূজা করিবে, স্মরণ করিবে। হে দেবি! সুরতে তাহার যোগস্মরণ পূর্বক অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। ২৮

দেবীকে [উক্ত স্ত্রীকে] মনে মনে প্রণাম করিয়া মনে মনে চুম্বন স্মরণ করিবে। সাধক মানুষ, সুন্দরী বিদগ্ধা রমণীকে দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিবে। ২৯

যিনি এইরূপ চিন্তা করেন তিনিই কালিকাপুত্র, ইহলোকে তিনি অপর সদাশিব সদৃশ। হাটে, সুন্দর মন্দিরে, তিনমাঠের সংযোগস্থলে, পথে, নির্জনে সুন্দরী রম্যা স্ত্রীকে দেখিয়া মনে মনে পূজা করিবে। মনে মনে তাহার যোগ স্মরণ করিয়া একশত আট জপ করিবে। জপ সমর্পণ করিয়া তাহাকে চুম্বন

যদি দ্রব্যাণি গৃহ্ণন্তি তদা সিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
যদি ভাগ্যবশেনৈব হীনজাং কৌলিকীং পরাম্ ।
পূজয়েন্মনসা বাচা তত্র তত্ত্বং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৩
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা চুম্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।
পুনস্তত্ত্বং চরেত্তত্র জপসংখ্যা রসাতলম্ ॥ ৩৪
ততস্তু পূর্ববৎ কৃত্বা পুরশ্চরণমুচ্চরেৎ ।
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতা সৈব সর্বদা ॥ ৩৫
শাঙ্করী শক্তিকা বাপি বৈষ্ণবী বাপ্যবৈষ্ণবী ।
সর্বদা সাধনে যোজ্যা সাধকানাং কুলার্চনে ॥ ৩৬

[সাধিকায়াঃ পূজনম্]

বাক্যাদ্বা ক্রীড়য়া বাপি ধনাদ্বা মানসং নয়েৎ ।
নাদোষো দ্রব্যদানে চ হীনজা কুলসাধনে ॥ ৩৭

করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তারপর তাহাকে বা সেই শক্তিদিগকে ভক্তিপূর্বক ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিবে। ৩০-৩২

সেই শক্তি বা শক্তিগণ যদি ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন তাহা হইলে নিশ্চিত সিদ্ধি জানিবে। যদি ভাগ্যবশে হীনজাতীয়া পরা [শ্রেষ্ঠা] কৌলিকীকে [অভিষিক্তা স্ত্রীকে] মনে মনে পূজা করে ও বাচিক পূজা করে, তাহা হইলে সেই পূজাতে তত্ত্ব [স্ত্রীমাত্রই কালিকারূপিণী এই তত্ত্ব] চিন্তা করিবে। ৩৩

একশত আট জপ করিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া পুনরায় তত্ত্ব চিন্তা করিবে, সেই তত্ত্বচিন্তায় জপসংখ্যা থাকিবে না। ৩৪

তারপর পূর্ববৎ [চুম্বন ও প্রণাম] করিয়া পুরশ্চরণ করিবে। হীনজাতীয় ব্যক্তিতে সংযুক্তা স্ত্রী সর্বদা দীক্ষিতা [তান্ত্রিকাচারে সংযুক্তা স্ত্রী সর্বদা দীক্ষিতা]। ৩৫

সাধকদিগের কুলপূজায় শৈবী, শক্তিসাধিকা, বৈষ্ণবী বা অবৈষ্ণবী শক্তি সাধন কার্যে সর্বদা নিয়োজ্যা হয়। ৩৬

[সাধিকা স্ত্রীর পূজা]

বাক্যদ্বারা, ক্রীড়াদ্বারা বা ধনের দ্বারা ঐ সকল শক্তির মন নিবে [মনকে সন্তুষ্ট করিবে] কুলসাধনে হীনজাতীয় স্ত্রীকে দ্রব্যদানে কোন দোষ নাই। ৩৭

বিজয়ারসসংযুক্তা হীনজা দীক্ষিতা সদা।
তদ্ভালে বিলিখেন্মায়াং ততঃ সা ভুবনেশ্বরী ॥ ৩৮
হীনজা ভালসংযুক্তা ভুবনা ভুবনেশ্বরী।
হীনজা কুলসামান্যা কুলচক্রং লিখেৎ প্রিয়ে ॥ ৩৯
তত্র পূজাং চরেদ্ যোগী গুরুমার্গক্রমেণ চ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৪০
অথবা শক্তিভালে তু ত্রিপঞ্চারং লিখেৎ প্রিয়ে।
মন্ত্রং বা ত্রিকোণস্থং তত্র পূজাদিকং চরেৎ ॥ ৪১
বজ্রপুষ্পেণ সংলিখ্য বজ্রপুষ্পেণ পূজয়েৎ।
তত্ত্বযোগাজ্জপেদ্বিদ্যাং কলৌ কলুষহারিণীম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৪২
কুলজাষ্টসুতাং শুদ্ধাং রজকীং যোগিনীন্তথা।
নটীং কাপালিকাং বেশ্যাং শৌণ্ডিকাং শ্বপচীং তথা।
বিদগ্ধাং হীনজাং সর্বাং পূজয়েদ্ দ্রব্যদানতঃ ॥ ৪৩
আসাং ভালে লিখেন্মায়াং ততস্তাঃ পরিপূজয়েৎ।
সর্বথা দীক্ষয়েন্নৈতাঃ দীক্ষয়েন্নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৪

বিজয়ারসসংযুক্তা [সিদ্ধিপানযুক্তা] হীনজা স্ত্রী সর্বদা দীক্ষিতা, তাহার কপালে হ্রীঁ বীজ লিখিবে, তাহা হইলে সে ভুবনেশ্বরী হইবে। ৩৮

হে প্রিয়ে। হীনজা স্ত্রী, কপালে মন্ত্রসংযুক্তা হইলে ভুবনা, ভুবনেশ্বরী, কুল-সামান্যা হয়। তারপর কুলচক্র লিখিবে। লিখিয়া সেই চক্রে গুরূপদিষ্টমার্গে যোগী [সাধক] পূজার অনুষ্ঠান করিবে। সেখানে পূজার পর একশত আট জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। ৪০

হে প্রিয়ে। অথবা শক্তির [সেই হীনজা স্ত্রীর] কপালে পাঁচটি ত্রিকোণ লিখিবে বা ত্রিকোণস্থিতরূপে মন্ত্র লিখিবে, লিখিয়া সেখানে পূজাদি করিবে। তিল পুষ্পের দ্বারা লিখিয়া তিল পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে। এবং তত্ত্ব-যোগে [তত্ত্বচিন্তা পূর্বক] কলিতে কলুষহারিণী কালিকার মন্ত্র জপ করিবে। অষ্টোত্তর শত জপ করিলে পুরশ্চরণ হইবে। ৪১-৪২

কুলজা [তন্ত্র সাধনায় পূজ্যা] কন্যা আট প্রকার ইহাঁরা শুদ্ধা বলিয়া কীর্তিত। রজকী, যোগিনী, নটী, কাপালী, বেশ্যা, মদ্যপায়িনী বা মদ্যপায়ীর

নানাজাত্যুদ্ভবা রম্ভা হীনজা পরিকীর্তিতা।
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্ভা দীক্ষয়েদ্‌গুরুমার্গতঃ ॥ ৪৫
হীনজা যদি লভ্যেত তদান্যাং পরিচিন্তয়েৎ।
হীনজাং পূজয়েদ্ যোগী নিঃসঙ্গে নিশি বারতঃ ॥ ৪৬
হীনজাং দ্রব্যদানেন তোষায় তত্ত্বচিন্তনাৎ।
তত্র মন্ত্রঞ্চ যন্ত্রঞ্চ লিখিত্বা পূজয়েদ্ যদি।
স মুক্তঃ কালিকাপুত্রো ন স ভূমৌ প্রজায়তে ॥ ৪৭
কামাখ্যা পূজিতা যেন স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
শক্তিমন্ত্রাঃ ন সিধ্যন্তি কামাখ্যাপূজনং বিনা ॥ ৪৮
ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং বৈশ্যাং শূদ্রাঞ্চ বরবর্ণিনি।
নাহরেদ্ দ্রব্যদানেন হরেচ্চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৯

কন্যা, চাণ্ডালী ও হীনজাতীয়া রতিচতুরা। এই আট প্রকার হীনজতীয়া পরকীয়ান্তর্গতা কন্যাকে দ্রব্যদান দ্বারা পূজা করিবে। ইহাদের কপালে 'হ্রীঁ' বীজ লিখিয়া পরে তাদের পূজা করিবে। ইহাদিগকে কোনপ্রকারে দীক্ষা দিবে না। দীক্ষা দিলে নরকে যাইবে। ৪৩-৪৪

নানাজাতি হইতে উৎপন্না [স্ত্রী] রম্ভা নামে খ্যাতা, তাহাকে হীনজা বলে। চারবর্ণ [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র] হইতে উদ্ভূতা রম্ভা [স্ত্রী] কে গুরূপদিষ্ট রীতিতে দীক্ষিত করিবে। ৪৫

যদি হীনজা কন্যার লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাদের অন্যকে [একজনকে] চিন্তা করিবে। যোগী [তান্ত্রিক সাধক] নিঃসঙ্গ হইয়া রাত্রিতে একবার হীনজাকে পূজা করিবে। ৪৬

হীনজা কন্যাকে দ্রব্য দানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তত্ত্বচিন্তা পূর্বক সাধক সেই হীনজাতে মন্ত্র যন্ত্র লিখিয়া যদি তাহাকে পূজা করে তাহা হইলে সে কালিকাপুত্র হইয়া যায়, পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করে না। ৪৭

যে ব্যক্তি কামাখ্যাদেবীকে পূজা করিয়াছে সে মুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কামাখ্যাদেবীর পূজা ব্যতীত শক্তিমন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ৪৮

হে বরবর্ণিনি ! ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে দ্রব্যদানের দ্বারা সংগ্রহ করিবে না, যদি দ্রব্যদানে তাহাদের প্রাপ্ত করায় তাহা হইলে নরকে যাইবে। ৪৯

আকর্ষিতায় শিষ্যায় প্রত্যানুত্যাঞ্চ দীক্ষিতাম্ ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা তাসাঞ্চাহং বিশেষতঃ ॥ ৫০
আসামভাবে দেবেশি স্বশক্তিং পরিপূজয়েৎ ।
স্বশক্তৌ সিদ্ধমন্ত্রঃ স্যাৎ পশ্চাদ্দেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫১

[সাধিকাশক্তেঃ পূজাপ্রকারঃ]

অঙ্গাবরণপূজাদৌ যদি বা লক্ষ্যতে কুলম্ ।
তদৈব হীনজাং শক্তিং শোধয়েদুক্তবর্ত্মনা ॥ ৫২
হীনজাং শোধয়েদেকাং সিদ্ধমন্ত্রী ত্বলিপ্সিতঃ ।
হীনজা সুপ্রসন্না চেৎ সিদ্ধির্ভবতি সাধকে ॥ ৫৩
সর্বদা হীনজাং শক্তিং সবত্রৈব প্রপূজয়েৎ ।
গুরুনাম চ যন্ত্রঞ্চ পূজয়েৎ কুলমার্গিণম্ ॥ ৫৪
ভৈরবং ভৈরবীং তত্ত্বং মনসা ন প্রকাশয়েৎ ।
কন্যাকোটি-প্রদানেন হেমভারশতস্য চ ।
যৎ ফলং লভতে দেবি তৎ ফলং নিজ-মন্দিরে ॥ ৫৫

তাহাদিগকে আকর্ষিত করিয়া বা শিষ্যা করিয়া বা অনুনয় করিয়া দীক্ষিতা করিয়া পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। আমি [শিব বা কালিকাদেবী] তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে অবস্থান করি। ৫০

হে দেবেশি! ইহাদের [ব্রাহ্মণী প্রভৃতির] অভাবে নিজশক্তিকে পূজা করিবে। নিজশক্তিতে [নিজ শক্তি পূজা করিয়া] মন্ত্রসিদ্ধ হইলে পরে অন্যান্য দেবতাকে পূজা করিবে। ৫১

[সাধিকাশক্তির পূজাপ্রকার]

অঙ্গপূজা ও আবরণ পূজাদিতে যদি কুল [পঞ্চ তত্ত্ব মকার বা পুষ্পাদি] লক্ষিত হয় তাহা হইলে হীনজা শক্তি পূর্বোক্ত রীতিতে শোধিত করিবে। ৫২

গুরূপদিষ্টমন্ত্রপ্রাপ্ত সাধক লিপ্সারহিত হইয়া একজন হীনজাকে শোধন করিবে। হীনজা যদি সাধকের উপর প্রসন্না হয় তাহা হইলে সাধকের সিদ্ধি হয়। ৫৩

হীনজা শক্তিকে সর্বত্র সর্বদা পূজা করিবে। গুরুর নাম, যন্ত্র এবং কুলমার্গীকে [তান্ত্রিক সাধককে] সর্বদা পূজা করিবে। ৫৪

ভৈরব, ভৈরবী তত্ত্বকে মনেও প্রকাশ করিবে না। শতভার সুবর্ণ, কোটি

প্রথমাং দ্বিতীয়ামুক্তাং শক্তিভ্যোঽপি দদেদ্ যদি।
তৃপ্যন্তি দেবতাঃ সর্বা যোগিন্যো ভৈরবাদয়ঃ ॥ ৫৬
পৃথিবীং হেমসম্পূর্ণাং দত্ত্বা যৎ ফলমালভেৎ।
তৎ ফলং কৌলিকাং গেহে পূজায়াং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৫৭
অশ্বমেধাদিকং পুণ্যং কুলীনাং গৃহদর্শনম্।
গবাং কোটিপ্রদাদেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং হীনজাগেহে লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থ-স্নানেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে দেবি কুলীনাং যন্ত্রদর্শনে ॥ ৫৯
কুলীনাং যন্ত্রমালিখ্য যদ্ যৎ কর্ম সমাচরেৎ।
তৎ কর্ম সফলং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
কুলীনাং যন্ত্রমালোক্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
শৈবাঃ শাক্তাশ্চ সৌরাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চ কুলেশ্বরি ॥ ৬১

কন্যা প্রদান করিলে যে ফল হয়, হে দেবি! নিজের মন্দিরে অর্থাৎ তান্ত্রিক বিশেষ পূজাদিতে সেই ফল হয়। ৫৫

উক্ত প্রথমা শক্তি, দ্বিতীয়া শক্তি [রজকী ও যোগিনী] বা শক্তিসকলকে যদি দান করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত দেবতা, যোগিনীগণ, ভৈরব প্রভৃতি তৃপ্ত হন। ৫৬

সুবর্ণপূর্ণ পৃথিবী দান করিয়া যে ফল হয়, কুলিকগৃহে অর্থাৎ কুলমন্দিরে পূজা করিলে সেই ফল নিশ্চিত লাভ করে। ৫৭

অশ্বমেধাদি পুণ্য, কুলীনের [তান্ত্রিকের] গৃহদর্শন, কোটি গরুদান করিয়া মানুষ যে পুণ্যলাভ করে, হীনজার গৃহে সেই ফল লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৫৮

হে দেবি! সাড়ে তিন কোটি তীর্থ স্নানে যে ফললাভ হয়, কুলীদের [পূর্ণাভিষিক্ত সিদ্ধ তান্ত্রিকদের] যন্ত্রদর্শনে সেই ফল হয়। ৫৯

কুলীদের যন্ত্র দেখিয়া যে যে কর্ম করিবে, সেই সেই কর্ম সফল হইবে সত্য, সত্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৬০

হে কুলেশ্বরি! কৌলিকদের [কুলীদের] যন্ত্র দর্শন করিয়া শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব সকলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং সেই শৈব প্রভৃতি

পূজয়ন্তি সদা ভক্ত্যা কুলীনাং গৃহমন্দিরে।
সর্বেষাং যন্ত্রমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
যতো বৈ জায়তে বিশ্বং তস্মাত্তাং পরিপূজয়েৎ ॥ ৬২
যন্ত্রপূজাকৃতো মন্ত্রী ন স যোনৌ প্রজায়তে।
যন্ত্রপূজাং বিনা দেবি ন শক্তিপূজনঞ্চরেৎ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতীশিব-সংবাদে একাদশঃ পটলঃ।

কৌলিকদের গৃহমন্দিরে ভক্তিপূর্বক সর্বদা পূজা করে। সমস্ত যন্ত্র ও মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন দুর্গা, তাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, সুতরাং তাঁহাকে পূজা করিবে। ৬১-৬২

যদি মন্ত্রসাধক ব্যক্তি যন্ত্রপূজা করে, তাহা হইলে সে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। হে দেবি! যন্ত্রপূজা ব্যতীত শক্তিপূজা করিবে না। ৬৩

নিরুত্তরতন্ত্রে একাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি দুর্লভম্ ।
যেন কৃতে লভেৎ সিদ্ধিং দেবানামপি দুর্লভাম্ ॥ ১
ললাটে শক্তিমন্ত্রন্তু ত্রিরাবৃত্ত্যা লিখেদ্বুধঃ ।
তন্মধ্যে কামবীজঞ্চ বিলিখেৎ কামলাঞ্ছিতম্ ॥ ২
কামেন পুটিতং কৃত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
সংপূজ্য কালিকাং দেবীং যন্ত্রঞ্চ পরিপূজয়েৎ ॥ ৩
তত্ত্বচিন্তাপরো যোগী জপেল্লক্ষং নিরাকুলঃ ।
সংগৃহ্য কুলপুষ্পন্তু পূজয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪
সহস্রং তর্পয়েৎ পীঠে যন্ত্রপ্রক্ষালনোদকৈঃ ।
এবং কৃতে লভেৎ সিদ্ধিং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৫
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি পুরশ্চরণমুত্তমম্ ।
শতং ভালে শতং কেশে শতং সিন্দূরমণ্ডলে ॥ ৬

শ্রীশিব বলিলেন—এখন পৃথিবীতে দুর্লভ সাধনের কথা বলিব, যাহা করিলে মানুষ দেবতদেরও দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করে। ১

বিদ্বান ব্যক্তি কপালে তিনবার শক্তিমন্ত্র [হ্রীঁ] লিখিবে, তাহার মধ্যে কাম চিহ্নিত [অধোমুখ ত্রিকোণ চিহ্নিত] কামবীজ [ক্লীং] লিখিবে। ২

কামের দ্বারা অর্থাৎ ক্লীং বীজের দ্বারা শক্তিমন্ত্র পুটিত করিয়া পরমেশ্বরী কালিকার পূজাপূর্বক যন্ত্রপূজা করিবে। ৩

যোগী [তান্ত্রিক সাধক] তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ হইয়া নিরাকুল অর্থাৎ শান্তভাবে এক লক্ষ জপ করিবে। কুলপুষ্প [করবীপুষ্প এবং স্বয়ম্ভু পুষ্পাদি, যাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে] সংগ্রহ করিয়া পুনঃপুনঃ কালিকার পূজা করিবে। ৪

যন্ত্রপ্রক্ষালন জলের দ্বারা, পীঠে এক হাজার তর্পণ করিবে, এইরূপ করিলে সিদ্ধি লাভ করিবে, ইহা সত্য, সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৫

এখন অন্য উত্তম পুরশ্চরণ বলিতেছি ; শক্তির কপালে একশত, কেশে এক শত; সিন্দুরযুক্ত মুখমণ্ডলে একশত, মুখপদ্মে একশত, পুষ্পমুখে দুইশত, স্তনদ্বয়ে

শতমেকং মুখাব্জেষু পুষ্পবক্ত্রে শতদ্বয়ম্ ।
শতদ্বন্দ্বং কুলদ্বন্দ্বে শতঞ্চ নাভিমণ্ডলে ।
শতমেকং কুলাগারে প্রজপেদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৭
এবং দশশতং জপ্ত্বা কুলাগারে ততো জপেৎ ।
পূজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং গজান্তকসহস্রকম্ ॥ ৮
ততস্তু তত্ত্বযোগেন শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ।
পূজনঞ্চ পুনস্তত্র পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৯
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি কুলাগারস্থ সাধনম্ ।
যেন কৃতে মহেশানি সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১০
কুলাগারে কুলাষ্টম্যাং কুলমাহূয় পূজয়েৎ ।
তর্পণঞ্চ জপং হোমং তত্তদক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ১১
কদলীতরুমূলঞ্চ দ্বিগুণং যদি দৃশ্যতে ।
তত্রৈব মহতী পূজা কর্তব্যা বরবর্ণিনি ॥ ১২
তদূধ্বতে ব্রহ্মবক্ত্রেণ হোমং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
হোমং কৃত্বা জপেন্মন্ত্রং কোটি-কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৩

দুই শত, নাভিতে এক শত কুলাগারে [যোনিমণ্ডলে] একশত ভক্তি পূর্বক জপ করিবে । ৬-৭

এইরূপে দশশত জপ করিয়া তারপর কুলাগারে (তান্ত্রিক বিশেষ-পূজাদির গৃহে) জপ করিবে । পূজা করিয়া এগার হাজার মন্ত্র জপ করিবে । ৮

তারপর তত্ত্বমুদ্রাযোগে একশত আট জপ করিবে । সেইখানে (কুলাগারে) পুনরায় পূজা করিবে, তাহা হইলে পুরশ্চরণ হইবে । ৯

এখন অন্যপ্রকার কুলগৃহের সাধন বলিতেছি, যে সাধন করিলে, হে মহেশি ! সমস্ত পাপক্ষয় হইয়া যায় । ১০

কুলাষ্টমীতে অর্থাৎ কৃষ্ণাষ্টমীতে কুলগৃহে কুলকে অর্থাৎ তান্ত্রিক বীরভাব-সাধনসিদ্ধ ব্যক্তিকে বা স্ত্রীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে । তারপর তর্পণ, জপ ও হোম করিবে, করিলে সেই তর্পণাদি অক্ষয় হইবে । ১১

কদলীবৃক্ষের মূল যদি দ্বিগুণ অর্থাৎ একটি বৃক্ষের মূল দুইটি মূলের মত, দেখা যায়, তাহা হইলে সেই মূলে হে বরবর্ণিনি ! মহতী পূজা করিবে । ১২

দ্বিগুণং রজনীমূলং সংবীক্ষ্য যো জপেন্মনুম্।
স ভবেৎ সর্বসিদ্ধীশস্তস্য পুণ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৪
রজনী স্বেচ্ছয়াহূয় সাধকং কুলভূষণম্।
বিপরীতা জপেন্মন্ত্রং তস্যাঃ পুণ্যং ন গণ্যতে ॥ ১৫
রজন্যাথ কুলাগারে পুলিনে নিপুণা যদি।
তৎসমা রজনী কান্তা কমলা বার্থধারিকা।
ত্রিষু লোকেষু সা ধন্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা ॥ ১৬
সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যা মন্ত্র-যন্ত্র-ফলপ্রদা।
তস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তামেব শরণং ব্রজেৎ ॥ ১৭
রজন্যাং রজনীযোগং বিহরেদ্ যদি সাধকঃ।
জপেদ্বা পূজয়েত্তত্র সর্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৮

বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই মূলধৃতস্থলে অগ্নিতে হোম করিবে। হোম করিয়া মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে সেই জপের ফল কোটি কোটি গুণ হইবে। ১৩

যে ব্যক্তি রজনীনামক বৃক্ষের দ্বিগুণ মূল দেখিয়া মন্ত্র জপ করে সে সকল সিদ্ধির অধিপতি হয়, তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা হয় না। অথবা যে সাধক দুইজন রজনীনামক শক্তির (স্ত্রীর) মূল (মুখ) দেখিয়া মন্ত্র জপ করে সে সর্বসিদ্ধ্যধিপতি হয়, তাহার পুণ্য অপরিসীম হয়। ১৪

রজনীদেবী (রজনীনামিকা সাধিকা স্ত্রী) যদি স্বেচ্ছায় কুলসাধককে (তান্ত্রিক সাধককে) আবাহন করিয়া বিপরীতা হইয়া মন্ত্রজপ করে, তাহা হইলে তাহার [সেই স্ত্রীর] পুণ্য গণনা করা যায় না। ১৫

রজনীর সহিত কুলমন্দিরে অথবা নদীতীরে রাত্রিসদৃশী কমনীয়া রজনীদেবী কমলা হন বা অর্থধারিকা হন, সেই রজনীদেবী তিন লোকে ধন্যা, তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-স্বরূপিণী। ১৬

সেই রজনীদেবী সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যাস্বরূপিণী এবং মন্ত্র-যন্ত্রের ফলপ্রদা হন, তাঁর অনুগ্রহমাত্রেই দোষযুক্ত মন্ত্রও সিদ্ধ হয়, সেই হেতু সর্বপ্রকার যত্নে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে। ১৭

সাধক রজনীতে (রাত্রিতে) যদি রজনীদেবীর যোগে বিহার করে, অথবা জপ বা পূজা করে, তাহা হইলে তাহার সেই সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়। ১৮

যেন তেন প্রকারেণ রজনীতোষণং চরেৎ।
বাহ্যাদ্বা ক্রীড়নাদ্বাপি রণাদ্বা তোষয়েৎ সদা ॥ ১৯
যং যং ভাবং রজন্যাঞ্চ তং তং ভাবং প্রকল্পয়েৎ।
অতিরিক্তঃ কৃতো ভাবো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ২০
কলায়াঃ সম্মতিং কৃত্বা সাধয়েৎ কুলসাধনম্।
অন্যথা নরকং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২১

[কুলসাধনম্]

কলাপি সাধকং জ্ঞাত্বা সম্মতিং নৈব জায়তে।
সা চৈবং নরকে ঘোরে বনে[১]দেব [বসেদেব] ন সংশয়ঃ॥ ২২
উভয়োঃ সম্মতিং জ্ঞাত্বা সাধয়েৎ কুলসাধনম্।
অসম্মতকুলাসঙ্গাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ২৩

যে কোন প্রকারে রজনীদেবীর সর্বদা সন্তোষবিধান করিবে। বাহ্য কোন উপায়ে অথবা ক্রীড়াদ্বারা, অথবা রণদ্বারা সর্বদা তুষ্টা করিবে। ১৯

রজনীদেবীতে যে যে ভাব উদ্ভূত হয়, সেই সেই ভাব কল্পনা করিবে। তাহার অতিরিক্ত ভাব যদি করা হয়, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন করিবে। ২০

কলার (প্রথমপটলে স্ত্রীকে কালিকারূপিণী কলাসদৃশী বলা হইয়াছিল, সুতরাং স্ত্রীরূপিণী কলার—এই অর্থ এখানে গ্রহীতব্য) সম্মতি লইয়া কুল-সাধন (তান্ত্রিক রহস্য পূজাদি সাধন) করিবে। নতুবা (সম্মতি না লইলে) নরকে যাইবে, ইহা সত্য সত্য, সন্দেহ নাই। ২১

[কুলসাধন]

কলাও (স্ত্রীও) সাধক (পুরুষ)-কে জানিয়া যদি সম্মতিগ্রহণ না করে, তাহা হইলে সে (স্ত্রী)-ও ঘোর নরকে যায়, ইহাতে সংশয় নাই। ২২

উভয়ের (সাধক ও সাধিকা স্ত্রীর) সম্মতি জানিয়া কুলসাধন (তান্ত্রিক রহস্যসাধন) করিবে। অসম্মত পুরুষ বা অসম্মতা স্ত্রীর আসঙ্গ হইতে সিদ্ধি-হানি হয়। ২৩

১। মুদ্রিত পুস্তকে 'বনেদেব' পাঠ আছে। বন্‌ধাতু ভ্বাদিগণীয় এবং তনাদিগণীয় আছে। শব্দার্থক, হিংসার্থক এবং যাচনার্থক বন্ ধাতু আছে। ধাতুর অনেকার্থ বলিয়া এখানে গমনার্থক গ্রহণ করিতে হইবে।

যো গচ্ছেদ্রজনীগেহে কুলসাধনবর্জিতে।
স এব নরকং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ২৪
ক্রোধাদ্বা কামতো বাপি দ্বেষাদ্বা বরবর্ণিনি।
ন গচ্ছেদ্রজনীগেহং গচ্ছেচ্চ নরকং ব্রজেৎ॥ ২৫
অজ্ঞাত্বা কুলসঙ্কেতং কুলমার্গং বিশেদ্ যদি।
স যাতি নরকং ঘোরং কা কথা পরজন্মনি॥ ২৬
গুরুং বিলঙ্ঘ্য শাস্ত্রেঽস্মিন্ নাধিকারী কদাচন।
গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় কুলপূজাং চরেৎ সুধীঃ॥ ২৭
পশোর্বাপি শঠাদ্বাপি ধূর্তাদ্বা চুল্লুকাদপি।
ন গৃহ্লীয়াৎ সিদ্ধবিদ্যাং গৃহ্লীয়াদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥ ২৮
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥ ২৯
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ।
কুলীনস্তন্ত্রমন্ত্রাণামধিকারীতি গীয়তে॥ ৩০

কুলসাধনরহিত রজনীদেবীর (রজনীনাম্নী স্ত্রীর) গৃহে যে সাধক গমন করে, সে নরকে যায়, ইহা সত্য, সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৪

হে বরবর্ণিনি! ক্রোধবশত, কামবশত বা দ্বেষবশত রজনীর গৃহে গমন করিবে না, করিলে নরকে যাইবে। ২৫

কুলসঙ্কেত (তান্ত্রিক রহস্য পূজাদির প্রকার) না জানিয়া সাধক যদি কুলমার্গে প্রবেশ করে (রহস্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়) তাহা হইলে সে এই জন্মে ঘোর নরকে যায়, পরজন্মে কোন কথা। ২৬

এই তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া কেহ কখনও অধিকারী হয় না। সুধী ব্যক্তি গুরুর আজ্ঞা লইয়া কুলপূজার অনুষ্ঠান করিবে। ২৭

পশুভাবের সাধক হইতে বা শঠ হইতে বা ধূর্ত হইতে বা চুল্লুক (চুলুকবাজ) হইতে সিদ্ধবিদ্যা অর্থাৎ কালী, তারা প্রভৃতির মন্ত্র গ্রহণ করিবে না; করিলে দুঃখভাগী হইবে। ২৮

মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন একপুষ্প হইতে অপর পুষ্পে যায়, সেইরূপ জ্ঞানলুব্ধ সাধক একগুরু হইতে অপর গুরুর নিকট যাইবে। ২৯

আজন্ম চ পরং বস্তু কুলীনায় নিবেদয়েৎ।
শুভে মাসি শুভে পক্ষে শুভে লগ্নে শুভে দিনে ॥ ৩১
পূর্বোক্তমন্ত্রজ্ঞানেন ঘটং সংস্থাপয়েত্ততঃ।
ভূর্জপত্রে সমালিখ্য ঘটে সংস্থাপ্য যত্নতঃ।
তত্র পূজাঞ্চরেদ্ধীমান্ মহাচীনক্রমেণ চ ॥ ৩২
পূজয়িত্বা ততো দেবীং গুরুঃ সূর্যং বিচিন্তয়েৎ।
ততঃ কুলীনামাশ্রিত্য মন্ত্রং তন্ত্রং বিলোকয়েৎ ॥ ৩৩
অভিষেকঞ্চ তত্রৈব কুর্যাৎ কুলপরায়ণঃ।
পশোর্বা চুল্লুকাদ্বাপি ধূর্তাদ্বা কুলপামরাৎ।
সিদ্ধবিদ্যাং ন গৃহ্লীয়াদ্ গৃহ্লীয়ান্নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৪
জপপূজাং তথা হোমং সাধনং সর্বকর্মসু।
সর্বঞ্চ নিষ্ফলং যাতি দুঃখং তস্য পদে পদে ॥ ৩৫

সুতরাং সর্বপ্রযত্নে কুলীন (বীরভাবের সাধনায় সিদ্ধ) গুরুকে আশ্রয় করিবে। কুলীন ব্যক্তিই তন্ত্রাচার ও মন্ত্রের অধিকারী বলিয়া কীর্তিত হন। ৩০

কুলীন গুরুকে আজন্ম শ্রেষ্ঠ বস্তু নিবেদন (প্রদান) করিবে। শুভমাসে, শুভপক্ষে, শুভলগ্নে, শুভদিনে পূর্বকথিত মন্ত্রজ্ঞানে (গুরু, শিষ্যের কি মন্ত্র হইবে তাহা জানিয়া) ঘট স্থাপন করিবেন। ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহা যত্নপূর্বক ঘটে স্থাপন করিয়া ধীমান্ (বুদ্ধিমান্ গুরু) মহাচীন পদ্ধতিক্রমে (তন্ত্রের এক প্রকার পদ্ধতি) সেই ঘটে পূজা করিবেন। ৩১-৩২

গুরু ঐভাবে দেবীর পূজা করিয়া তারপর সূর্যের চিন্তা করিবেন। তারপর কোন কুলীনা (তন্ত্রসাধন সিদ্ধা স্ত্রী)-কে আশ্রয় করিয়া মন্ত্র ও তন্ত্র (তান্ত্রিক আচার) দর্শন করিবেন (চিন্তা করিবেন)। ৩৩

তান্ত্রিকাচারপরায়ণ (গুরু) সেইখানে শিষ্যের অভিষেক করিবেন। পশু-ভাবের সাধক, চুল্লুক বা ধূর্ত পামর তান্ত্রিক সাধক হইতে সিদ্ধবিদ্যা (সিদ্ধ-বিদ্যার মন্ত্র) গ্রহণ করিবে না; করিলে নরকে যাইবে। ৩৪

পূর্বোক্ত পশু, চুল্লুক প্রভৃতি হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমস্ত কর্মে জপ, পূজা, হোম সাধন সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায় এবং মন্ত্র গ্রহণকারীর পদে পদে দুঃখ হয়। ৩৫

কুলদ্রব্যাণি দেবেশি পশ্বাদিভ্যো ন দর্শয়েৎ।
দর্শয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৬

[কুলসাধনে নিয়মাঃ]

কুলপূজাদিকং কর্ম পশোরগ্রে চরেদ্ যদি।
তৎ কর্ম নিষ্ফলং যাতি কা কথা পরজন্মনি ॥ ৩৭
পশোরালাপনাদ্দেবি কুলকর্ম প্রণশ্যতি।
পশোর্দর্শনমাত্রেণ সূর্যদর্শনমাচরেৎ ॥ ৩৮
স এব দ্বিবিধো দেবি দীক্ষিতোঽদীক্ষিতঃ পশুঃ।
দীক্ষিতো হি ভবেৎ পূর্বোঽদীক্ষিতো হি মহাপশুঃ ॥ ৩৯
পূর্বসঙ্গাৎ কুলেশানি সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।
মহাপশুসমাযোগান্ন কুলং শরণং ব্রজেৎ ॥ ৪০
পশুমাত্রসমাযোগাৎ প্রেতরাজ্যাধিপো ভবেৎ।
পশুমাত্রসমাযোগাৎ কুলকর্ম প্রণশ্যতি ॥ ৪১

হে দেবেশি। পশু প্রভৃতিকে (পশু, চুল্লুক, ধূর্ত, পামর প্রভৃতিকে) কুল-দ্রব্য (মৎস্য, মাংসাদি) দেখাইবে না, দেখাইলে সিদ্ধির হানি হইবে এবং রৌরব নরকে যাইবে। ৩৬

[কুলসাধনে নিয়ম]

পশুভাবের সাধকের সম্মুখে যদি কুলপূজাদি [বীর বা দিব্যভাবে পূজাদির অনুষ্ঠান] করে, তাহা হইলে সেই কর্ম নিষ্ফল হয়, পরজন্মে কি কথা [পর-জন্মে অধিক দুর্গতি হয়]। ৩৭

হে দেবি! পশুভাবের সাধকের সহিত আলাপ প্রভৃতি করিলে কুলকর্ম নষ্ট হইয়া যায়। পশুর [পশুভাবের সাধক] দর্শন মাত্রে সূর্যদর্শন করিবে। ৩৮

হে দেবি! সেই পশু দুই প্রকার। দীক্ষিত ও অদীক্ষিত। দীক্ষিত, পূর্ব অর্থাৎ পশুভাবে দীক্ষিতকে পশু বলা হয়। আর যে অদীক্ষিত [পশুভাবেও দীক্ষা নেয় নাই] সে মহাপশু। ৩৯

হে কুলেশ্বরি। পূর্বের অর্থাৎ পশুর সহিত সঙ্গ হইতে সিদ্ধিহানি হয়, আর মহাপশুর সঙ্গ হইলে কুলকে [তান্ত্রিক রহস্য পূজাদি কর্ম] শরণ গ্রহণ করিবে না অর্থাৎ মহাপশুর সঙ্গ করিলে সেই সঙ্গী কুলকর্মের অনধিকারী হইয়া যায়। ৪০

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ।
কুলীনসেবিতস্যাপি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৪২
পশুং শঠঞ্চ ধূর্তঞ্চ চুল্লুকঞ্চ বিশেষতঃ।
ধর্মার্থকামমোক্ষার্থী গুরুত্বেন ন চার্চয়েৎ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতীশিব-সংবাদে দ্বাদশঃ পটলঃ।

পশু [পশুভাব আশ্রয়কারী] মাত্রের সঙ্গ করিলে প্রেতরাজ্যের অধিপতি হয় এবং কুলকর্ম নষ্ট হইয়া যায়। ৪১

সেই হেতু সর্বপ্রযত্নে কুলীন গুরুর [বীর বা দিব্যভাবের সাধনায় সিদ্ধ] শরণ গ্রহণ করিবে। কুলীন গুরুর সেবা করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। ৪২

পশু [পশুভাবাপন্ন] শঠ [বঞ্চক] ধূর্ত [পরানিষ্ঠকারী] বিশেষত চুল্লুক [অপরের দোষ অপরের নিকট যে বলে]-কে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রার্থী ব্যক্তি গুরুরূপে অর্চনা করিবে না। ৪৩

নিরুত্তরতন্ত্রে দ্বাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

তাসাঞ্চ সিদ্ধবিদ্যানাং যস্যা যা যাঃ প্রপূজিতাঃ।
তাস্তাঃ শক্তিবিশেষেণ কথয়স্ব ময়ি প্রভো ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

কুলঞ্চ সর্বজাতীনাং নাকুলীনাং কুলার্চনে।
সিদ্ধবিদ্যাবিশেষেণ সিদ্ধিদা কুলপূজনে ॥ ২
শ্যামাবিদ্যা ন সিধ্যন্তি নাপিতাঙ্গনয়া বিনা।
তারাবিদ্যা ন সিধ্যন্তি চাণ্ডালীগমনং বিনা ॥ ৩
শ্রীবিদ্যা চ ন সিধ্যন্তি ব্রাহ্মণীগমনং বিনা।
ছিন্নমস্তা ন সিধ্যন্তি কাপালীগমনং বিনা ॥ ৪
সিদ্ধবিদ্যা ন সিধ্যন্তি ভূমীন্দ্রতনয়াং বিনা।
জলকান্তগৃহে দেবি ভৈরবী চ সুসিধ্যতি ॥ ৫
মধ্যমা রহিতা প্রোক্তা বিহিতা দ্রুতসিদ্ধিদা।
সাধয়েদ্রজনীং সর্বাং ব্রাহ্মণীং যবনীং বিনা ॥ ৬

শ্রীদেবী [পার্ব্বতী] বলিলেন, হে প্রভো! এই সিদ্ধবিদ্যাসকলের মধ্যে যাহা হইতে [যে স্ত্রী হইতে] যে যে সিদ্ধবিদ্যা পূজিতা হন সেই সেই বিদ্যার শক্তি বিশেষরূপে আমাকে বলুন। ১

শ্রীশিব বলিলেন, কুলপূজায় সর্বজাতীয়া স্ত্রী কুলীনা অর্থাৎ পূজ্যা হয় না। কিন্তু কুলপূজায় বিশেষ সিদ্ধবিদ্যারূপে পূজিত হইলে [বিশেষ বিশেষ স্ত্রী] সিদ্ধিদা হয়। ২

নাপিতকন্যা ব্যতীত কালীবিদ্যা [কালী মন্ত্র] সিদ্ধ হয় না। চাণ্ডালীগমন ব্যতীত তারাবিদ্যা সিদ্ধ হয় না। ৩

ব্রাহ্মণীগমন ব্যতীত শ্রীবিদ্যা সিদ্ধ হয় না। কাপালী [স্ত্রী] গমন ব্যতীত ছিন্নমস্তা সিদ্ধ হয় না। ৪

রাজকন্যা ব্যতীত সিদ্ধবিদ্যা [বগলা] সিদ্ধ হয় না। হে দেবি! জলকান্তা গৃহে [একজাতীয় স্ত্রীর গৃহে] ভৈরবী উত্তম সিদ্ধ হয়। ৫

সর্বাবস্থাং পরিত্যজ্য সাধয়েদ্ দ্বিজজাং দ্বিজঃ।
রাজরাজেশ্বরী সাক্ষাদ্ দ্বিজজারূপধারিণী ॥ ৭

[সিদ্ধবিদ্যায়াঃ সাধনম্]

দ্বিজজাতোষণাদেব দ্রুতং সিধ্যতি সুন্দরি।
শ্রেষ্ঠবর্ণোদ্ভবাং রম্ভাং সাধনে নৈব সাধয়েৎ।
সাধয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৮
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি রজনীং সাধনান্তরাম্।
যস্মিন্ কৃতে ভবেৎ সিদ্ধির্দেবানামপি দুর্লভা ॥ ৯
রজনীদ্বিগুণং বীক্ষ্য সহস্রং যদি সাধকঃ।
পঞ্চাশদ্দিবসং যাবত্তাবচ্চ প্রত্যহং জপেৎ ॥ ১০
সংপূজ্য রজনীং ভূমিং সংগম্য প্রজপেন্মনুম্।
তদা বাদী সুসিদ্ধঃ স্যাজ্জপেৎ ক্ষিতিতনুং বিশেৎ ॥ ১১
পর্বতে হস্তমারোপ্য শতশঃ শুদ্ধভাবতঃ।
কবিতাং লভতে ধীমান্ দেবীলোকং মৃতে ব্রজেৎ ॥ ১২

মধ্যমা, রহিতা, প্রোক্তা ও বিহিতা দ্রুত সিদ্ধিদায়িনী। ব্রাহ্মণী ও যবনী ব্যতীত সকল স্ত্রীকে রজনীরূপে সাধন করিবে। ৬

দ্বিজ [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য] সকল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজজাতাকে [ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা] সাধন করিবে। রাজরাজেশ্বরী [ষোড়শী] সাক্ষাৎ দ্বিজকন্যার রূপধারিণী। ৭

[সিদ্ধবিদ্যার সাধন]

হে সুন্দরি। দ্বিজজাতা কন্যার তোষণ হইতেই দ্রুত সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বর্ণোৎপন্না [ব্রাহ্মণোৎপন্না] রম্ভা নামক কন্যাকে সাধনবিষয়ে সাধ্য [নিজের বশীভূত] করিবে না, যদি তাহাকে [শ্রেষ্ঠ বর্ণোৎপন্না কন্যাকে] বশীভূত করে তাহা হইলে সিদ্ধির হানি হইবে এবং রৌরব নরকে যাইবে। ৮

এখন রজনীদেবীর অন্য সাধন বলিব, যে সাধন করিলে দেবতাদেরও দুষ্প্রাপ্য সিদ্ধিলাভ হইবে। ৯

দ্বিগুণ রজনীবৃক্ষের মূল অথবা রজনী-নামক স্ত্রীদ্বয় দেখিয়া যদি সাধক পঞ্চাশ দিন প্রত্যহ এক হাজার জপ করে, রজনীদেবীকে পূজা করিয়া ভূমিতে গমন করত মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে বাদী সুসিদ্ধ হইয়া যায়, জপ করে এবং পৃথিবীশরীরে প্রবিষ্ট হয়। ১০-১১

পদ্মমধ্যং তথা বিম্বং খঞ্জনং শিখরং তথা।
চামরং বারিবিম্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোরুহম্ ॥ ১৩
ত্রিসূত্রং বীক্ষ্য সংজপ্য শতশঃ শুদ্ধভাবতঃ।
স সর্বরজনীনাথঃ কলৌ কল্পলতা ভুবি ॥ ১৪
সংপূজ্য রজনীগেহং মনুং তত্রৈব সংলিখেৎ।
কলাং বা কনকাস্ত্রেণ দেবীং ধ্যাত্বা পুনর্জপেৎ ॥ ১৫
তদুদ্ভবেন পুষ্পেণ পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ।
স যাতি শিবতাং ভূমৌ কুলদ্রুমগতঃ শুচিঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মতরৌ মহাপদ্মে ধ্যাত্বা দেবীং প্রপূজয়েৎ।
তৎসুধাসারসারেণ তর্পয়েন্মাতৃকামুখে ॥ ১৭
কলাপূজাক্রমেণৈব রজনীবেষ্টিতো যদি।
মহানিশি জপেন্মন্ত্রং ধ্রুবং মোক্ষং স চার্হতি ॥ ১৮

বুদ্ধিমান সেই সাধক পর্বতে হাতের ভর দিয়া শত শত বার শুদ্ধভাবে কবিতা লাভ করে [কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হয়], মৃত্যুর পর দেবীলোকে গমন করে। ১২

পদ্মের মধ্যভাগ, প্রতিমারূপবিম্ব, খঞ্জনপক্ষী, পর্বতাগ্র, চামর, জলে দেবতার প্রতিবিম্ব, তিলপুষ্প, পদ্ম, ত্রিসূত্র [উপবীত] দর্শন করিয়া শতবার শুদ্ধভাবে যদি জপ করে, তাহা হইলে ঐ জপকারী ব্যক্তি সকল রজনীদেবীর নাথ হইয়া কলিতে পৃথিবীতে কল্পলতাসদৃশ হয়। ১৩-১৪

রজনীর গৃহ পূজা করিয়া, সেইখানে মন্ত্র লিখিবে অথবা সুবর্ণনির্মিত ছুরির দ্বারা কলাদেবীর মূর্তি অঙ্কিত করিয়া দেবীকে [রজনীদেবীকে] ধ্যান করিয়া পুনরায় জপ করিবে। ১৫

সেই রজনীদেবী বা কলাদেবী [তন্নামিকা স্ত্রী] হইতে উৎপন্ন পুষ্পের দ্বারা শুদ্ধভাবে কুলবৃক্ষে* বসিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিবে। এইরূপ পূজা করিলে, সেই ব্যক্তি পৃথিবীতে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৬

অশ্বত্থ বৃক্ষে বা বিশাল পদ্মে দেবীকে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। [রজনীদেবীকে বা কলাদেবীকে পূজা করিবে]। সেই অশ্বত্থ বা মহাপদ্মের সারপদার্থের সার দ্বারা মাতৃকাদেবীগণের মুখে তর্পণ করিবে। ১৭

কলা [দেবীরূপে স্ত্রী] পূজা করিয়া রজনীদেবীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া

---

* তন্ত্রে বহেড়া, করঞ্জ, কদম্ব, নিম্ব, যজ্ঞডুমুর, তেঁতুল, অশ্বত্থ, বট, বিল্ব ও আমলকী বৃক্ষকে কুলবৃক্ষ বলে।

তিথিক্রমেণ কামেন রজনীবেষ্টিতো জপেৎ।
তদা মাসেন সিদ্ধিঃ স্যাৎ স্রহস্রজপমানতঃ ॥ ১৯
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং দ্বিগুণং যদি দৃশ্যতে।
মন্ত্রং কলান্তরে দেবি লিখিত্বা কুঙ্কুমেন চ ॥ ২০
তৎপার্শ্বে সাধ্যমালিখ্য তাড়য়েৎ সৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
সাধ্যসূক্তিং জপেত্তত্র কামার্তা তত্র লভ্যতে ॥ ২১
তত্র পূজাং চরেদ্ধীমান্ মহাচীনক্রমেণ চ।
গ্রামে পাতালকে রম্যে শ্মশানে প্রান্তরেঽপি বা ॥ ২২
বিলিখ্য যন্ত্রমন্ত্রঞ্চ কামাখ্যায়াং প্রপূজয়েৎ।
তদা রাজ্যমবাপ্নোতি ইহৈব কুলসুন্দরি ॥ ২৩

[রজনীপূজাদেঃ ফলম্]

মৃতে চ মোক্ষমাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
রজোমূলে রজন্যাস্তু যো যাতি বিল্বপত্রকৈঃ।
দেবীং সহস্রং প্রজপেৎ পিতৃমভ্যর্চ্য কাননে।
তদা রাজ্যমবাপ্নোতি যদি বা ন পলায়তে ॥ ২৪

যদি মহানিশায় মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে জপকারী ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে মোক্ষের যোগ্য হয়। ১৮

তিথিক্রমে কামনাপূর্বক রজনীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া যদি জপ করে, প্রত্যহ এক হাজার জপ করে, তাহা হইলে একমাসে সিদ্ধি হয়। ১৯

অষ্টমীতে বা চতুর্দশীতে দুইগুণ রজনীবৃক্ষ বা দুইগুণ রজনীস্ত্রী যদি দেখে, দেখিয়া কুঙ্কুমের দ্বারা অন্য কলাতে [কলানাম্নী অন্য স্ত্রীর অঙ্গে] মন্ত্র লিখিয়া তাহার পার্শ্বে [সেই মন্ত্রের পার্শ্বে] সাধ্য লিখিয়া সৃষ্টিবৃষ্টির দ্বারা তাড়না করে এবং সেখানে সাধ্যসূক্তি [সাধ্যমন্ত্রসমূহ] জপ করে, তাহা হইলে সেখানে কামার্তাকে লাভ করা যায়। ২০-২১

বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই কলাদেবীতে [কলানাম্নী স্ত্রীতে] মহাচীন পদ্ধতিতে পূজা করিবে। গ্রামে, সুন্দর পাতালে [পাতালসদৃশ গর্তে], শ্মশানে বা প্রান্তরে সেই কলাদেবীর পূজা করিবে। ২২

যন্ত্র ও মন্ত্র লিখিয়া কামাখ্যাতে পূজা করিবে। হে কুলসুন্দরি ! তাহা হইলে এই জন্মেই সাধক রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। ২৩

চিতায়াং রজনীগেহে সংগম্য চ জপেন্মনুম্ ।
যং যং কাময়তে কাম্যং তং তমেব ধ্রুবং লভেৎ ॥ ২৫
পুনশ্চ তত্র সংপূজ্য স্বয়ম্ভূকুসুমেন চ ।
ইহৈব জায়তে সৌখ্যমন্তে চ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬
মহাভূতাদিনে নক্তং শ্মশানে রজনীযুতঃ ।
সহস্রৈকপ্রমাণেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ২৭
রজনীরজসা দেবি পিণ্ডঞ্চ পরিকল্পয়েৎ ।
যন্নাম্না জায়তে পিণ্ডং ন গচ্ছেৎ স যমালয়ম্ ॥ ২৮
রজনীবেষ্টনাদেব যৎ ফলং লভতে প্রিয়ে ।
তস্যাপি ষোড়শাংশঞ্চ চরেন্মার্গেণ লভ্যতে ॥ ২৯

[রজনীপূজাদির ফল]

কামাখ্যায় উক্তরূপে পূজাকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বিল্বপত্র লইয়া রজনীর রজোমূলে গমন করে এবং শ্মশানে দেবীর [রজনীদেবীর] অর্চনা পূর্বক একহাজার জপ করে, সে যদি ভয়াদি বশত শ্মশান হইতে পলায়ন না করে তাহা হইলে রাজ্য প্রাপ্ত হয়। ২৪

রজনীদেবীর গৃহে গমন পূর্বক চিতায় [শ্মশানচিতায়] যদি মন্ত্রজপ করে, তাহা হইলে জপকারী ব্যক্তি যে যে কাম্য বস্তু কামনা করে, তাহা তাহাই নিশ্চিতভাবে লাভ করে। ২৫

পুনরায় সেই রজনীগৃহে স্বয়ম্ভূ পুষ্পের [অবিবাহিতা কন্যার প্রথমজাত পুষ্প দ্বারা] পূজা করিয়া সাধক এই জন্মে সুখ এবং মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ২৬

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যার দিন রাত্রে শ্মশানে রজনীযুক্ত হইয়া এক হাজার পরিমিত জপ করিলে পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হয়। ২৭

হে দেবি! রজনীর রজোদ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। যার নামে পিণ্ড তৈয়ারী করা হইবে সে যমালয়ে [মৃত্যুমুখে] যাইবে না। ২৮

হে প্রিয়ে! রজনীর বেষ্টন হইতে [রজনীলতা শরীরে বেষ্টিত করিলে বা রজনী স্ত্রী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলে] যে ফল লাভ হয়, তাহার ষোড়শ ভাগের এক

শবাসনাধিকফলং লতাগৃহে প্রবেশনম্ ।
তস্যাপি ষোড়শাংশঞ্চ কলাং নার্হন্তি তে শবাঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতীশিব-সংবাদে ত্রয়োদশঃ পটলঃ ।

ভাগ ফল লাভ হইবে, যদি পথে বিচরণ করে [রজনীযুক্ত হইয়া বিচরণ করে]। ২৯

লতাগৃহে প্রবেশ [রজনীদেবীর গৃহে প্রবেশ] শবাসনের অপেক্ষা [শবে বসিয়া জপাদি অপেক্ষা] অধিক ফলপ্রদ। সেই শবসকল অর্থাৎ শবসাধন রজনীবেষ্টনের ফলের ১৬ ভাগের ১ ভাগেরও যোগ্য নয়। ৩০

নিরুত্তরতন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

বেশ্যা চ কীদৃশী দেব প্রশস্তা কুলপূজনে।
কস্যাঃ সংসর্গমাত্রেণ শ্রেষ্ঠো ভবতি সাধকঃ।
নানাকুলগতা বেশ্যা[১] কথং শস্তা কুলার্চনে॥ ১

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন—হে দেব! কুলপূজায় কিরূপ বেশ্যা প্রশস্তা। কার [কোন বেশ্যার] সংসর্গমাত্রে সাধক শ্রেষ্ঠ হয়। নানাকুল [নানা তান্ত্রিক সাধক] গামিনী অথবা নানা বংশগতা বেশ্যা কিরূপে কুলপূজায় প্রশস্তা হয়। ১

১। এখানে বেশ্যা বলিতে কুলটারূপ বেশ্যা যাহা লোকপ্রসিদ্ধ সেইরূপ বেশ্যা মোটেই গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু তান্ত্রিক বীরভাবের সাধনায় বীরভাবের সাধক যে সকল বিশেষ বিশেষ সাধিকা স্ত্রীদগকে পূজাদি করেন এবং যে সকল সাধিকা স্ত্রী সাধক পুরুষকে ভৈরবরূপে চিন্তা করিয়া নিজেরাও সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, সেই সকল স্ত্রীকে তন্ত্রে বেশ্যা বলা হইয়াছে। এই বেশ্যা তান্ত্রিক পারিভাষিক বেশ্যা। এই চতুর্দশ পটলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা:—"বেশ্যাবদ্ ভ্রমতে যস্মাৎ তস্মাদ্ বেশ্যা প্রকীর্তিতা" [নিরুত্তরতন্ত্র ১৪শ পটল—৮ম শ্লোকঃ] অর্থাৎ বেশ্যার মত যেহেতু ভ্রমণ করে, সেই হেতু বেশ্যা বলিয়া কীর্তিতা হয়। এই পটলের ৭ম শ্লোকেও আছে—"দিব্যশক্তির্বীরশক্তিস্তাসাং সংজ্ঞা প্রকীর্তিতা"। এই বেশ্যাগণকে দিব্যশক্তি ও বীরশক্তি নামে অভিহিত করা হয়। ১৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"এবম্বিধা পুরশ্চর্যা বেশ্যায়াশ্চ কুলেশ্বরি। এবম্বিধা ভবেদ্বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে।" শিব পার্বতীকে বলিতেছেন—হে কুলেশ্বরি! হে প্রিয়ে! অঙ্গাদিন্যাস, ধ্যান, জপ, প্রাণায়াম ইত্যাদি পূর্বোক্তরীতিতে বেশ্যার পুরশ্চরণ কথিত হইল। এইরূপ পুরশ্চরণ যাঁরা করেন তাঁহাদিগকে বেশ্যা বলা হয়, এখানে বেশ্যা কুলটারূপ বেশ্যা নয়। এই চতুর্দশ পটলেই আরও বহুস্থলে কুলটার নিষেধ করিয়া সাধিকা স্ত্রীবিশেষগণকে বেশ্যা বলা হইয়াছে। বৈদিক মার্গে স্ত্রীলোকের সেরূপ অধিকার দেওয়া না হইলেও তন্ত্রে সর্বত্র স্ত্রীলোককে পুরুষের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অধিকারিণী বলা হইয়াছে। ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক সম্পাদিত মহানির্বাণতন্ত্রের ৮ম সংস্করণ ২য় খণ্ডের ৭২৫ পৃষ্ঠায় ৩৫৭ সংখ্যক পাদটীকায় বলা হইয়াছে—পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকে তন্ত্রে বেশ্যা বলা হয়। এই বেশ্যা কালী, তারা প্রভৃতির আবরণ দেবতা। ফলত পূর্ণাভিষিক্তা স্ত্রীলোক কালী তারা প্রভৃতির আবরণরূপে পূজিতা হন।

শ্রীশিব উবাচ—

গুপ্তবেশ্যা মহাবেশ্যা কুলবেশ্যা মহোদয়া।
রাজবেশ্যা দেববেশ্যা ব্রহ্মবেশ্যা চ সপ্তধা ॥ ২
কুলজা গুপ্তবেশ্যা স্যান্নির্লজ্জা মদনাতুরা।
পশুভর্ত্রাশ্রিতা লোকে গুপ্তবেশ্যা প্রকীর্তিতা ॥ ৩
কুলজা কুলবেশ্যা চ মহাবেশ্যা প্রকীর্তিতা।
মহাবেশ্যা কুলেশানি স্বেচ্ছয়া চ দিগম্বরী ॥ ৪
কুলবেশ্যা কুলীনা চ বীরপত্নী কুলেশ্বরি।
মহোদয়া সমাখ্যাতা স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা ॥ ৫
রাজবদ্ যা চ বেশ্যা স্যাদ্রাজবেশ্যা প্রকীর্তিতা।
দেবং সংযোজ্য চক্রে চ জপ্ত্বা তু বিন্দুপাতনম্।
ভগলিঙ্গকপালে চ চুম্বয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
এবংবিধা কুলীনা চেদ্ ব্রহ্মবেশ্যা প্রকীর্তিতা ॥ ৬

শ্রীশিব বলিলেন—বেশ্যা সাতপ্রকার, যথা—গুপ্তবেশ্যা, মহাবেশ্যা, কুলবেশ্যা, মহোদয়া, রাজবেশ্যা, দেববেশ্যা ও ব্রহ্মবেশ্যা। ২

তন্ত্রসাধক বংশজাতা, লজ্জাহীনা, কামার্ত্তা [দেবীপ্রাপ্তি কামনা যুক্তা], পশুভাবের সাধককে ভর্তৃরূপে আশ্রয়কারিণী স্ত্রী লোকে গুপ্তবেশ্যা বলিয়া খ্যাতা। ৩

হে কুলেশি। কুল হইতে [তান্ত্রিকক্রিয়া হইতে] জাতা বেশ্যা কুলবেশ্যা নামে খ্যাতা। আর সেই কুলবেশ্যা স্বেচ্ছায় দিগম্বরীই মহাবেশ্যা নামে খ্যাতা। ৪

হে কুলেশ্বরি। কুলবেশ্যা যদি তান্ত্রিকসাধনরতা হইয়া বীরভাবের সাধকের পত্নী হয়, স্বেচ্ছায় বিপরীতগামিনী অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গগা হয়, তাহা হইলে, সে মহোদয়া নামক বেশ্যা বলিয়া খ্যাতা হয়। ৫

যে বেশ্যা রাজার মত অর্থাৎ রাজার মত স্বাধীনা তাহাকে রাজবেশ্যা বলা হয়। চক্রে দেবতার সংযোগ করাইয়া জপ করিয়া যে বিন্দুপাত করা হয় এবং ভগ, লিঙ্গ ও কপালে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করে তদ্‌জাতা বেশ্যা দেববেশ্যা নামে খ্যাত। আর ঐরূপ দেববেশ্যা যদি কুলীনা অর্থাৎ তান্ত্রিক রহস্য-পূজাদিসাধনকারিণী হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্মবেশ্যা বলিয়া কীর্তিত হয়। ৬

[কুলকর্মণঃ বেশ্যাবর্ণনম্]

দিব্যশক্তির্বীরশক্তিস্তাসাং সংজ্ঞা প্রকীর্তিতা।
চতুর্বর্ণোদ্ভবানাঞ্চ সংজ্ঞিতাঃ পরিভাষিতাঃ ॥ ৭
বেশ্যাবদ্ ভ্রমতে যস্মাত্তস্মাদ্বেশ্যা প্রকীর্তিতা।
বর্ণসঙ্করতো জাতা সর্ববেশ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৮
কুলমার্গে প্রবৃত্তা যা সা বেশ্যা মোক্ষদায়িনী।
চুম্বনালিঙ্গনাঘাতং রতিবিগ্রহদর্শনম্[১]।
আমন্ত্রণং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ ভগলিঙ্গস্য কীর্তনম্।
বেশ্যানাঞ্চ জপাঙ্গেদং শঙ্করেণ পুরোদিতম্ ॥ ৯
জপাঙ্গেন বিনা বেশ্যা ন কুর্যাৎ স্থিরসঙ্গমম্।
জপাঙ্গং প্রত্যহং কুর্যাৎ সা শিবৈঃ সহ মোদিতা ॥ ১০
নিশায়াং প্রজপেন্মন্ত্রং স্বয়ম্ভূশিবযোগতঃ।
বেশ্যানাং জপমাত্রন্তু পুরশ্চরণমুচ্যতে।
বিপরীতা জপেন্মন্ত্রং সা কালী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১

[কুলকর্মের বেশ্যাবর্ণনা]

সেই বেশ্যাদের আবার দিব্যশক্তি ও বীরশক্তি নাম কীর্তিত হয়। চারবর্ণ হইতে উৎপন্ন বেশ্যাগণের এসব নাম বলা হইয়াছে। ৭

যেহেতু ইঁহারা বেশ্যার মত ভ্রমণ করেন সেইহেতু ইঁহাদিগকে বেশ্যা বলা হয়। বর্ণসঙ্কর হইতে জাতদিগকে সর্ববেশ্যা বলা হয়। ৮

যে বেশ্যা কুলমার্গে অর্থাৎ তান্ত্রিকবিশেষসাধনে প্রবৃত্তা হন, তিনি মোক্ষদায়িনী। শঙ্কর পূর্ব্বে বলিয়াছেন—চুম্বন, আলিঙ্গন, আঘাত, রতিবিগ্রহদর্শন, তিনসন্ধ্যা আমন্ত্রণ, ভগ ও লিঙ্গের কীর্ত্তন – এইগুলি বেশ্যাদের জপের অঙ্গ। ৯

জপাঙ্গ ব্যতীত বেশ্যা স্থির সঙ্গম করিবে না, প্রত্যহ শিবের [শিবদের, সাধকদের] সহিত আনন্দিতা হইয়া সেই বেশ্যা জপাঙ্গ করিবে। ১০

স্বয়ম্ভূশিবের যোগবশত রাত্রিতে [বেশ্যা] মন্ত্র জপ করিবে। বেশ্যাদের

১। এখানে আলিঙ্গনের অর্থ অঙ্গাদিন্যাস, চুম্বনের অর্থ ধ্যান, আঘাতের অর্থ প্রাণায়াম, রতিবিগ্রহদর্শনের অর্থ জপ, আমন্ত্রণের অর্থ দেবতার আবাহন, ভগলিঙ্গের কীর্ত্তনের অর্থ শিবকালীর নাম উচ্চারণ, বিপরীতার অর্থ—কুল-কুণ্ডলিনীকে সহস্রারস্থিতা শিবের সহিত যোগকরণ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিপরীতভাবালম্বন।

যোষিতাং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্ বিপরীতরতৌ প্রিয়ে।
বিপরীতরতৌ জপ্ত্বা সর্বসম্পত্তিমালভেৎ ॥ ১২
বিপরীতরতৌ জপ্ত্বা কালীবদ্বিহরেৎ ভুবি।
বিপরীতরতা কালী বিপরীতা চ তারিণী।
বিপরীতা চ যা বেশ্যা সা কালী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩
যোষিদ্বিদ্যা ন সিধ্যন্তি বিপরীতরতিং বিনা।
বিপরীতরতা বেশ্যা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ॥ ১৪
গাঢ়মালিঙ্গনং দত্ত্বা চুম্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
কটাক্ষে দর্শয়েদ্ যন্ত্রং দক্ষিণা কৌলিকীরিতা ॥ ১৫
এবম্বিধা পুরশ্চর্যা বেশ্যায়াশ্চ কুলেশ্বরি।
এবম্বিধা ভবেদ্বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে ॥ ১৬
কুলটাসঙ্গমাদেব রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
বীরশক্তির্ভবেদ্ বেশ্যা সা শস্তা স্বস্বসাধনে ॥ ১৭

জপমাত্রই পুরশ্চরণ বলিয়া কীর্তিত হয়। যে বেশ্যা বিপরীতা হইয়া নিবৃত্তি-মার্গগা মন্ত্র জপ করেন, তিনি কালী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১১

হে প্রিয়ে! বিপরীত রতি[১]তে স্ত্রীগণের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। বিপরীত রতিতে জপ করিয়া [তাঁহারা] সর্ব্বসম্পত্তিলাভ করেন। ১২

বিপরীত রতিতে জপ করিয়া কালীর মত পৃথিবীতে বিহার করিবে। কালী বিপরীতরতা, তারিণী বিপরীতা। যে বেশ্যা বিপরীতা সে কালী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৩

বিপরীত রতিব্যতীত যোষিদ্‌বিদ্যা সিদ্ধ হয় না, যে বেশ্যা বিপরীতরতা তিনি তিনলোকে পূজিতা। ১৪

গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া, পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া কটাক্ষে যিনি যন্ত্রপ্রদর্শন করেন তিনি দক্ষিণা কৌলিকী বলিয়া খ্যাতা হন। ১৫

হে কুলেশ্বরি! বেশ্যার এইরূপ পুরশ্চরণ কীর্তিত হইয়াছে। আর এইরূপ [পূর্বোক্ত] স্ত্রী এখানে বেশ্যা নামে কথিত, হে প্রিয়ে! কুলটা [পরপুরুষ-গামিনী] কে এই তন্ত্রসাধনায় বেশ্যা বলা হয় না। ১৬

১। নিবৃত্তিমার্গের সাধনই বিপরীত রতি।

পুরশ্চর্যাশ্চ তা বেশ্যা যোজয়েৎ কুলসাধনে।
শিবলিঙ্গগতা সাধ্বী শিবলিঙ্গগতা সতী।
শিবলিঙ্গগতা বেশ্যা কীর্তিতা সা পতিব্রতা॥ ১৮
যোনিশ্চ জনিকা মাতা লিঙ্গশ্চ জনকঃ পিতা।
বিভাব্য পিতরৌ ভাবং উভয়োঃ পরিচিন্তনম্॥ ১৯
লিঙ্গরূপো মহাকালো যোনিরূপা চ কালিকা।
তয়োর্যোগপরা ধন্যা তয়োর্যোগপরো মহান্॥ ২০
স্বভৈরবং বিনা বেশ্যা শিবপূজাং করোতি যা।
রৌরবে নরকে ঘোরে বসেদাহূতসংপ্লবম্॥ ২১
স্বভৈরবীং বিনা বীরো মনসা নৈব সংস্মরেৎ।
স্মরেচ্চ নরকং যাতি মহাব্যাধিপরো ভবেৎ॥ ২২

কুলটাসঙ্গমে রৌরব নরক গমন করে। বীরসাধকের শক্তি যে বেশ্যা তিনি নিজ নিজ [সাধক ও সাধিকার] সাধনে প্রশস্তা। ১৭

কুলসাধনে [তান্ত্রিক বীরভাবের সাধনে] পুরশ্চরণবিষয়ে সেই সকল বেশ্যাকে নিযুক্ত করিবে। শিবলিঙ্গগতা সাধ্বী, শিবলিঙ্গগতা সতী, শিবলিঙ্গগতা যিনি তিনি বেশ্যা, তিনি পতিব্রতা বলিয়া কীর্তিত হন। ১৮

যোনি হইতেছে সন্তানজনিকা মাতা, লিঙ্গ হইতেছে সন্তানজনক পিতা। যোনি ও লিঙ্গকে মাতাপিতারূপে চিন্তা করিয়া উভয়ের ভাব চিন্তা করিবে [মাতৃপিতৃভাবে চিন্তা করিলে, যোনি ও লিঙ্গের চিন্তা বিদূরিত হইয়া জগন্মাতৃ কালিকা ও জগৎপিতৃ শিব চিন্তার উদয় হইবে]। ১৯

মহাকাল লিঙ্গরূপী, কালিকা যোনিরূপা। সেই মহাকাল ও কালিকার যোগ অর্থাৎ সামরস্যচিন্তাকারিণী স্ত্রী ধন্যা এবং ঐ চিন্তাকারক পুরুষ মহান্ হন। ২০

যে বেশ্যা নিজ ভৈরব ব্যতীত শিবপূজা করে, সে প্রলয়কাল পর্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে। ২১

বীর সাধক নিজ ভৈরবী [বিবাহিতা পত্নী] ব্যতীত পরস্ত্রীকে মনেও স্মরণ করিবে না, যদি স্মরণ করে, তাহা হইলে নরকে যাইবে এবং মহাব্যাধিতে পীড়িত হইবে। ২২

নানাবীরাশ্রিতা বেশ্যা পশুবেশ্যা কুলেশ্বরি।
সা বেশ্যা নরকং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ২৩
কামাদ্বা লোভতো বাপি ধনাদ্বা বরবর্ণিনি।
নানাবীরাশ্রিতা বেশ্যা বেশ্যা চ নরকং ব্রজেৎ॥ ২৪
নানাবীরাশ্রিতা বেশ্যা পশুসঙ্গগতা চ যা।
বর্জনীয়া প্রযত্নেন কুলসাধনকর্মণি।
যোজ্যা চেৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ ভ্রষ্টবেশ্যা কুলার্চনে॥ ২৫
রোগঃ শোকো ভবেত্তস্য ধনহানিঃ ক্ষণে ক্ষণে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন স্বশিবঞ্চ সমাশ্রয়েৎ॥ ২৬
জপপূজাদিকং বেশ্যা স্বশিবে পরিকল্পয়েৎ।
পুষ্পিতা কামমাপন্না সদা রমণমিচ্ছুকা।
সর্বসিদ্ধিপ্রদা বেশ্যা কালিকারূপধারিণী॥ ২৭
পিতৃভূমিঃ সমাখ্যাতা সদাশিবনিবাসিনী।
শিব এব নরো জ্ঞেয়ো লিঙ্গরূপধরো যতঃ॥ ২৮

হে কুলেশ্বরি! যে বেশ্যা অনেক বীর সাধককে আশ্রয় করে সে পশুবেশ্যা। সেই বেশ্যা নরকে যায়, ইহা সত্য, সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৩

হে বরবর্ণিনি! যে বেশ্যা কামবশত বা লোভবশত বা ধনবশত নানা-প্রকার বীরসাধককে আশ্রয় করে, সে নরকে গমন করে। ২৪

নানা বীরভাবের সাধককে যে বেশ্যা আশ্রয় করে এবং যে বেশ্যা পশু-ভাবের সাধকে সঙ্গতা হয়, কুলসাধন কর্মে সেই উভয় প্রকার বেশ্যাকে যত্ন-পূর্বক বর্জন করিবে, যদি সেইরূপ ভ্রষ্ট বেশ্যাকে কুলকর্মে নিযুক্ত করে, তাহা হইলে কুলপূজায় সিদ্ধিহানি হইবে। ২৫

সেই ভ্রষ্টবেশ্যার নিয়োগকারীর রোগ, শোক এবং প্রতিক্ষণে ধনহানি হইবে। সেই হেতু সর্বপ্রকার প্রযত্নে নিজের শিবকে [ভৈরবকে] আশ্রয় করিবে। ২৬

বেশ্যা নিজ শিবে [ভৈরবে] জপ পূজা প্রভৃতি করিবে। সেই বেশ্যা পুষ্পিতা হইয়া সর্বদা কামভাবপ্রাপ্ত রমণেচ্ছু হইলে সর্বসিদ্ধিপ্রদা কালিকা-রূপধারিণী হয়। ২৭

শ্মশানভূমি সদাশিবের নিবাসস্থল বলিয়া খ্যাত। মানুষকে শিব বলিয়া জানিবে, যেহেতু লিঙ্গরূপধারী। ২৮

শিবস্থানং শ্মশানং স্যাৎ শ্মশানং কুলজং গৃহম্ ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি ।
শ্মশানে নাগতে নার্চেৎ অবশ্যং পশুবস্তবেৎ ॥ ২৯

তন্মন্ত্রং পূজিতং যেন সর্বং মন্ত্রং প্রপূজিতম্ ।
তত্র সংজপ্য দেবেশি নির্বাণপদবীং পূজেৎ ॥ ৩০

মাতৃমুখে পিতৃমুখং দত্ত্বা জপেৎ কালীং সনাতনীম্ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো নির্বাণপদবীং ব্রজেৎ ॥ ৩১

পরস্মিন্ গুপ্তবেশ্যা বাপ্যথবা কুলীনো ভবেৎ ।
শুক্রোৎসারণকালস্তু নির্বাণং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ৩২

তৎকালস্তু মহাকালঃ ফলমার্গপ্রবেশিনাম্ ।
শুক্রোৎসারণকালস্তু কায়েন মনসাপি বা ।
অঙ্গভঙ্গক্রমেণৈব কুলীনায় প্রকাশয়েৎ ॥ ৩৩

[সাধনবিশেষকালবর্ণনম্]

শুক্রোৎসারণকালস্য জ্ঞাপনাৎ কালিকা স্বয়ম্ ।
জপাঙ্গে কালিকা দেবী মহাকালং বিমোহয়েৎ ॥ ৩৪

শ্মশান শিবের স্থান, শ্মশান কুলজগৃহ [কুলকর্মের গৃহ]। উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশীতে শ্মশানে না আসিয়া সাধক যদি অর্চনা না করে, তাহা হইলে যে [সাধক বা সাধিকা] পশুর মত হইয়া যায়। ২৯

যে সেই শিবের মন্ত্রের পূজা করে, সে সব মন্ত্রের পূজা করে, হে দেবেশি ! সেই শ্মশানে যে জপ করে, সে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। ৩০

মাতৃমুখে পিতৃমুখ দিয়া [শিবকালীর অভেদ ভাবিয়া] যে নিত্যা [সনাতনী] কালীর জপ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নির্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। ৩১

উক্ত ব্যক্তি পরজন্মে গুপ্তবেশ্যা অথবা কুলীনা হয়। হে পার্বতি ! শুক্রোৎসারণের কালকে (দক্ষিণান্ত করার কালকে) নির্বাণ বলিয়া জানিবে। সেই কালটি (দক্ষিণান্ত কালটি) ফলমার্গে প্রবেশকারিগণের অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তেচ্ছুগণের মহাকালস্বরূপ জানিবে। কায়ের দ্বারা বা মনের দ্বারা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কুলীনের [তন্ত্রের বিশেষ সাধনসিদ্ধ] নিকট সেই শুক্রোৎসারণকাল অর্থাৎ কুলকর্মের দাক্ষিণান্তকাল প্রকাশ করিবে। ৩২-৩৩

কুলীনা ব্রহ্মবেশ্যা চেন্নাল্পস্য তপসঃ ফলম্ ।
বহূনাং জন্মনামন্তে ব্রহ্মবেশ্যা প্রজায়তে ॥ ৩৫
ত্বৎসমা প্রকৃতিঃ কাচিদ্ যদস্তি ভূমিমণ্ডলে ।
ন [ত্বন্যা][১] তথা ত্বৎসমা শক্তিস্ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ।। ৩৬
সা চৈব দক্ষিণা কালী মদনাতুরবিহ্বলা ।
বেদেভ্যো জায়তে কর্ম কর্মণা বন্ধনং ভবেৎ ।
বৈদিকং কর্ম সন্ত্যজ্য সুরতেষু সদা জপেৎ ।। ৩৭
আগমোক্তপতিঃ শম্ভুরাগমোক্তপতি র্গুরুঃ ।
স্বপতিঃ কুলজায়াশ্চ ন পতিশ্চ বিবাহিতঃ ।। ৩৮
বিবাহিতপতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চনে ।
বিবাহিতং পতিং নৈব ত্যজেদ্ বেদোক্তকর্মণি ॥ ৩৯

[সাধনবিশেষের কাল]

শুক্রোৎসারণকালের জ্ঞাপন করিলে কালিকা স্বয়ং জপান্তে [আলিঙ্গনাদিতে] মহাকালকে বিমোহিত করেন। ৩৪

কুলীনা [তান্ত্রিকরহস্য পূজাদি সাধনরতা] হইয়া যে ব্রহ্মবেশ্যা হওয়া, তাহা অল্প তপস্যার ফল নয়। বহুজন্মের শেষে ব্রহ্মবেশ্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৩৫

তোমার [পার্বতীর] সদৃশী কোন প্রকৃতি পৃথিবীমণ্ডলে যদি থাকে, তাহা হইলে সেই কুলীনা ব্রহ্মবেশ্যা। কিন্তু সেই কুলীনা ব্রহ্মবেশ্যা ব্যতীত তোমার সদৃশী প্রকৃতি তিনলোকে কীর্তিত হয় না। ৩৬

সেই কুলীনা ব্রহ্মবেশ্যা মদনাতুরা, বিহ্বলা দক্ষিণাকালীস্বরূপিণী, বেদ হইতে কর্মের উৎপত্তি, কর্মের দ্বারা আবার বন্ধন হয়। সেইহেতু বৈদিককর্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সুরতে [কালী ও শিবের ধ্যানে তন্ময় হইয়া] জপ করিবে। ৩৭

আগমে [তন্ত্রে] কথিত সাধনের পতি শিব, আগমোক্ত সাধনের পতি গুরু; সুতরাং কুলজা স্ত্রীর নিজপতি হইতেছেন শিব, বিবাহিতপতি পতি নয়। ৩৮

১। শ্লোকে "তথা" পাঠের স্থলে বন্ধনীমধ্যে "ত্বন্যা" এইরূপ পাঠ করিয়া অর্থ করা হইয়াছে, নতুবা অর্থের সঙ্গতি হয় না। মুদ্রিত পুস্তকের "তথা" পাঠটি ভুল হইতেও পারে।

আগমোক্তপতিস্ত্রাতা আগমোক্তপতিঃ শিবঃ।
সিদ্ধবিদ্যা ন সিধ্যন্তি আগমোক্তপতিং বিনা ॥ ৪০
আগমোক্তপতির্দেবি যোষিতাং মোক্ষদায়কঃ।
কালীং নৈব যজেদ্ যোষিদাগমোক্তপতিং বিনা ॥ ৪১
কুলজা গুরবে দেবি পতিত্বে বরণঞ্চরেৎ।
তদা সা গুপ্তবেশ্যা স্যাৎ কুলজা চ পতিং বিনা ॥ ৪২
গুপ্তবেশ্যা ভবেৎ সৈব কুলমার্গপ্রবর্তিতা।
কুলমার্গপ্রসক্তা যা সা মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩
কুলজা গুরবে দেবি যদি ন স্যাৎ পতীচ্ছুকা।
তস্যাঃ শিবো মহাকালঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
ষোড়শাব্দা সদা সা স্যাৎ কালী বিক্রমতৎপরা।
তারা পঞ্চদশাব্দা চেৎ চতুর্দশাব্দা চ সুন্দরী ॥ ৪৫
ত্রয়োদশী চোন্মুখী সা দ্বাদশাব্দা চ ভৈরবী।
একাদশগুণোপেতা ব্রহ্মবেশ্যা কুলেশ্বরি ॥ ৪৬

কুলপূজায় [তান্ত্রিকবিশেষ পূজায়] বিবাহিত পতিত্যাগে দোষ হয় না, কিন্তু বেদোক্তকর্মে বিবাহিত পতিকে ত্যাগ করিবে না। ৩৯

আগমোক্তপতিই সংসারত্রাতা, আগমোক্তপতি হইতেছেন শিব। আগমোক্তপতি ব্যতীত সিদ্ধবিদ্যা [কালী প্রভৃতি বা তাঁহাদের মন্ত্র] সিদ্ধ হয় না। ৪০

হে দেবি! তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পতিই স্ত্রীগণের মোক্ষদায়ক। আগমোক্ত পতি ব্যতীত স্ত্রীলোক কালীর পূজা করিবে না। ৪১

হে দেবি! কুলজা স্ত্রী গুরুকে পতিরূপে বরণ করিবে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী নিজপতি বিনা [নিজপতি বর্জন করিয়া] গুপ্তবেশ্যা হইবে। ৪২

সেই কুলজা স্ত্রী [গুরুকে পতিত্বে বরণ করিলে] গুপ্তবেশ্যা হইবে এবং কুলমার্গে প্রবৃত্তা হইবে। যে স্ত্রী কুলমার্গে [তান্ত্রিকবিশেষ আচারে] প্রসক্তা, সে মুক্ত, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪৩

হে দেবি! কুলজা স্ত্রী যদি গুরুকে পতিরূপে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে মহাকাল শিব তাহার পতি হন, ইহা সত্য, সত্য, সন্দেহ নাই। ৪৪

মহাকাল শিব যাহার পতি হন, সেই স্ত্রী যদি ষোল বৎসর বয়স্কা হয়,

মহাসাধ্বী সমাখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা।
স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে যা যাস্তিষ্ঠন্তি চাঙ্গনাঃ।
সর্বাসামপি ভর্তা চ দিব্যো বীরশ্চ সাধকঃ ॥ ৪৭
যোগী দিব্যো যদা বীরঃ সর্বনারীপতির্ভবেৎ।
দিব্যোঽপি বীরভাবেন সর্বজাত্যুদ্ভবাং যজেৎ ॥ ৪৮

[সপ্তবেশ্যায়াঃ সপ্ততীর্থত্বম্]

গুপ্তবেশ্যা মহাবেশ্যা অযোধ্যামথুরাপ্রিয়ে।
মায়া চ কুলবেশ্যা স্যাৎ মহোদয়া চ কালিকা ॥ ৪৯
রাজবেশ্যা দেববেশ্যা দ্বারকা পরিকীর্তিতা।
কাঞ্চী চ রাজবেশ্যা স্যাদ্ দেববেশ্যা অবন্তিকা।
দ্বারাবতী ব্রহ্মবেশ্যা সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা ॥ ৫০
কুলীনা ভগবতী স্নাক্ষাৎ কালী তারা সরস্বতী।
কুলীনা ভৈরবী রাধা কুলীনা ছিন্নমস্তকা ॥ ৫১

তাহা হইলে সর্বদা বিক্রমপরায়ণা কালী [কালীসদৃশী] হয়। পনর বৎসর বয়স্কা হইলে তারা হয়, চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা হইলে ষোড়শী হয়, তের বৎসর বয়স্কা হইলে উন্মুখী হয়, বার বৎসর বয়স্কা ভৈরবী হয়। হে কুলেশ্বরি! একাদশগুণ-যুক্তা অর্থাৎ এগার বৎসর বয়স্কা হইলে ব্রহ্মবেশ্যা হয়, সেই স্ত্রী মহাসাধ্বী বলিয়া খ্যাতা হয় এবং তিনলোকে দুর্লভা হয়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যত যত স্ত্রী আছে, সেই সকলের পতি হন দিব্যসাধক বা বীরসাধক। বীরসাধক যখন দিব্যভাবের যোগী হন, তখন সকল নারীর পতি হন। আবার দিব্যভাবের সাধক বীরভাবে সকল জাত্যুৎপন্ন স্ত্রীকে পূজা করিতে পারেন।৪৫-৪৮

[সপ্তবেশ্যার সপ্ততীর্থত্ব]

হে প্রিয়ে! গুপ্তবেশ্যা ও মহাবেশ্যা যথাক্রমে অযোধ্যা ও মথুরা-স্বরূপিণী, কুলবেশ্যা মায়া অর্থাৎ হরিদ্বার কনখল স্বরূপিণী, আর মহোদয়া কালিকা-রূপিণী, রাজবেশ্যা ও দেববেশ্যা দ্বারকা তীর্থরূপে কীর্তিতা, রাজবেশ্যা কাঞ্চী-তীর্থরূপিণী, দেববেশ্যা অবন্তী তীর্থরূপা, ব্রহ্মবেশ্যা দ্বারাবতী তীর্থস্বরূপিণী, এই সাতজন বেশ্যা [পূর্বকথিত] মোক্ষদায়িনী। ৪৯-৫০

কুলীনা স্ত্রী [তান্ত্রিক বিশেষ সাধনসম্পন্না] সাক্ষাৎ ভগবতী, কালী, তারা, সরস্বতীস্বরূপা; কুলীনা ভৈরবীস্বরূপা, রাধাস্বরূপা ও ছিন্নমস্তারূপা। ৫১

কুলীনা সুন্দরী দেবি কুলীনা মহিষমর্দ্দিনী।
কুলীনা ভুবনা বালা কুলীনা বগলামুখী ॥ ৫২
ধূমাবতী কুলীনা চ মাতঙ্গী কুলীনা প্রিয়ে।
কুলীনা চান্নপূর্ণা চ ত্রিপুটা ত্বরিতা তথা ॥ ৫৩
পতিব্রতা কুলীনা চ সতী সাধ্বী মহোদয়া।
কুলীনা মন্ত্রতন্ত্রাণাং সিদ্ধিদা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪
কুলজা দেবকন্যা চ কুলীনা যোগিনীগণাঃ।
রম্ভোর্বশী রতীরামা তিলোত্তমা কুলসুন্দরি।
এতাঃ সর্বাঃ পৃথগ্ বেশ্যা বিহরন্তি কুলাত্মজাঃ ॥ ৫৫
কুলজাঃ কুলবেশ্যা যাঃ কুলধর্মপরায়ণাঃ।
পশুভর্ত্রাশ্রিতা লোকে কামকৌতুকলালসাঃ ॥ ৫৬
কুলবর্ত্মক্রমেণৈব সদৈব রমণোৎসুকাঃ।
বিদগ্ধা বীরভাবেন বীরগোপনতৎপরাঃ।
বিহিতান্যাং হীনজাতাং পূজয়েদথবা যতঃ ॥ ৫৭

হে দেবি! কুলীনা সুন্দরীরূপা, কুলীনা মহিষমর্দিনীস্বরূপা, ভুবনেশ্বরী-স্বরূপা, বালাস্বরূপা, বগলামুখীস্বরূপা। ৫২

হে প্রিয়ে! কুলীনা ধূমাবতীরূপা, মাতঙ্গীরূপা, অন্নপূর্ণারূপা, ত্রিপুটা ও ত্বরিতারূপা। ৫৩

কুলীনা পতিব্রতা, সতী, সাধ্বী, মহোদয়া। মন্ত্র ও তন্ত্রের [তন্ত্রাচারের] সিদ্ধিদায়িনী, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ৫৪

কুলীনা দেবকন্যাস্বরূপা এবং কুলীনা যোগিনীগণস্বরূপা [পঞ্চদশযোগিনী-রূপা]। হে কুলসুন্দরি! রম্ভা, উর্বশী, রতি, রমা, তিলোত্তমা—ইহারা সকলে পৃথক্ বেশ্যা কুলকন্যারূপে বিহরণ করে। ৫৫

যাহারা কুলজা, কুলবেশ্যা এবং কুলধর্মপরায়ণা, পশুভাবের পতিকে আশ্রয় করে, লোকে কাম-কৌতুক-লালসাযুক্তা কুলমার্গক্রমে সর্বদা রমণে উৎকণ্ঠিতা, বীরভাবে চতুরা ও বীরপতি গোপনে তৎপরা—ইহারাও সকলে পৃথগ্‌ভাবে বিহরণ করে। অথবা তন্ত্রশাস্ত্রবিহিতা হইতে ভিন্ন হীনজাতাকে-এই হেতু পূজা করিবে। ৫৬-৫৭

ব্রহ্মচারী গৃহস্থোঽপি বিহিতান্যাং ন চার্চয়েৎ।
অর্চয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ দুঃখং তস্য পদে পদে ॥ ৫৮
হীনজাং বিহিতাং বেশ্যাং মনসা চ প্রপূজয়েৎ।
তদ্‌যোগং চিন্তয়েদ্ধীমান্ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥ ৫৯
জপ্ত্বা প্রণম্য দেবেশি ভক্ষ্যদ্রব্যং নিবেদয়েৎ।
কামাদ্বা মোহতো বাপি হীনজাং যদি চেচ্ছতি।
রৌরবং নরকং যাতি হীনজাসঙ্গমেন চ ॥ ৬০
হীনজাসঙ্গমং দেবি মনসা ন স্মরেৎ কলৌ।
কুলকর্মপ্রবৃত্তা যা সা মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬১
কুলজা কুলবেশ্যা চ বীরমেকং সমাশ্রয়েৎ।
সন্ত্যজ্য পশুভর্তারং কুলমার্গে প্রবেশয়েৎ ॥ ৬২

[কুলীনায়া গুণবর্ণনম্]

কুলমার্গং সমাশ্রিত্য বীরমেকং সমাশ্রয়েৎ।
কুলমার্গপ্রবৃত্তা চেৎ পতিহীনা ভবেদ্ যদি।
কুলজা বা কুলীনা বা পরজন্মনি জায়তে ॥ ৬৩

কিন্তু ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থও বিহিতা হইতে ভিন্নাকে [শাস্ত্রবিহিতভিন্না] পূজা করিবে না। যদি পূজা করে তাহা হইলে তাহার সিদ্ধিহানি হয় এবং পদে পদে দুঃখ হয়। শাস্ত্রবিহিতা হীনজাতা বেশ্যার যোগ মনে মনে চিন্তা করিয়া একশত আট জপ করিবে। ৫৮-৫৯

হে দেবেশি! জপ করিয়া প্রণাম করিয়া তাহাকে ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিবে। কামবশত বা মোহবশত যদি সেই হীনজাতাকে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই হীনজাতার সঙ্গমের দ্বারা রৌরব নরকে যায়। ৬০

হে দেবি! কলিতে হীনজাতার সঙ্গম মনে মনেও স্মরণ করিবে না। যে হীনজাতা কুলকর্মে [তান্ত্রিক বিশেষ সাধনে] প্রবৃত্তা হয়, সে মুক্তা, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৬১

কুলজাতা ও কুলবেশ্যা একজন বীরকে আশ্রয় করিবে। পশুভাবের পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কুলমার্গে [বীরভাবের সাধনে] প্রবিষ্ট হইবে। ৬২

[কুলীনার গুণবর্ণনা]

কুলমার্গ [তান্ত্রিক বীরভাবের সাধন] আশ্রয় করিয়া [সাধিকা স্ত্রী]

কুলধর্মরতা শস্তা কুলধর্মোৎসুকা তথা।
পূজার্হা সা মহেশানি পতিহীনাং প্রপূজয়েৎ ॥ ৬৪
লোকাচারক্রমেণৈব পূজার্হা লজ্জিতা যদি।
তাং বিহায় কুলেশানি কুলজাঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬৫
গঙ্গাস্মরণমাত্রেণ যথা পাপক্ষয়ো ভবেৎ।
কুলজা চ কুলীনায় মন্ত্রতন্ত্রফলপ্রদা ॥ ৬৬
মহাবেশ্যা ভবেৎ সৈব সর্ববেশ্যা ফলপ্রদা।
যাসাঞ্চ সর্ববিদ্যানাং প্রশস্তা যা কুলার্চনে।
সৈব শক্তির্বিশেষেণ সর্ববেশ্যা প্রকীর্তিতা ॥ ৬৭
কুলীনাদর্শনেনৈব সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
কুলজানাং পুরশ্চর্যা কুলীনাবৎ কুলেশ্বরি ॥ ৬৮
সর্ববেশ্যা হীনজা চ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।
অনেকজন্মনামন্তে কুলধর্মঃ প্রবর্ততে ॥ ৬৯

একজন বীরসাধককে অবলম্বন করিবে। কুলমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া [স্ত্রীসাধিকা] যদি স্বামিহীনা হয় তাহা হইলে সে পর জন্মে সদ্বংশজাতা অথবা বীরভাবের সাধনাবলম্বিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬৩

হে মহেশানি! কুলধর্মে রতা স্ত্রী প্রশস্তা হইয়া যদি কুলধর্মে উৎসুকা হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী পূজাযোগ্যা হয়। সে যদি পতিহীনা হয় তাহা হইলেও তাহাকে পূজা করিবে। ৬৪

যদি লোকাচাররীতি বশত সেই পূজাযোগ্যা [বিধবা] পূজায় লজ্জিতা হয়, তাহা হইলে হে কুলেশানি! তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্বংশজাতাকে পূজা করিবে। ৬৫

গঙ্গাস্মরণমাত্র করিলে যেমন, পাপক্ষয় হয়, সেইরূপ সদ্বংশজাতা কন্যা কুলীনের [তন্ত্রকর্মাদিতে নিরত সাধকের] মন্ত্রতন্ত্রের ফলপ্রদা হয়। ৬৬

সেই কুলীনাই মহাবেশ্যা হয়, সে সকল বেশ্যার ফলপ্রদা হয়। যে সকল সর্ববিদ্যাগণের মধ্যে যিনি কুলপূজায় প্রশস্তা [পূজ্যতরা] সেই শক্তিই বিশেষভাবে সর্ববেশ্যা বলিয়া কীর্তিতা হন। ৬৭

কুলীনার দর্শনেই সকল পাপের ক্ষয় হয়। হে কুলেশ্বরি! কুলীনার পুরশ্চরণ যেইরূপ, কুলজার [সদ্বংশজাতার] পুরশ্চরণও সেইরূপ। ৬৮

কুলধর্ম্মং বিনা দেবি ন চ মোক্ষঃ প্রজায়তে।
কুলপূজাং বিনা দেবি সুন্দরী নৈব সিধ্যতি।
কুলপূজাং বিনা দেবী পঞ্চমী নৈব সিধ্যতি ॥ ৭০
কুলপূজাং বিনা দেবি ভৈরবী ন চ সিধ্যতি।
কুলপূজাং বিনা দেবি ছিন্নমস্তা ন জায়তে ॥ ৭১
কুলপূজাং বিনা দেবি কালীকুলং ন সিধ্যতি।
কুলপূজাং বিনা দেবি তত্ত্বজ্ঞানং ন জায়তে ॥ ৭২
তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি নির্বাণং নৈব জায়তে।
নির্বাণং শ্রেয়সং প্রাপ্য মম যোগঃ প্রজায়তে ॥ ৭৩
নির্বাণং শ্রেয়সঞ্চাপি মূলঞ্চ কুলমন্দিরম্।
পঞ্চমৈঃ পূজয়েৎ কালীং কুলীনাং কুলমন্দিরে ॥ ৭৪

হীনজাতি হইতে উৎপন্না সর্ববেশ্যা সকলসিদ্ধিদায়িনী। অনেক জন্মের শেষে মানুষের কুলধর্ম [তান্ত্রিক বীরভাবের সাধন] প্রবৃত্ত হয়। ৬৯

হে দেবি। কুলধর্ম [বীরভাবে তান্ত্রিক পূজাদি কর্ম] ব্যতীত মুক্তি সিদ্ধ হয় না। হে দেবি! কুলপূজা [তান্ত্রিকভাবে পূজা] ব্যতীত সুন্দরী [শ্রী-কুলের এক বিদ্যা] সিদ্ধ হয় না এবং কুলপূজা ব্যতীত পঞ্চমী [কমলা—শ্রীকুলের পঞ্চমী] সিদ্ধ হয় না। ৭০

কুলপূজাব্যতীত ভৈরবী সিদ্ধ হয় না, কুলপূজা ব্যতীত ছিন্নমস্তা সিদ্ধ হয় না। এক এক স্ত্রী পূজার দ্বারা কালী, তারা, সুন্দরী হয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কুলপূজা ব্যতীত কোন স্ত্রী সুন্দরী, ভৈরবী প্রভৃতি হয় না—ইহাই ভাবার্থ। ৭১

হে দেবি। কুলপূজা ব্যতীত কালীকুল [প্রথমে উক্ত হইয়াছে] সিদ্ধ হয় না এবং কুলপূজা ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ৭২

হে দেবি। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত নির্বাণ [মোক্ষ] হয় না, নির্বাণ ও শ্রেয়ঃ [পরমমুক্তি] প্রাপ্ত হইয়া আমার যোগ [শিবের সহিত যোগ] প্রাপ্ত হয়। ৭৩

নির্বাণ [অপরা মুক্তি] এবং শ্রেয়ঃ [পরা মুক্তি] এই উভয়ের মূল হইতেছে বীর বা দিব্যভাবের ক্রিয়াদিকর্মের গৃহ। কুলমন্দিরে [তান্ত্রিকক্রিয়াদির বিশেষ গৃহে] পঞ্চম তত্ত্বের [মৈথুনের] দ্বারা কুলীনা [কালীকুলে বর্তমানা] কালীকে পূজা করিবে অথবা বীরভাবে সাধকের গৃহে কালী পূজা করিবে। ৭৪

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালা আদিত্যাদিনবগ্রহাঃ॥ ৭৫
আসিতাঙ্গাদয়ো যে যে ভৈরবাশ্চ সুরাদয়ঃ।
কুলপূজাকৃত্যাঃ সর্বে কৃতার্থাঃ কুলীনাং [কুলীনা] গৃহে॥৭৬
শক্তিং বিনা মহেশানি শক্তিমন্ত্রো ন সিধ্যতি।
সর্বেষাং শক্তিমন্ত্রাণাং শক্তিঃ সিদ্ধিপ্রদায়িনী॥ ৭৭
নটী কাপালিকা বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
যোগিনী শ্বপচী শৌণ্ডী ভূমীন্দ্রতনয়া তথা।
গোপিনী মালিকা রম্যা আসাং কার্যবিভেদতঃ॥ ৭৮
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা কাপালী সা প্রকীর্তিতা।
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য নৃত্যগীতপরায়ণা।
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা সা নটী পরিকীর্তিতা॥ ৭৯
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য বেশ্যা রমণমিচ্ছতা।
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা সা বেশ্যা পরিকীর্তিতা॥ ৮০

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সদাশিব, ঈশ্বর [মহেশ্বর], ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, আদিত্যাদি নবগ্রহ, অসিতাঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ভৈরব এবং অন্যান্য দেবতারা, দিব্য বা বীরভাবে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ কুলীগণের গৃহে কুলপূজার আচরণ করিয়া, তাঁহারা সকলে কৃতার্থ হইয়াছেন। অথবা ইহাঁরা গৃহে কুলপূজা করিয়া কৃতার্থ কুলীন হইয়াছেন। ৭৫-৭৬

হে মহেশ্বরি! শক্তি ব্যতীত [শাস্ত্রবিহিত স্ত্রীকে শক্তিরূপে গ্রহণ ব্যতীত] শক্তিমন্ত্র সিদ্ধ হয় না। শক্তিই সমস্ত শক্তিমন্ত্রের সিদ্ধিপ্রদানকারিণী। ৭৭

কার্যভেদবশত বিভিন্ন স্ত্রী রম্যনটী, কাপালিকা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতকন্যা যোগিনী, চাণ্ডালিনী, শৌণ্ডী, রাজকন্যা, গোপিনী ও মালিকা হয়। [এই নামগুলি পারিভাষিক, পরেই ইহাদের পরিচয় বলিতেছেন। ইহাঁরা লোক-সিদ্ধ নটী, কাপালিকা প্রভৃতি নন]। ৭৮

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ হইতে উৎপন্না সুন্দরী কন্যা কাপালী বা কাপালিকা বলিয়া কীর্তিতা হন। চারবর্ণ হইতে উৎপন্না যে সুন্দরী কন্যা পূজাদ্রব্য দর্শন করিয়া নৃত্যগীতপরায়ণা হন, তিনি নটী বলিয়া কীর্তিতা হন। ৭৯

পূজাদ্রব্যং সমালোক্য রজোঽ[১]বস্থাং প্রকাশয়েৎ।
সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্তিতা ॥ ৮১
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য কুলজা বীরমাশ্রয়েৎ।
সন্ত্যজ্য পশুভর্তারং কর্মচাণ্ডালিনী স্মৃতা ॥ ৮২
শিবশক্তিসমাযোগা যোগিনী সা ব্যবস্থিতা।
বিপরীতরতা পত্যৌ পাত্রং যা পরিপৃচ্ছতি।
সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা সা শৌণ্ডী পরিকীর্তিতা ॥ ৮৩
সর্বদা যন্ত্রসংস্কারো যস্যাশ্চ পরিজায়তে।
সৈব ভূমীন্দ্রজা রম্যা সর্ববর্ণোদ্ভবা প্রিয়ে ॥ ৮৪
অথান্যং গোপয়েদ্ যা তু সর্বদা পশুসঙ্কটে।
সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা গোপিনী সা প্রকীর্তিতা ॥ ৮৫

পূজাদ্রব্য সন্দর্শন করিয়া যে বেশ্যা [বেশ্যার মত ঘুরিয়া বেড়ায় যে, সেই বেশ্যা, লোকপ্রসিদ্ধ বেশ্যা নয়] রমণ ইচ্ছা করে, চারবর্ণ হইতে উৎপন্না সুন্দরী সেই কন্যাকে বেশ্যা বলা হয়। ৮০

পূজাদ্রব্য সন্দর্শন করিয়া যে নিজেকে রজঃস্থা বলিয়া প্রকাশিত করে, এইরূপ সকল বর্ণ হইতে উৎপন্না সুন্দরী স্ত্রী রজকী বলিয়া কথিতা হয়। ৮১

পূজাদ্রব্য দেখিয়া কুলজাতা যে কন্যা পশুভাবের সাধক পতিকে পরিত্যাগ করিয়া বীরভাবের সাধককে পতিরূপে আশ্রয় করে, সেই কন্যা কর্মচাণ্ডালিনী অর্থাৎ চাণ্ডালী বলিয়া স্মৃত হয়। ৮২

শিব ও শক্তির যোগ যাহাতে থাকে [শিব ও শক্তির যোগ যে ধ্যান করে] তাহাকে যোগিনী বলিয়া ব্যবস্থাপিত করা হয়, যে স্ত্রী পাত্র [যোগ্য সাধককে] জিজ্ঞাসা করে, পতিতে বিপরীতরতা, সর্ববর্ণোদ্ভূতা এইরূপ সুন্দরী স্ত্রী শৌণ্ডী বলিয়া কীর্তিতা হয়। ৮৩

হে প্রিয়ে! যে স্ত্রীর সর্বদা পূজাদি যন্ত্রের সংস্কার সম্পাদন করা হয়, সকল বর্ণোৎপন্না এইরূপ সুন্দরী স্ত্রী রাজতনয়া বলিয়া সিদ্ধ হয়। ৮৪

যে স্ত্রী পশুসঙ্কটে অর্থাৎ পশুভাবের সাধকসম্বন্ধে সঙ্কট প্রাপ্তিকালে অন্য [বীর সাধককে] গোপন করে, সর্ববর্ণোৎপন্না এইরূপ সুন্দরী স্ত্রী গোপিনী নামে কীর্তিতা হয়। ৮৫

১। মুদ্রিত পুস্তকে 'রজোঽস্থাং' এইরূপ পাঠ আছে, তাতে ছন্দে ১ অক্ষর কম হয়।

পূজাদ্রব্যং সমালোক্য যা মনৌ পরিকীর্তিতা।
সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা মালিনী সা প্রকীর্তিতা ॥ ৮৬
শক্ত্যভাবে মহেশানি যাসাঞ্চ কাঞ্চিদাহরেৎ।
সংশোধ্য পঞ্চমং তত্ত্বং তর্পয়েৎ কুলসুন্দরি ॥ ৮৭
অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাদ্ বামহস্তস্য পার্বতি।
তর্পয়েৎ কালিকাং বীরঃ সায়ুধাং পরিবাহনাম্ ॥ ৮৮
অঙ্গুষ্ঠো ভৈরবো দেবঃ অনামা শক্তিরুচ্যতে।
শিবশক্তিসমাযোগাত্তর্পয়েদ্দেবি দক্ষিণাম্ ॥ ৮৯
তর্পণং ত্রিবিধং দেবি শ্রেষ্ঠং মধ্যং কনীয়সম্।
শ্রেষ্ঠঞ্চ দিব্যভাবস্য বীরভাবস্য মধ্যমম্।
কনীয়াংসং পশূনাঞ্চ হৃদি যন্ত্রে জলে ক্রমাৎ ॥ ৯০

ইতি নিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতীশিবসংবাদে চতুর্দশঃ পটলঃ।

পূজাদ্রব্য দেখিয়া যে স্ত্রীকে মন্ত্রে পরিকীর্তন করা হয় অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা যাহাকে কীর্তন করা হয়, সকল বর্ণোৎপন্না এইরূপ সুন্দরী স্ত্রী মালিনী নামে কীর্তিতা হয়। ৮৬

হে মহেশানি। হে কুলগণের মধ্যে সুন্দরি! শক্তির অভাবে [সাধকের নিজ শক্তি না থাকিলে] পূর্বকথিত নটী প্রভৃতি ১০ শক্তির মধ্যে যে কোন একজন শক্তিকে সংগ্রহ করিবে এবং পঞ্চমতত্ত্ব [শুক্র] সংশোধন করিয়া তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে। ৮৭

হে পার্বতি। বীর সাধক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে সায়ুধা, সবাহনা কালিকা দেবীর তর্পণ করিবে। ৮৮

হে দেবি। অঙ্গুষ্ঠ হইতেছে ভৈরবদেবতা, অনামিকা শক্তিদেবতা কথিত হয়। শিব ও শক্তির যোগে [অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে] দক্ষিণাকালীর তর্পণ করিবে। ৮৯

হে দেবি! তর্পণ তিন প্রকার, উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। দিব্যভাবের তর্পণ উত্তম, বীরভাবের তর্পণ মধ্যম ও পশুভাবের তর্পণ কনিষ্ঠ। দিব্য-ভাবের তর্পণ হৃদয়ে, বীরভাবের তর্পণ যন্ত্রে [পূজাযন্ত্রে] ও পশুভাবের তর্পণ জলে করিতে হয়। ৯০

নিরুত্তরতন্ত্রে চতুর্দশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব কুলমার্গপ্রকাশক।
পঞ্চমং কীদৃশং দ্রব্যং তেষাং শুদ্ধিস্তু কীদৃশী।
তৎ প্রকাশয় সম্যঙ্ মে ময়ি নাথ কৃপাং কুরু॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

মদ্যং মাংসং তথা মীনং মুদ্রা মৈথুনপঞ্চমম্।
এষাং শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রকোষক্রমেণ চ। ২
নিশীথে মুক্তকেশঞ্চ স্বকুলং[1] বামভাগতঃ।
সংস্থাপ্য ন্যাসজালঞ্চ তদ্গাত্রে বিন্যসেৎ ক্রমাৎ॥ ৩
স্বগাত্রে চ ততো ন্যস্য ন্যাসজালক্রমেণ চ।
ভূতশুদ্ধির্বিধেয়া চ বর্ণন্যাসং ততশ্চরেৎ॥ ৪
অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ লিপিন্যাসস্তু তৎপরম্।
ততোঽন্তর্মাতৃকাং কৃত্বা মাতৃকান্যাসমাচরেৎ॥ ৫

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন [জিজ্ঞাসা করিলেন]—হে দেবগণের দেব! মহাদেব! কুলমার্গ [তান্ত্রিক সাধন]-প্রকাশক! পঞ্চ দ্রব্য কিরূপ? এবং তাহাদের শুদ্ধিই বা কিরূপ? হে নাথ! আমাকে কৃপা করিয়া সেই সমস্ত সম্যগ্‌ভাবে প্রকাশ কর [বল]। ১

শ্রীশিব বলিলেন—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং পঞ্চম মৈথুন; মন্ত্রসকলের ক্রম বর্ণনপূর্বক ইহাদের [পঞ্চ তত্ত্বের] শুদ্ধি বলিব। ২

নিশীথে [মধ্যরাত্রে ১০ই— ৩ই মধ্যে] নিজ কুল অর্থাৎ শক্তি অথবা উত্তম শক্তিকে মুক্তকেশীরূপে নিজের বাম ভাগে স্থাপন পূর্বক, তাহার গাত্রে ক্রমে ক্রমে ন্যাসসকল করিবে। ৩

তারপর নিজের শরীরে ক্রমে ক্রমে ন্যাসসকল করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে, ভূতশুদ্ধির পর বর্ণন্যাস করিবে। ৪

তারপর অঙ্গন্যাস, করন্যাস, তারপর লিপিন্যাস, তারপর অন্তর্মাতৃকান্যাস করিয়া বাহ্য মাতৃকান্যাস করিবে। ৫

১। স্বকুলং ইতি বা পাঠঃ।

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ঋষিন্যাসং ততঃ পরম্ ।
পীঠন্যাসং ব্যাপকঞ্চ কালীকুলস্য পূজনে॥ ৬
ক্রমভঙ্গো ভবেন্নৈব ভবেচ্চ বিফলং ধ্রুবম্ ।
জপপূজাদিকং কর্ম সর্বং নিষ্ফলতামিয়াৎ ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ক্রমভঙ্গং ন কারয়েৎ ॥ ৭
জীবন্যাসং ব্যাপকাদৌ বিদ্যারাজ্ঞীং প্রপূজয়েৎ ।
ষোঢ়ান্যাসং নীলকণ্ঠং কামঞ্চ পরিকীর্তিতম্ ।
ততো ধ্যাত্বা মহাকালীং মানসৈঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৮
ততশ্চ পঞ্চমং শুদ্ধং বিশেষার্ঘ্যং ততঃ পরম্ ।
ততঃ কুলঞ্চ সম্পূজ্য পঞ্চানাং শুদ্ধিমাচরেৎ ॥ ৯
স্ববামে বিন্দুষট্‌কোণং বৃত্তঞ্চ চতুরস্রকম্ ।
চতুর্দ্বারঞ্চ সংলিখ্য সামান্যার্ঘ্যোদকেন চ ।
অভ্যুক্ষণং ততঃ স্থানং তত্র দেবীং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১০
নমঃ ইতি ক্ষালিতাধারযন্ত্রং সংস্থাপ্য পূজয়েৎ ।
বহ্নের্দশকলাং তত্র পূজয়েদ্বিধিপূর্বকম্ ॥ ১১

তারপর প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, তারপর পীঠন্যাস, তারপর ব্যাপকন্যাস করিবে। কালীকুলের পূজায় এই ক্রমে ন্যাসাদি হইবে। ৬

ন্যাস প্রভৃতির যে ক্রম বলা হইল সেইক্রমের ভঙ্গ যেন না হয়, ক্রমভঙ্গ হইলে নিশ্চিতভাবে ন্যাসাদি বিফল হইয়া যায়, জপ পূজাপ্রভৃতি সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়। সুতরাং সর্বপ্রকার যত্নে ক্রমের ভঙ্গ করিবে না। ৭

ব্যাপকন্যাসের আদিতে জীবন্যাস করিয়া দশমহাবিদ্যার রাজ্ঞীকে অর্থাৎ কালিকাকে পূজা করিবে। ষোঢ়ান্যাস, নীলকণ্ঠন্যাস ও কামন্যাস পরিকীর্তিত হয় অর্থাৎ এইগুলি করিতে হইবে, এইগুলি করিয়া তারপর মহাকালীর ধ্যান-পূর্বক মানস পূজা করিবে। ৮

তারপর পঞ্চম তত্ত্বের শোধন করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। তারপর কুলের [দেবীবুদ্ধিতে শক্তির] পূজা করিয়া পঞ্চতত্ত্বের শোধন করিবে। ৯

নিজের বামভাগে বিন্দু, ষট্‌কোণ, গোলাকারমণ্ডল ও চারকোণ মণ্ডল এবং চতুর্দ্বার লিখিয়া সামান্যার্ঘ্যের জলে তাহার অভ্যুক্ষণ করত তাহাকে দেবীর স্থান কল্পনা করিয়া সেখানে দেবীর চিন্তা করিবে। ১০

আদ্যষ্টদেব্যঃ সংপূজ্যাঃ তথা ধূম্রার্চ্চিকা কলা।
পূর্বং ত্রিপদিকামিষ্ট্বা গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ ॥ ১২
অষ্টদিক্ষু চ সূর্যস্য পূজয়েৎ দ্বাদশীং কলাম্।
ততশ্চ রক্তবস্ত্রেণ বেষ্টয়েদ্ ঘটমুত্তমম্ ॥ ১৩
ঘটং [সংপূরয়েদ্দেবি] সংপূজয়েদ্দেবি হেতুনা মূলমুচ্চরন্।
ওঁ অমৃতাদিকসোমস্য কলাস্তত্রৈব পূজয়েৎ ॥ ১৪
তত্রাপি পঞ্চমুদ্রাভিঃ প্রণম্য তু কুলেশ্বরি।
নিতম্বসবশাকারৈর্নমৌ করতলদ্বয়ম্।
হ্রীঁ নমঃ ইতি নমস্কুর্যাৎ চতুরস্রা তু সা স্মৃতা ॥ ১৫
পুটাকারং করং বদ্ধা মুষ্টিবদ্ধঞ্চ ভূতলে।
বিধায় চ নমস্কুর্যাৎ হ্রীঁ নমঃ সংবৃতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬

তারপর 'নমঃ' মন্ত্রে আধার [পাত্রবিশেষ] পাত্র ক্ষালন করত সেই আধারে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে পূর্বোক্ত মণ্ডলের উপর স্থাপন করত সেই আধারযন্ত্রে বিধিপূর্বক বহ্নির দশ কলার [পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা, জ্বালিনী ও বহ্ন্যাসন] পূজা করিবে। ১১

আদি অষ্টদেবীর [ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির] এবং ধূম্রার্চিকা কলার পূজা করিবে। তারপর প্রথমে ত্রিপাদিকা ক্ষালন করিয়া গন্ধপুষ্পে সেই ত্রিপাদিকা পূজা করিবে। ১২

আটদিকে সূর্যের দ্বাদশ [আদিত্য, বিভাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, সহস্রাংশু, ত্রিলোচন, হরিদশ্ব, বিভাবসু, দিনকৃৎ, দ্বাদশাত্মক, ত্রয়ীমূর্তি ও সূর্য—এই বার] কলার পূজা করিবে। তারপর রক্তবস্ত্রের দ্বারা একটি উত্তম ঘটকে [যে ঘটে কারণ প্রভৃতি দেওয়া হইবে] বেষ্টিত করিবে। ১৩

হে দেবি! মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সেই ঘট কারণের দ্বারা [মদ্যদ্বারা] পূজা করিবে অর্থাৎ কারণপূর্ণ করিবে এবং সেই ঘটে চন্দ্রের অমৃতা প্রভৃতি [অমৃতা, তুষ্টি, সম্পূর্ণমণ্ডলা, ছায়া, শশিনী, অঙ্গিরা, অংশুমালিনী, মরীচি, সৌম্যা, ঋদ্ধি, ধৃতি, প্রাপ্তি, রতি, সুমনসা, যশা ও পূষা—এই ১৬ কলা] ষোল কলার পূজা করিবে। ১৪

হে কুলেশ্বরি! সেইখানেই পঞ্চমুদ্রা দ্বারা প্রণাম করিবে। যথা—কোমরকে নিজের বশে রাখিয়া অর্থাৎ না বাঁকাইয়া দুই হাত নত করিয়া 'হ্রীঁ নমঃ' মন্ত্রে নমস্কার করিবে। এই মুদ্রাকে চতুরস্রা বা চতুরস্রিকা বলে। ১৫

কৃত্বা পুটাঞ্জলিং ভূমৌ ক্লীঁ নমঃ প্রণমেৎ প্রিয়ে ।
কথিতা সংপুটা মুদ্রা শৃণু দেবি পুটাঞ্জলিম্ ॥ ১৭
বৃদ্ধাকনিষ্ঠয়োর্মূলে নিঃক্ষিপ্য চ পুটাঞ্জলিম্ ।
কৃত্বা চ হূঁ নমো ভূমৌ প্রণমেৎ সা পুটাঞ্জলিঃ ॥ ১৮
সঃ নমো যোনিমুদ্রায়াঃ পঞ্চ মুদ্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
ততঃ কুম্ভসমীপে তু চন্দনেন চ সংলিখেৎ ।
ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং তত্র সর্বপথিকায় চ ॥ ১৯
পূজয়িত্বা বলিং তত্র নিধায় পরমেশ্বরি ।
মায়া ত্রিসর্বপথিকাভ্যো নমঃ প্রিয়ে ॥ ২০
বলিমুৎসৃজ্য দেবেশি তত্ত্বমুদ্রাক্রমেণ চ ।
বামহস্তেন তত্ত্বস্য মুদ্রাং বদ্ধা মহেশ্বরি ॥ ২১
ত্রিঃ পরিভ্রাম্য মূলেন দ্রব্যোপরি কুলেশ্বরি ।
দেবতাপশ্চিমে ভাগে স্থাপয়েত্তৎ কুলেশ্বরি ॥ ২২

দুই হাতের মুষ্টি বদ্ধ করিয়া, সেই মুষ্টিদ্বয়কে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া ভূতলে বিন্যাস করত 'স্ত্রীঁ নমঃ' মন্ত্রে নমস্কার করিবে। ইহাকে সংবৃতা নামক মুদ্রা বলে। ১৬

হে প্রিয়ে! দুই হাতের অঞ্জলি মাটিতে রাখিয়া 'ক্লী নমঃ' মন্ত্রে প্রণাম করিবে, ইহাকে সংপুটা মুদ্রা বলা হয়। ১৭

হে দেবি। পুটাঞ্জলি শ্রবণ কর। কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয়ের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ন্যস্ত করিয়া—দুই হাতের অঞ্জলি মাটিতে রাখিয়া 'হূঁ নমঃ' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ইহাকে পুটাঞ্জলি মুদ্রা বলে। ১৮

'সঃ নমঃ' বলিয়া যোনিমুদ্রা দ্বারা প্রণাম করিবে। ইহাকে যোন্যাখ্যা মুদ্রা বলে। এই পঞ্চ মুদ্রার কথা বলা হইল। তারপর ঘটের নিকট [রক্তবস্ত্র-বেষ্টিত কারণপূর্ণ ঘটের] চন্দনের [রক্ত চন্দনের] দ্বারা ত্রিকোণ, গোলাকার ও চতুষ্কোণ লিখিয়া তাহাতে সর্বপথিক দেবতার পূজা ['ওঁ হ্রীঁ সর্বপথিক-দেবতাভ্যো নমঃ' মন্ত্রে] করিয়া, সেই মণ্ডলের উপর বলি [মাংস, মৎস্য প্রভৃতি বলি] স্থাপন করিয়া, হে পরমেশ্বরি। হে প্রিয়ে! "হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব-পথিকাভ্যো নমঃ" মন্ত্রে সেই বলি তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা উৎসর্গ করিবে। তারপর বাম হস্তে তত্ত্বমুদ্রা বদ্ধ করিয়া, সেই বামহস্তে বলি গ্রহণ করতঃ মূলমন্ত্রের দ্বারা

এবং সুধূপিতং কৃত্বা পঞ্চীকরণমাচরেৎ।
দ্রব্যং দর্ভৈশ্চাস্ত্রমন্ত্রৈঃ সন্তাড্য পরমেশ্বরি ॥ ২৩
হমিতি বামহস্তেন মুষ্টিং কৃত্বা কুলেশ্বরি।
অধোমুখ্যা চ তর্জন্যা বেষ্টয়েত্রিঃ কুলেশ্বরি ॥ ২৪
মূলেন বীক্ষণং দেবি অস্ত্রেণাভ্যুক্ষণঞ্চরেৎ।
ত্রিঃসুগন্ধঞ্চ মূলেন গৃহ্লীয়াৎ পরমেশ্বরি।
পঞ্চীকরণমিত্যুক্তং ক্রমশো বিদ্ধি পার্বতি ॥ ২৫
কুম্ভে পুষ্পং ততো দত্ত্বা প্রণবেন কুলেশ্বরি।
ত্রিকোণং তত্র সংলিখ্য তন্মধ্যে চ হে্সৌঃ প্রিয়ে।
হে্সৌঃ হে্সৌঃ নমোহন্তেন ত্রিশ্চ তত্র প্রপূজয়েৎ ॥ ২৬
প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য বরুণং তদনন্তরম্।
বামদেবো ততো ঙেহন্তং বৌষট্ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১৭
সংপূজ্য বামদেবঞ্চ পশুপতিং ততো যজেৎ।
প্রণবং কূর্চবীজঞ্চ ঙেহন্তং পশুপতিং ততঃ।
কূর্চযুগ্মমন্ত্রবীজমন্ত্রেণ পশুপতিং যজেৎ ॥ ২৮

সেই বলিকে দ্রব্যের উপর [ঘটস্থিত কারণ দ্রব্যের উপর] তিন বার পরিভ্রামিত করিয়া দেবতার পশ্চিম ভাগে স্থাপন করিবে। হে দেবেশি! হে মহেশ্বরি! হে কুলেশ্বরি! হে পরমেশ্বরি! তারপর দ্রব্যকে সুধূপিত [ধূপ জ্বালিয়া সেই ধূপ দ্বারা কারণকে সুগন্ধি করিয়া] করিয়া পঞ্চীকরণ করিবে। হে কুলেশ্বরি! অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা ['ফট্' মন্ত্র দ্বারা] দ্রব্যকে কুশের দ্বারা সন্তাড়ন [কুশস্পর্শপূর্বক সঞ্চালন] করিয়া 'হং' মন্ত্রে বাম হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, সেই বামহস্তের তর্জনী নিঃসারণ করত অধোমুখ তর্জনী দ্রব্যের উপর তিন বার ভ্রামিত করিবে। ১৯-২৪

মূলমন্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ [দ্রব্যের উপর দৃষ্টিপাত] অস্ত্রের দ্বারা ['ফট্'মন্ত্রে] অভ্যুক্ষণ. মূলমন্ত্রে তিনবার দ্রব্যকে সুগন্ধি করিবে। হে পরমেশ্বরি! হে পার্বতি! ইহাই [সংতাড়ন, বেষ্টন, বীক্ষণ, অভ্যুক্ষণ ও সুগন্ধীকরণ] ক্রমশ পঞ্চীকরণ বলিয়া কথিত হয়। ২৫

হে কুলেশ্বরি! হে প্রিয়ে! তারপর প্রণবের দ্বারা ['ওঁ' মন্ত্রে] ঘটে পুষ্প দিয়া, সেই ঘটের মধ্যে কারণে ত্রিকোণ ও তার মধ্যে হ্সৌঃ লিখিয়া 'হ্সৌঃ নমঃ' মন্ত্রে তিনবার সেই মণ্ডলে পূজা করিবে। 'ওঁ বং বামদেবায় বৌষট্'

মায়াবীজং সমুচ্চার্য কালীবীজং ততঃ পরম্ ।
ততঃ পরমপদং দেবি স্বামিনি চ ততঃ পরম্ ॥
[১]পরা কোষগতা দেবি শূন্যবাহিনী ততঃ পরম্ ॥
চন্দ্রসূর্যাগ্নিভক্ষিণী পশ্চাৎ পাত্রঞ্চ তদনন্তরম্ ।
বিশযুগ্মং বহ্নিজায়া দশধা সংজপেৎ প্রিয়ে ॥ ২৯
বাগ্‌ভবং ভুবনা লক্ষ্মীঃ আনন্দেশ্বরঙেন্তকম্ ।
বিদ্মহে চ ততো দেবি ধীমহীতি তদনন্তরম্ ।
ইতি গায়ত্রীং ত্রির্জপ্ত্বা ঋক্‌ত্রয়ং চ জপেদিতি ॥ ৩০
ওঁ রাং রীং রূং সমুদ্ধৃত্য রৈং রৌং ক্রৌং ক্রৌং ক্রস্ততঃ পরম্ ।
ততঃ স্বধা কৃষ্ণশাপং[২] মোচয়দ্বয় ততঃ পরম্ ।
অমৃতং স্রাবয়দ্বন্দ্বং বহ্নিজায়া কুলেশ্বরি ।
ইতি দ্বাদশধা জপ্ত্বা মন্ত্রাণ্যেতানি ত্রির্জপেৎ ॥ ৩১
ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্ ।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥ ৩২

মন্ত্রে পূজা করিবে। বামদেবের পূজা করিয়া পশুপাতর পূজা করিবে। 'ওঁ হূঁ পশুপতয়ে হূঁ হূঁ হৌং নমঃ' মন্ত্রে পশুপতির পূজা করিবে। হে দেবি! হে প্রিয়ে! তারপর "হ্রীঁ ক্রীঁ পরমস্বামিনি পরাকোষশূন্যবাহিনি চন্দ্রসূর্যাগ্নি-ভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা" এইমন্ত্র দশবার জপ করিবে। ২৬-২৯

বাগ্‌ভব [ঐং] ভুবনা [হ্রীঁ] লক্ষ্মী [শ্রীঁ] ঙেন্ত আনন্দেশ্বর [আনন্দেশ্বরায়] "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে দেবি ধীমহি তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ" এই গায়ত্রী তিনবার জপ করিয়া তিনটি মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্র তিনটি নিম্নে মূলেই দেওয়া হইয়াছে। ৩০

হে কুলেশ্বরি! তারপর "ওঁ রাং রীং রূং রৈং রৌং ক্রৌং ক্রৌং ক্রঃ স্বধা কৃষ্ণশাপং মোচয় মোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা" এই মন্ত্র বার (১২) বার জপ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রত্রয় তিনবার জপ করিবে। ৩১

[এখানে মন্ত্র তিনটির অর্থ দেওয়া হইল। জপের সময় মূলে লিখিত তিনটি মন্ত্র তিনবার জপ করিতে হইবে]।

১। "পরাকাশগতা" এইরূপ পাঠ শুদ্ধ মনে হয়, যেহেতু অন্যত্র "পরাকাশশূন্যবাহিনি" এইরূপ মন্ত্রপদ আছে।

২। 'কৃষ্ণপাশং' পাঠ অশুদ্ধ।

ওঁ সূর্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়[১]-সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩৩
ওঁ বেদানাং [দেবানাং][২] প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি।
তেন সত্যেন মে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু ॥ ৩৪
ইতি মন্ত্রত্রয়েণৈব ত্রিধা সমভিমন্ত্র্য চ।
হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রুং শ্রীঁ কারোতি শোভিনি চ ততঃ পরম্।
ততো বিকারমস্যেতি[৩] হর হর[৪] বহ্নিবল্লভা।
ইতি ত্রয়ং জপ্ত্বা দ্রাং শ্রীঁ ঐং চ ততঃ পরম্।
ইতি প্রকাশিনীং ত্রিশ্চ জপ্ত্বা তিরস্করণীং জপেৎ ॥ ৩৫
হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং শ্রোং সমুদ্ধৃত্য তিরস্করণী ততঃ পরম্।
সকলজনবাগ্বাদিনী ততঃ সকলপশুব্রতে।

পরব্রহ্ম একই, তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম জগন্ময়—ইহা নিশ্চিত অথবা ব্রহ্ম নিত্য। সেই পরব্রহ্মের [পরব্রহ্মজ্ঞানের] দ্বারা আমি তোমার কচ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মহত্যা নাশ করি। ৩২

হে সূর্যমণ্ডলজাতে, বরুণালয় [সমুদ্র] জাতে, অমানাম্নী নিত্যকলারূপ বীজস্বরূপিণি দেবি! [সুধাদেবীর সম্বোধন] শুক্রশাপ হইতে বিমুক্ত হয় অর্থাৎ বিমুক্ত হও [এখানে লোটের অর্থে লট্]। ৩৩

প্রণব [ওঁ] হইতেছে সমস্ত বেদের বীজ, এবং সেই প্রণব ব্রহ্মানন্দময় সেই সত্য প্রণবের দ্বারা হে দেবি। তুমি আমার ব্রহ্মহত্যা দূর কর। ৩৪

এই তিনটি মন্ত্রের দ্বারা তিনবার কারণ দ্রব্যকে অভিমন্ত্রিত করিয়া "হ্রীং শ্রীং শ্রুং শ্রীঁ কারোতি শোভিনি বিকারমস্য হর হর স্বাহা" এই মন্ত্র [দ্রব্যের উপর] তিনবার জপ করিয়া "দ্রাং শ্রীঁ ঐং" এই প্রকাশিনী মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। তারপর তিরস্করণীমন্ত্র জপ করিবে। [তিরস্করণী মন্ত্র নীচে দেওয়া হইতেছে]। ৩৫

প্রথমে "লীন অশ্বে আরোহণ করিয়া লীন বস্ত্র ও আভরণ, মাল্য বিলেপন-যুক্তা দেবী সম্মুখে গমনকারিণী, নিদ্রারূপ বস্ত্রের দ্বারা সকল ভুবনকে

১। মুদ্রিত পুস্তকে "বরুণাবয়" পাঠ আছে, তাহা অশুদ্ধ।
২। মুদ্রিত পুস্তকে 'দেবানাং' পাঠ আছে, উহা অশুদ্ধ।
৩। 'বিকরণস্যেতি' পাঠ অশুদ্ধ।
৪। মুদ্রিত পুস্তকে 'হর স্বর' পাঠ আছে তাহা অশুদ্ধ বলিয়া 'হর হর' পাঠ করা হইয়াছে।

জনমনশ্চক্ষুস্ততো দেবি শ্রোত্রজিহ্বা ততঃ পরম্ ॥
ঘ্রাণোক্তি[১] [প্রাণোক্তি] তিরস্করণং কুরুযুগ্মং ততঃ পরম্ ॥৩৬
লীনং হয়ং সমধিরুহ্য পুরঃ প্রয়াস্তি,
লীলাংশুকাভরণ-মাল্যবিলেপনাঢ্যা।
নিদ্রাপটেন ভুবনানি তিরোদধানা,
খড়্গং ভুজৈর্ভগবতী পরিপাতু ভক্তান্ ॥ ৩৭
ইতি ধ্যাত্বা কুলেশানি ইমং মন্ত্রং ত্রিধা জপেৎ।
ঠঃ ঠঃ বহ্নিবধূর্দেবি দ্রব্যোপরি ত্রিধা জপেৎ ॥ ৩৮
পাব[২]মানঃ পরানন্দঃ পাবমানঃ পরোরসঃ।
পাবমানং পরং জ্ঞানং তেন ত্বাং পাবয়াম্যহম্ ॥
পাবমানঞ্চ ত্রির্জপ্ত্বা বায়ুবীজেন শোষয়েৎ[৩] ॥ ৩৯
রমিতি বহ্নিবীজেন সংদহ্য প্রণমেদিতি ॥ ৪০

তিরোহিত করিয়া খড়্গযুক্ত বাহুদ্বারা ভক্তগণকে রক্ষা করুন।" [অন্য গ্রন্থে 'লীন' স্থলে 'নাল' পাঠ আছে। লীন শব্দের অর্থ অন্য উহাতে অশুদ্ধি হয় না]। "লীনং হয়ং...ভক্তান্" উপরে এই মন্ত্রে তিরস্করিণী দেবীর ধ্যান করিয়া তারপর—"হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং শ্রোং তিরস্করণি সকলজনবাগ্বাদিনি সকলপশুব্রতে জনমনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্রজিহ্বাঘ্রাণোক্তি-তিরস্করণং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা" এই তিরস্করণী মন্ত্র দ্রব্যের উপরে [ঘটস্থিত কারণের উপরে] তিনবার জপ করিবে। হে দেবি,! হে কুলেশানি! [ইহা উক্ত হইল]। ৩৬-৩৮

পাবমান মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। পাবমান মন্ত্র পরম আনন্দস্বরূপ, পরম রসস্বরূপ, পরমজ্ঞানস্বরূপ সেই পাবমান মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে [সুধা] পবিত্র করিতেছি। এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া বায়ুবীজ অর্থাৎ 'যং' মন্ত্রে সংশোষণ করিবে। ৩৯

'রং' এই বহ্নি মন্ত্রে [সেই সুধা দ্রব্যকে] সংদগ্ধ করিয়া প্রণাম করিবে। ৪০

১। মুদ্রিতপুস্তকে 'প্রাণোক্তি' পাঠ আছে—তাহাও অশুদ্ধ বিবেচনায় 'ঘ্রাণোক্তি' পাঠ করা হইয়াছে।

২। মুদ্রিত পুস্তকে 'পরমানঃ পবমানঃ' এইরূপ অশুদ্ধ পাঠ আছে। অন্য গ্রন্থ হইতে শুদ্ধ পাঠ দেওয়া হইল।

৩। সংশোধয়েৎ পাঠ অশুদ্ধ।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা ।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৪১
কালী তারা তথা চ্ছিন্না মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী ।
অন্নপূর্ণা তথা নিত্যা দুর্গা মহিষমর্দিনী ।
ত্বরিতা ত্রিপুরা পুটা ভৈরবী বগলা তথা ।
ধূমাবতী তথা জ্ঞেয়া কমলা চ সরস্বতী ।
জয়দুর্গা তথা ভদ্রে তথা ত্রিপুরসুন্দরী ।
অষ্টাদশ মহাবিদ্যা তন্ত্রাদৌ কথিতাঃ প্রিয়ে ॥ ৪২
নাত্র কালবিশুদ্ধিঃ স্যাৎ সময়াসময়াদিকম্ ।
ন বারতিথিনক্ষত্রং ন যোগকরণন্তথা ।
সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যা যুগসেবা প্রকীর্তিতা ॥ ৪৩

ইতি শ্রীনিরুত্তরতন্ত্রে পার্বতীশ্বর-সংবাদে পঞ্চদশঃ পটলঃ সমাপ্তঃ ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ।

কালী (১), তারা (২) ষোড়শী (৩), ভুবনেশ্বরী (৪), ভৈরবী (৫), ছিন্নমস্তা (৬), ধূমাবতী (৭), বগলা (৮), মাতঙ্গী (৯), কমলা (১০),—এই দশ মহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা বলে। ৪১

কালী (১), তারা (২), ছিন্না [ছিন্নমস্তা] (৩), মাতঙ্গী (৪), ভুবনেশ্বরী (৫), অন্নপূর্ণা (৬), নিত্যা (৭), দুর্গা (৮), মহিষমর্দিনী (৯), ত্বরিতা (১০), ত্রিপুরা (১১) ভৈরবী (১২), বগলা (১৩), ধূমাবতী (১৪), কমলা (১৫), সরস্বতী (১৬), জয়দুর্গা (১৭), ত্রিপুরসুন্দরী (১৮), এই ১৮ মহাবিদ্যা তন্ত্রের আদিতে কীর্তিত হইয়াছেন। ৪২

এই সিদ্ধবিদ্যা বা মহাবিদ্যার আরাধনা পূজা বা মন্ত্রাদি জপে কোন কালের শুদ্ধির অপেক্ষা নাই, সময় অসময় নাই, বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ প্রভৃতির অপেক্ষা নাই। এই যুগে ইঁহাদের পূজাদি, যে কোন সময় হইবে ইহা শাস্ত্রে কথিত। ৪৩

নিরুত্তরতন্ত্রে পঞ্চদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

ॐ।। নবভারত তন্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ।।

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত ।। ৩০'০০

ভূতডামরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ।। ৬'০০

কুলার্ণবতন্ত্র—ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদিত ।। ৩০'০০

তোড়লতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত ।। ৬'০০

সরস্বতীতন্ত্র—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্রসিদ্ধান্তভূষণ ।। ৩'০০

ষট্‌চক্রনিরূপণ ।। ঐ ।। ৪'০০

গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ সম্পাদিত ।। ৫'০০

অন্নদকাল্পতন্ত্র ।। ঐ ।। ৬'০০

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ তন্ত্ররত্ন সম্পাদিত ।। ৪'০০

তারারহস্য—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত বিরচিত ।। ১০'০০

নির্ব্বাণতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত ।। ৫'০০

সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ সম্পাদিত ।। ৫'০০

ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ সম্পাদিত ।। ৬'০০

মাতৃকাভেদতন্ত্র— " " " " ।। ৭'০০

বগলামুখীতন্ত্র—শ্রীমৎ ক্রিয়ানন্দ মহাভারতী সম্পাদিত ।। ৫'০০

কুব্জিকাতন্ত্র—শ্রীজ্যোতির্লাল দাস সম্পাদিত ।। ৬'০০

মায়াতন্ত্র— " " " ।। ৬'০০

কুমারীতন্ত্র— " " " ।। ৪'০০

কামধেনুতন্ত্র— " " " ।। ১০'০০

যোগিনীতন্ত্র—শ্রীমৎ স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী সম্পাদিত ।। ২৫'০০

তন্ত্রাভিধান—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত ।। ২৫'০০

নিরুত্তরতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ সম্পাদিত ।। ৮'০০

মূল্য : আট টাকা